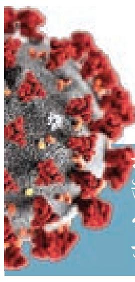

করোনার এ সংকটেও প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা আছে আপনাদের পাশে। সবাই সুস্থ ও নিরাপদ থাকুন। সংক্রমণরোধে নিয়মকানুন মেনে চলুন।

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

24 February 2022, Thursday, 5th Year, Issue 258, 40 Pages

প্যালেস্টাইনি শিশুদের পক্ষে কথা বলে তোপের মুখেও কাসিও পৃষ্ঠা: ৩০

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২, ১১ ফাল্গুন ১৪২৮, ২৩ রজব ১৪৪৩, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৫, সংখ্যা ২৫৮, পৃষ্ঠা: ৪০

বিশ্ব নেতৃত্বকে অগ্রাহ্য, রাশিয়ার যুদ্ধোন্মাদনা

পুতিনের নির্দেশের পর ২৪ ফেব্রুয়ারি ভোর থেকে ইউক্রেনে হামলা শুরু করে রাশিয়া।

- হামলার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ইউক্রেনের বেশিরভাগ অংশ রুশ বাহিনীর দখলে।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রথম সার্বভৌম দেশ দখল।

ইব্রাহীম চৌধুরী

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের তোয়াক্কা না করেই ইউক্রেন দখল করে নিয়েছে রাশিয়া। ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের সূচনা হয়েছে। একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সীমানা লঙ্ঘন করে একাধিক এলাকা দিয়ে রাশিয়ার বাহিনী ইউক্রেনে পরিবেশ করেছে। বিমান বাহিনী, নৌবাহিনী হামলার মুখে পড়েছে ইউক্রেনের সাধারণ জনগণ।

আমেরিকা কাগুজে বাঘের মতো ভয় দেখালেও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে দমানোর কোনো কার্যকর উদ্যোগ দেখা যায়নি। আমেরিকা ও পশ্চিমা মিত্রদের সামনেই প্রতিপক্ষ একটি স্বাধীন দেশ দখল করে নিয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের কোনো দেশ এমন করে হামলার শিকার হয়ে যায়নি। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের নির্দেশের পর স্থানীয় সময় ২৪ ফেব্রুয়ারি ভোর থেকেই ইউক্রেনের স্থল, আকাশ ও নৌপথে হামলা চালানো শুরু করে রাশিয়া।শুরু হয় ইউক্রেনের বিভিন্ন শহরে ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়া। প্রাথমিক হামলায় ইউক্রেনের ৪০ সেনা ও ১০ বেসামরিক

বহুজাতিগোষ্ঠীর নগরী নিউইর্কের নিজ দেশের নামে একটি ফলক দেখেত চেয়েছে দেশপ্রেমিক বাংলাদেশিরা। এই স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটেছে ২১শে ফেব্রুয়ারি। হিলাসাইড আর হোমলন স্ট্রিটের মোড়ে বাংলাদেশের পতাকাসহ নামফলক উন্মোচনের ঐতিহাসিক মুহূর্তের ছবিটি উঠিয়েছেন প্রথম আলোর আলোকচিত্রী সৈয়দ মাসুদুল কবির।

জাতিসংঘে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

আব্দুস শহীদ

জাতিসংঘ সদরদপ্তরে টানা ৬ষ্ঠ বারের মতো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করা হয়। ২০১৭ সাল থেকে জাতিসংঘে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের এ আয়োজনে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে বাংলাদেশ। এবারও জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের সাথে যৌথ অংশীদারিত্বে ইভেন্টটির আয়োজন করে এলসালভাদর, নাইজেরিয়া, পর্তুগাল ও স্লোভাকিয়া মিশন। এতে সহ-অংশীদারিত্ব করে জাতিসংঘ সচিবালয় ও ইউনেস্কো।

২১শে ফেব্রুয়ারি সোমবার জাতিসংঘ সদর দপ্তরে আয়োজিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের বিশেষ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি। এছাড়া অনুষ্ঠানটি উপলক্ষে শুভেচ্ছাবাণী প্রদান করেন ইউনেস্কোর মহাপরিচালক ও নিউইয়র্ক সিটির মেয়র।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

নিষেধাজ্ঞার পর বন্দুকযুদ্ধ নেই, ইতিবাচক বলছেন অনেকেই

যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা

- মানবাধিকার সংগঠনগুলো ‘বন্দুকযুদ্ধে’র এই বিরতিকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন।
- ভবিষ্যতেও যাতে এমন ঘটনা না ঘটে তা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নিশ্চিত করতে হবে।

শুভ্র দেব ও মরিয়ম চম্পা

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস ১০ই ডিসেম্বর র‍্যাবের বর্তমান ও সাবেক ৭ কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ মানবাধিকার লঙ্ঘনের। বিশেষ করে বিচারবহির্ভূত হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে কথিত ‘বন্দুকযুদ্ধে’ মৃত্যুকে বিচারবহির্ভূত হত্যা বলে দাবি করে আসছে মানবাধিকার সংগঠনগুলো। যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার পর এ ধরনের মৃত্যু একেবারেই কমে গেছে। নিষেধাজ্ঞার পর প্রায় আড়াই মাসে কোনো বন্দুকযুদ্ধের তথ্য সামনে আসেনি। এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে বলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকেও জানানো হয়নি। মানবাধিকার সংগঠনগুলো ‘বন্দুকযুদ্ধে’র এই বিরতিকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

রাজ্যের অনুদানে বাংলাদেশি সংগঠন কি আছে?

রওশন হক

নিউইয়র্কের এশীয় জনসমাজের সহযোগিতার জন্য রাজ্য গভর্নর ক্যাথি হকুল ১০ মিলিয়ন ডলারের অনুদান ঘোষণা করেছেন। বিভিন্ন স্বচ্ছাসেবী সংগঠন, অলাভজনক নাগরিক সংগঠনের মাধ্যমে মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত জনসমাজের নানা কল্যাণকর খাতের জন্য এ অর্থ সরাসরি দেয়া হচ্ছে।

রাজ্য বাজেট থেকে দেয়া অনুদান ঘোষণা করে গভর্নর বলেছেন, নিউইয়র্কে এশীয় অঞ্চলের লোকজনের মধ্যে কাজ করে এমন সংগঠনগুলোর মাধ্যমে এ অর্থ বিতরণ করা হবে। এশীয় অঞ্চলের অভিবাসীদের নিয়ে কাজ করে এমন

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ২

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধিতে ল ফার্ম নিয়োগ দিয়েছে সরকার

যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা

ঢাকা অফিস

শাহরিয়ার আলম

র‍্যাবের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পর থেকে দুই দেশের সম্পর্ক বাড়াতে কাজ করছে বাংলাদেশ। এবার নেলসন মুলিন্স নামে মার্কিন একটি লবি ফার্মকে নিয়োগ দিয়েছে ঢাকা।

২৪ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার বিকেলে নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এম শাহরিয়ার আলম।এম শাহরিয়ার আলম বলেন, ‘১০ ডিসেম্বর থেকে কাজ করে যাচ্ছি। মার্কিনদের সঙ্গে সরকার থেকে সরকারে সম্পর্ক বাড়াতে নেলসন মুলিন্স নামে একটি সংস্থাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এটি বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ককে আরও গভীর ও বেগবান করতে সহযোগিতা করবে বলে আশা করি।’

এটি কি লবিস্ট ফার্ম? সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘এটি সরকারি পর্যায়ে সম্পর্ক বাড়াতে সহযোগিতা করে, এমন একটি প্রতিষ্ঠান। একে জিআর বা গভর্নমেন্ট রিলেশন ফার্ম বলে।’ কত দিনের জন্য নেলসন মুলিন্সকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে জানতে চাইলে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘এক বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। মাসিক ২০ হাজার ডলার করে খরচ হবে।’

এর আগে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাতীয় সংসদে জানান, সরকার লবিস্ট নয়,

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৬

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কাজ করবে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র

ঢাকা অফিস

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে কাজ করবে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র। জার্মানির মিউনিখ সিকিউরিটি সম্মেলনের ফাঁকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জলবায়ু বিষয়ক বিশেষ দূত জন কেরির সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন। বৈঠকের পর তিনি এ মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, দীর্ঘমেয়াদি এবং উচ্চাভিলাষী উদ্যোগ অনুধাবন ও বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ আছে। ১৯ ফেব্রুয়ারি শনিবার জন কেরির সঙ্গে এই দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হয় আব্দুল মোমেনের।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৫

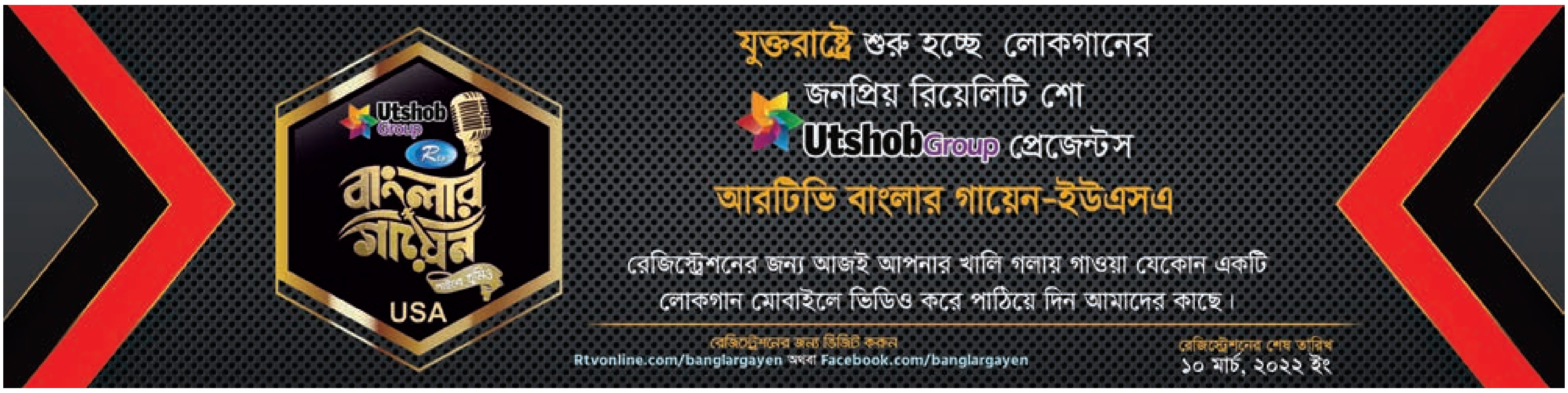

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৭টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।

আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 — TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 — TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 — TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোস *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

আমরা বাংলায় কথা বলি

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

Ms. Farzana Choudhury

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

ACE INSTITUTE OF TECHNOLOGY
এইস্ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি

২০১৯ সাল বাঙালীদের জন্য দারুন সুখবর!
Where it's all about excellence in education
নিউইয়র্ক ষ্টেট শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত
Licensed by New York State Department of Education.
কাউন্সিল অব অকুপেশনাল এডুকেশন (সিওই) কর্তৃক এক্রেডিয়েশনপ্রাপ্ত

BECOME A MEDICAL ASSISTANT
- EKG Technician & Phlebotomy Technician
- Medical Insurance, Billing & Records

Diagnostic Medical Sonographer

BECOME A COMPUTER NETWORK ADMINISTRATOR
- PC Technician (A+ Cert.)
- Networking Concepts (N+ Cert.)
- Network Security (Security+ Cert.)
- Computer Networking (MCITP/MCTS)

Web & Graphic Design

সুবিধাজনক ক্লাশসূচি
প্রভাতী ক্লাশ
সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা
সন্ধ্যাকালীন ক্লাশ
বিকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা

সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও ক্লাশের সুযোগ রয়েছে।
আনুষাঙ্গিক সুবিধা সমূহ
Financial Aid available for select program to those who qualify.

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন:
www.acecareer.edu | info@acecareer.edu

যোগাযোগ: MANHATTAN 212-695-9700, QUEENS 718-575-3223

40-38. 75th Street, Elmhurst, NY 11373

KARNAFULLY
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিস
TAX SERVICES INC.

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent
এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

Members: NSA NATP Member of AICPA naea

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

OFFICIAL NOTARY PUBLIC DULY COMMISSIONED

ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS
ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

VISA MasterCard DISCOVER
Tax Preparation fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

Please subscribe to our YouTube Channel KARNAFULLY TAX to get the latest updates.

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

বাড়ীর মর্টগেজের জন্য একটি বিশ্বস্থ নাম

CMG FINANCIAL NMLS 1820

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আমার প্রত্যাশা, অতীতের মতো ভবিষ্যতেও সব ধরনের চাপ ও ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে পত্রিকাটি সত্য, সুন্দর ও উন্নয়নের পক্ষে ভূমিকা পালন করে যাবে। প্রথম আলোর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি হোক, এই কামনা করি।

NASIR SABUJ
Loan Officer

Individual NMLS 1787816
Business: 313,603,7221
Cell: 313,603,7221
Nsabuj@cmgfi.com

28555 Orchard Lake Road, Suite 2220,
Farmington Hills, Ml 48334 NMLS 1760518

সম্পাদকীয়

পণ্যের দাম

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, সীমিত আয়ের মানুষ মূল্যবৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছে না। একটু কম দামে চাল ডাল তেল কেনার জন্য মানুষ লাইন দিচ্ছে টিসিবির পণ্য বিক্রির ট্রাকের পেছনে। কিন্তু সবাই এই সুযোগ নিতে পারে না। টিসিবির সরবরাহ সীমিত। মানুষের গড় আয় বাড়ার গল্প আর মাঠের বাস্তবতা ভিন্ন। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ক্রমবর্ধমান দামে নাভিশ্বাস উঠেছে। জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণ করার কোনো ব্যবস্থা বাস্তবে আমাদের দেশে নেই। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বাজার নিয়ন্ত্রণের সুযোগ সরকারের থাকে না—এই অজুহাতে বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম নিয়ে একধরনের স্বেচ্ছাচারিতা বা খামখেয়ালিপনা দেখেই আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি।

প্রশ্ন হলো, কারা করে কারসাজি? উৎপাদকেরা কারসাজি করেন না। কৃষিজাত পণ্যের দাম নির্ধারণে উৎপাদক কৃষকদের কি কোনো হাত থাকে? তাঁরা তো ফসলের ন্যায্য দাম থেকে যুগের পর যুগ ধরেই বঞ্চিত হয়ে আসছেন। কৃষক তো অনেক সময় উৎপাদিত ফসলের দাম উৎপাদন খরচের থেকেও কম পান। ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় আমাদের কৃষকদের ভাগ্যের তেমন কোনো পরিবর্তন হয় না। কিন্তু যাঁরা ব্যবসায়ী, যাঁরা মধ্যস্বত্বভোগী তাঁরা ইচ্ছেমতো দাম বাড়িয়ে বা নির্ধারণ করে নিজেদের ভাগ্য ঠিকই পরিবর্তন করেন। ব্যবসার সঙ্গে মুনাফার সরাসরি সম্পর্ক। লাভের আশায়ই ব্যবসা করা হয়। লোকসান গোনার জন্য কেউ ব্যবসা করেন না। এখানেও প্রশ্ন, মুনাফা কি খুশিমতো করা যায়? না, কোনো কিছুই খুশিমতো করা যায় না। সব মানুষ যদি সব কাজ নিজের খুশিমতো করতে চান, তাহলে তো অরাজক অবস্থা তৈরি হবে। কোনো ক্ষেত্রে যাতে অরাজকতা তৈরি না হয়, সেটা দেখার জন্যই তো রাষ্ট্র তথা সরকারব্যবস্থা। একশ্রেণীর ব্যবসায়ী কারসাজি করে দাম বাড়িয়ে বাজারে অস্থিরতা তৈরি করলেও সরকার কেন শক্ত অবস্থান নিতে পারে না? এই প্রশ্নের উত্তরে অনেকেই এটা বলে থাকেন যে দেশের রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ ব্যবসায়ীদের হাতে চলে গেলেই বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকার কার্যকর পদক্ষেপ নিতে অসমর্থ হয়। বর্তমানে জাতীয় সংসদের ৬২ শতাংশ সদস্য ব্যবসায়ী। দেশের বাণিজ্যমন্ত্রী একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। খাদ্যমন্ত্রী একজন চালকল মালিক।

তো, এখন যদি মনে করেন, এই ব্যক্তিরা তাঁদের পক্ষের ব্যক্তিদের স্বার্থ না দেখে সাধারণ ক্রেতাদের স্বার্থ দেখবেন, তাহলে সেটা একটু বেশি সরল আশা হয়ে যাবে। দেশে বাজার নিয়ে কারসাজির পরিমাণ যে আগের তুলনায় বেড়েছে, তার পেছনে রাজনীতির নিয়ন্ত্রণভার পরিবর্তনের বিষয়টি একেবারে উপেক্ষা করার মতো নয় বলেই মনে হয়।

সরকারী কর্মকর্তা যখন নিজেকে মজলুম দাবি করেন!

বাংলাদেশে চাকরিচ্যুত দুদক কর্মকর্তা শরীফ উদ্দিন এখন টক অব দ্য টাইম। বলা হচ্ছে, দুর্নীতিবাজদের ভিত কাঁপিয়ে দেয়ার জন্যই তার এই পরিণতি। তিনিও নিজেকে বলছেন, মজলুম। আর তার এই চাকরিচ্যুতির দিনে আলোচনায় এসেছে বেশ কিছু নাম। এরমধ্যে একজন আইয়ুব খান চৌধুরী। রাষ্ট্রায়ত্ত কর্ণফুলী গ্যাস লিমিটেডের সাবেক এমডি ও বর্তমানে পেট্রোবাংলার পরিচালক। শরীফ উদ্দিনের দাবি গত ৩০ জানুয়ারি সন্ধ্যায় আইয়ুব খান আরও কয়েকজনকে নিয়ে তার বাসায় আসেন। তাকে হেনস্তা করেন এবং এক সপ্তাহের মধ্যে চাকরিচ্যুত করবেন বলে হুমকি দেন। সিসিটিভি ফুটেজ নিয়ে সেই রাতেই খুলশী থানায় জিডি করেন তিনি। প্রকাশিত সংবাদে দেখা গেছে, চট্টগ্রামে চাকরির সময় একাধিক চাঞ্চল্যকর ঘটনার অনুসন্ধান করেছিলেন শরীফ উদ্দিন। কর্ণফুলী গ্যাস লিমিটেডের (কেজিডিসিএল) সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক আইয়ুব খান চৌধুরীর বিরুদ্ধেও অনুসন্ধান করেন তিনি। হাজির করেন একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য।

শরীফের অনুসন্ধানে উঠে আসে, কেজিডিসিএলের সাবেক এমডি আইয়ুব খান চৌধুরী রাষ্ট্রীয় এই প্রতিষ্ঠানে অবৈধভাবে তার দুই ছেলে আশেক উল্লাহ চৌধুরীকে ডেপুটি ম্যানেজার পদে ও মহিউদ্দিন চৌধুরীকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসেবে নিয়োগ দেন। সর্বশেষ ২০২১ সালে মধ্যরাতে কেজিডিসিএল'র সেই আলোচিত ৬০ জনের পদোন্নতির সময় তার দুই ছেলেরও পদোন্নতি হয়। শরীফের প্রতিবেদনে উঠে আসে, আইয়ুব খান চৌধুরী নিয়োগ বাণিজ্য, স্বজনপ্রীতি, অবৈধ গ্যাস সংযোগসহ নানা অনিয়মে জড়িত। এরমধ্যে কর্ণফুলী গ্যাসে তার নিয়োগটাও ছিল অবৈধ। বয়স জালিয়াতি ও দেওয়ানি মামলায় শাস্তি পাওয়ার বিষয়টি গোপন রেখেই তিনি এই চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। শরীফ উদ্দিনের অনুসন্ধানে এসেছে, আইয়ুব খান চৌধুরী পেট্রোবাংলার সহকারী ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) পদে ভুয়া জন্ম তারিখ দিয়ে নিয়োগ পান। ১৯৯১ সালের ২ সেপ্টেম্বর পত্রিকায় এই পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। এতে বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল ২৭ বছর। আর একাডেমিক সনদপত্র অনুসারে আইয়ুব খানের জন্ম ১৯৬২ সালের ৪ আগস্ট। সেই অনুসারে এই পদে আবেদনের শেষ তারিখ ১৯৯১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর তার বয়স হয় ২৯ বছর ১ মাস ৭ দিন। যে কারণে তার নিয়োগ পাওয়াটাই ছিল সম্পূর্ণ অবৈধ। আইয়ুব খান ১৯৮৭ সালে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের চট্টগ্রাম নগরের কর্মকর্তা হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। এরমধ্যে ১৯৯১ সালে চেক জালিয়াতির একটি মামলায় ব্যাংক থেকে তার চাকরি চলে যায় ও ৩ মাসের জেল হয়। জেল থেকে বের হয়ে কয়েক মাসের মাথায় তিনি কর্ণফুলী গ্যাসে যোগদান করেন। কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির এমডি হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর তিনি সেখানে তার দুই ছেলে আশেক উল্লা চৌধুরী ও মহিউদ্দিন চৌধুরীকে সব ধরনের অনিয়মের আশ্রয় নিয়ে নিয়োগ দেন।

এরপরও একজন শরীফ উদ্দিন দাঁড়িয়ে যান। এ দাঁড়িয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়েই সমাজ আন্দোলিত হয়। দুর্নীতি করে, রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটপাট করে আপাত পার পাওয়া লোকজনের জন্য বিষয়টা সহনই সংকেত হয়ে দেখা দেয়। শরীফ উদ্দিনের চাকুরিচ্যুতির জের ধরে বড় বড় রাঘব বোয়ালদের আদ্যোপান্ত জানার সুযোগ হবে। হয়ত তাঁদের কেউ কেউ জবাবদিহিতার আওতায়ও আসবে, এমন প্রত্যাশা আমরা করতেই পারি।

ইংরেজির দাপটে অসহায় বাংলা ভাষা

চিররঞ্জন সরকার

বিশ্বায়নের এ যুগে গুটিকয়েক ভাষা নিজেদের আধিপত্য ধরে রেখেছে।

ভাষা আসলে অনুভব বা অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম। মানুষ তার আবেগ-অনুভূতি নানা ভাষায় ব্যক্ত করে। কিছু আবার আছে চিরায়ত ভাষা বা ভিন্ন রকম ভাষা। এই ভাষার কোনো নাম নেই। যেমন একটা হাসি, সমুদ্রের ঢেউ বা চোখের জলের ভাষা কী? একটা শিক্ষিত বেকারের চাকরি খোঁজার লড়াইয়ের ভাষা কী? প্রেমের ঝগড়ার ভাষা কী? সন্তান জন্মের পর মায়ের আনন্দাশ্রুর ভাষা কী? পাহাড়শৃঙ্গ থেকে নদী যখন লাফিয়ে লাফিয়ে মৃত্তিকায় আছাড় খায়, তখন তার ভাষা কী? ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি, উর্দু, স্প্যানিশ, জার্মান কি ভাষায় এই অনুভূতি ব্যক্ত হয়?

ভাষা আসলে একটা সর্বজনীন চরিত্র। যার গন্ধ নেই, আকার নেই, স্বাদ নেই; আছে কেবল জন্মের ইতিহাস, বিবর্তন আর অনুভব। একটা জাতির স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাসও তৈরি হয়েছিল ভাষার লড়াইয়ে। উর্দু নয়, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। মাতৃভাষার এ লড়াই আজ কেবল বাঙালির নয়, বিশ্বজনীন। ভাষাশহীদদের উৎসর্গিত জীবন, আত্মবলিদান মাতৃত্ববোধের এক অনবদ্য স্থাপত্য সৃষ্টি করে গিয়েছে। ভাষার নিরিখে দেশের নাম হয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন পতাকা, একটি চেতনা এবং বাংলা আমাদের অনুভব প্রকাশের ভাষা!

এত গর্ব, এত উল্লাস, এত আত্মগরিমার পরও আমরা আজ কেমন যেন উদাসীন আমাদের মাতৃভাষা নিয়ে। আমরা আজও জোর দিয়ে বলতে পারি না, ভালোভাবে, শুদ্ধ করে বাংলা লিখতে-পড়তে শেখো। বাংলায় স্থিত হও। তারপরও মাতৃভাষা বাংলা নিয়ে আমাদের যতটুকু যা আবেগ কাজ করে, তা এই ফেব্রুয়ারি মাসে।

ফেব্রুয়ারি গেলে আমাদের আবেগ কমে যায়। বাংলার গুরুত্বও কমে। যদিও ভাষা একটা অন্য জিনিস, কিন্তু আমাদের দেশে এটা হয়ে উঠেছে আয়-রোজগার-দক্ষতার একটি উপকরণ!

ইংরেজি জানতেই হবে, না হলে সভ্য সমাজে জীবন আর জীবিকার লড়াইয়ে হার মানতে হবে! ঔপনিবেশিক মানসিকতা ও করপোরেট সমাজের চাপিয়ে দেওয়া এই মতই অল্প অল্প করে গ্রাস করছে আমাদের, আমাদের যুবসমাজকে। এখন করপোরেট অফিসে চাকরি করতে হলে ইংরেজি বলা শিখতেই হবে। তা না হলে শতগুণেও মূল্যহীন হবে যুবকের কষ্টার্জিত জ্ঞান! ফলে নতুন প্রজন্মের মধ্যে বাড়ছে 'বাংরেজি' (অল্প কিছু বাংলার সঙ্গে অনেক বেশি ইংরেজি মেশানো) ভাষায় কথা বলার প্রভাব। এই পরিস্থিতিতে আমরা কেমন করে বলি, আমার সন্তানকে আমি বাংলামাধ্যম স্কুলে পড়াব? আমাদের চারদিকের পরিবেশ-পরিস্থিতি কিন্তু বাংলা নয়; বরং ইংরেজি চর্চাকেই প্রতিনিয়ত উৎসাহ জোগাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল থেকে পারিবারিক জীবন পর্যন্ত, অর্থাৎ জীবনের সর্বত্র ইংরেজি ভাষার দাপট। যে ছাত্র ইংরেজিতে ভালো, সে শিক্ষাজীবন শেষে ভালো ভালো চাকরিতে সুযোগ পাচ্ছে। যে ব্যবসায়ী ভালো ইংরেজি জানেন, তিনি ব্যবসায় উন্নতি করছেন।

শিক্ষার অভ্যন্তরীণ লক্ষ্য যা-ই হোক না কেন, বাহ্যিক লক্ষ্য এখন ভালো চাকরি পাওয়া। আর দেশের চাকরির বাজার, চাকরিদাতাদের চাহিদা এবং আন্তর্জাতিক বিশ্বের দাবি অনুযায়ী যে ইংরেজিতে দক্ষ, তার চাহিদা সর্বত্র। সার্টিফিকেটকে চাকরিপ্রাপ্তির জন্য আবেদন করার স্বীকৃতি বলা যেতে পারে; কিন্তু চাকরির বাজারে প্রবেশের চাবি অবশ্যই ইংরেজিতে অনেক দক্ষ হওয়া। শ্রমিক হিসেবে বিদেশে যেতে চাইলেও ইংরেজি জানা চাই। একজন ইংরেজি ভাষা না-জানা শ্রমিক যে

শিক্ষার অভ্যন্তরীণ লক্ষ্য যা-ই হোক না কেন, বাহ্যিক লক্ষ্য এখন ভালো চাকরি পাওয়া। আর দেশের চাকরির বাজার, চাকরিদাতাদের চাহিদা এবং আন্তর্জাতিক বিশ্বের দাবি অনুযায়ী যে ইংরেজিতে দক্ষ, তার চাহিদা সর্বত্র। সার্টিফিকেটকে চাকরিপ্রাপ্তির জন্য আবেদন করার স্বীকৃতি বলা যেতে পারে; কিন্তু চাকরির বাজারে প্রবেশের চাবি অবশ্যই ইংরেজিতে অনেক দক্ষ হওয়া।

টাকা মাইনে পান, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি মাইনে পান একজন ইংরেজি ভাষা জানা শ্রমিক। দুজন শ্রমিকেরই কাজ করার যোগ্যতা সমান হওয়ার পরও এটাই বাস্তবতা।

ইংরেজি ভাষা জানা ছাড়া আজকের দুনিয়ায় মানুষকে পিছিয়ে পড়তে হয়। রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজ, পারিপার্শ্বিকতা আমাদের এমন একটি পরিবেশ তৈরি করেছে। এর পেছনে আমাদের ঔপনিবেশিক মানসিকতা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। 'কলোনিয়াল হ্যাংওভার' থেকে বেরোতে পারিনি বলেই হয়তো ইংরেজি ভাষার প্রতি আমাদের মোহটা একটু বেশি। আদপে এই বিশ্বে সবচেয়ে বেশি লোক যে ভাষায় কথা বলে, সেটা চীনা ভাষা। ১৫ শতাংশ। তারপরে আসে ইংরেজি, ১২ শতাংশ। অর্থাৎ পৃথিবীর ৮৮ শতাংশ লোক ইংরেজি ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলেন। এই ছোট্ট পরিসংখ্যানটাই বুঝিয়ে দেয়, ইংরেজি ছাড়া অন্য বিদেশি ভাষা শেখার গুরুত্বটা। কিন্তু আমরা অন্য সব ভাষাকে পায়ে মাড়িয়ে ইংরেজির কোলেই কেবল আশ্রয় খুঁজেছি।

এর অন্যতম কারণ সম্ভবত কর্মসংস্থান। আমাদের দেশে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বহুজাতিক সংস্থাগুলো ইংরেজিকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়। বিদেশি ভাষা শেখার তিনটি দিক আছে— ব্যক্তিগত আগ্রহ, সহজবোধ্যতা আর কর্মসংস্থানের চাহিদা। আমরা শেষেরটিকেই বড় করে দেখি। এ ক্ষেত্রে অন্য কোনো বিদেশি ভাষা নয়, ইংরেজিই আমাদের প্রথম ও প্রধান পছন্দ। তাই ইংরেজি হয়ে উঠেছে আমাদের আয়-উন্নতির একমাত্র ভাষা। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কাছে সামাজিক উত্তরণের কার্যত একমাত্র পথ হলো কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা উপার্জন করা। ঘুষ-দুর্নীতির চোরাপথের বাইরে টাকা উপার্জনের প্রধান ক্ষেত্র হলো করপোরেট দুনিয়ায় চাকরি করা। আর এই জগতে কাজ করতে হলে ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অপরিহার্য।

আমাদের দেশে 'সামাজিক চাহিদা' বর্তমানে ইংরেজিমুখী। রাষ্ট্রীয় নীতিও এই সামাজিক চাহিদার অনুগামী। দেশে অদক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা বিপুল, উৎপাদন শিল্পও প্রায় নেই বললেই চলে। জনসংখ্যায় তরুণের অনুপাত বিরাট। সুতরাং এ পরিস্থিতিতে উপার্জননির্ভর একটি শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা অভ্যস্ত হতে চলেছি। সেখানে ইংরেজিটাই হয়ে উঠছে প্রধান অবলম্বন। আর বাংলা ভাষা ক্রমে 'বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানো' এক ভাষায় পরিণত হয়েছে। যে ভাষা জেনে চুপচাপ বসে থাকলে আয়-উন্নতির তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই, বড় হওয়া যেমন-তেমন, বড়লোক হওয়ার তেমন কোনো সুযোগ নেই!

বাংলা আসলে একটা দীর্ঘশ্বাসের নাম। বাংলা যারা চর্চা করে, তারা সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী। বাংলা পরিণত হয়েছে গরিব মানুষের ভাষায়। বাংলা নিয়ে পড়ে থাকলে গরিব থাকতে হবে। সবার পেছনে দাঁড়াতে হবে।

প্রায় এক শ বছর আগে পদার্থবিদ মেঘনাদ সাহা বলেছিলেন, ইংরেজি হলো 'বিদেশি ভাষা'। তিনি এই ভাষা বোঝা এবং তা নির্ভুলভাবে লিখতে পারার মধ্যে একটা পার্থক্য করেছিলেন। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে ইংরেজিকে দখলে আনতে হলে 'সময়, চর্চা এবং দীর্ঘ অনুশীলন' দরকার। কিন্তু তাঁর মতে, ইংরেজির একটা 'পর্যাপ্ত' জ্ঞান অর্জন করা হলো 'জাতীয় প্রয়োজন' এবং 'দৈনন্দিন গুরুত্ব'-এর ব্যাপার এবং সেই কারণে তিনি সুপারিশ করেছিলেন, 'ইংরেজি নির্ভুলভাবে লেখা নয়, এই ভাষা বুঝতে পারা এবং ইংরেজি বই স্বচ্ছন্দে পড়তে পারার দক্ষতা অর্জন' প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর পক্ষে জরুরি, এটা করতে পারলেই ভাষা সমস্যার সমাধান হবে।

আমরা সেই পথ ধরিনি। আমরা ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলার জন্য অশ্রুপাত করি। আর বাকি এগারো মাস ইংরেজির আরাধনা করি। তাতে বাংলা ভাষা হয়তো বেঁচে-বর্তে থাকবে, কিন্তু যারা বাংলা নিয়ে বসে থাকবে, তাদের না খেয়ে মারা-পড়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না!

চিররঞ্জন সরকার, গবেষক ও কলামিস্ট

ব্যক্তি ও তার কর্ম এবং আমাদের চিন্তার মূর্খতা

কাকন রেজা

কথা হচ্ছিলো কবি ও অনুবাদক রাজু আলাউদ্দিন'র সাথে। হালসময়ে বাংলা সাহিত্যে রাজু আলাউদ্দিনকে অস্বীকার করা যাবে না। রাজু ভাই এর সাথে আলাপ প্রসঙ্গে উঠে এসেছিলো টেড হিউজ'র কথা। লেখক-কবি হিসেবে অসম্ভব রকম বিতর্কিত একজন মানুষ। অভিযোগ করা হয় তার প্রেমিকা সিলভিয়া প্লাথকে আত্মহত্যা করতে তিনি বাধ্য করেছিলেন। তার পূর্বতন স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে। দুই জনকে হত্যার অভিযোগ নিয়েও এই টেড হিউজ সারা বিশ্বে সমাদৃত হন তার লেখনির জন্য। এটা সম্ভব হয়েছিলো টেড হিউজের জন্ম হয়েছিলো ইংল্যান্ডের মতন দেশে বলে।

এখানেই আধুনিক চিন্তার সাথে দক্ষিণ এশিয়ার পশ্চাতপদ চিন্তার পার্থক্যটা। সৃষ্টিশীলতা আর ব্যক্তিজীবনকে দক্ষিণ এশিয়ায় গুলিয়ে ফেলা মানে এক করে ফেলা হয়। টেড হিউজের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিলো প্রেমিকা ওস্ত্রী হত্যার কিংবা আত্মহত্যার প্ররোচনার। নারীবাদীরাও তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। কিন্তু তারা টেড হিউজ'র সৃষ্টির বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেননি। বলেননি, টেড হিউজের লেখা পড়া যাবে না। তারা তার কোনো বই নিষিদ্ধের দাবি জানাননি। যার ফলেই টেড হিউজ তৎকালীন ইংরেজি সাহিত্যের সেরা কবিদের একজন হতে পেরেছিলেন।

কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার ব্যাপারটা পুরো উল্টা। কে কোন রাজনৈতিক মতবাদ বিশ্বাস করেন, তা নিয়ে লেখকের সৃষ্টিকেও বিতর্কিত করা হয়। তার শিল্পকর্মকে ব্যান করার চিন্তা করা হয়। তসলিমা নাসরিনের মতন লেখিকার বই ব্যানকেও আমি মনে করেছি একজন লেখকের স্বাধীন সত্তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ, যা সৃষ্টিশীলতার পথকে রুদ্ধ করে। অথচ আমি এই তসলিমা নাসরিনের চিন্তার

বিরুদ্ধে অনেকবার লিখেছি। তার লেখার পাশেই আমার বিপরীত চিন্তার লেখা ছাপা হয়েছে। তার চিন্তাকে আমি সবসময় ভ্রান্ত মনে করি এবং করেছি। তিনি একটা বিভ্রান্তির মধ্যে বাস করেন এমনটা বলেছি বহুবার। কিন্তু তার বই নিষিদ্ধ করার পক্ষে আমি নই। চিন্তাকে চিন্তা দিয়ে পরাজিত করতে হয়। নিষিদ্ধ করে নয়। বরং নিষিদ্ধ করা মানে হলো, সেই চিন্তার বিরুদ্ধে পরাজয় মেনে নেয়া। সেই চিন্তার বিরুদ্ধে লড়া সম্ভব নয় বলেইতাকে নিষিদ্ধ করে দেয়া। অথচ তসলিমা নাসরিনের চিন্তা সে পর্যায়ের ধারে-কাছে নেই। তার চিন্তাকে চার লাইনের যুক্তিতেই বাতিল করে দেয়া সম্ভব। তার চিন্তার মধ্যে অসংখ্য বৈপরীত্য রয়েছে, যা দিয়েই তার চিন্তাকে পরাস্ত করা যায়। এরজন্যে খুব বেশি জ্ঞানীও হতে হয় না।

আল মাহমুদকে অনেকে স্বীকার করতে চান না, তার রাজনৈতিক চিন্তার জন্য। মানুষের রাজনৈতিক চিন্তার পরিবর্তন হয়। একজন সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধা এবং স্বাধীনতা পরবর্তী 'দৈনিক গণকণ্ঠ'র সম্পাদক, যা এক সময়ে বাংলাদেশের মূলধারার বামপন্থীদের উপস্থাপন করতো, সেই আল মাহমুদ পরবর্তী জীবনে ইসলামপন্থী হয়েছিলেন। জাসদ এর জনকদের একজন মেজর জলিলও তাই হয়েছিলেন শেষ সময়ে। এই পরিবর্তন স্বাভাবিক। কিন্তু এই পরিবর্তনের কারণে আল মাহমুদ ও তার সৃষ্টিকে অস্বীকার করা চরম আত্মঘাতী চিন্তা। নিজের সাহিত্যকে অস্বীকার করারই সামিল। আমাদের দক্ষিণ এশিয়ায় এই আত্মঘাত চিরকালের। আমরা সেই ধারায় আরো এক পা এগিয়ে।

নির্মলেন্দু গুনকে নিয়েও অনেক কথা রয়েছে। তিনি নিজেকে সরাসরি একটি দলের কবি বলে স্বীকার করেছেন। তিনি তার রাজনৈতিক আনুগত্য গোপন রাখেননি। এ কারণে তিনি ব্যক্তি হিসেবে সমালোচিত হতে পারেন। কিন্তু তার সৃষ্টিশীলতাকে অস্বীকার করার ক্ষমতা কারো থাকার কথা নয়। ব্যক্তি নির্মলেন্দু গুন আমার প্রিয় না হতে পারেন কিন্তু তার কবিতাকে অস্বীকার করার পেছনে কোনো যুক্তি নেই।

এইরকম চিন্তা যতক্ষণ পর্যন্ত বহন করবে দক্ষিণ এশিয়ার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ততক্ষণ পর্যন্ত তারা পিছিয়ে। ব্যক্তি জীবন আর সৃষ্টিশীলতা বিষয়টিকে যতদিন না এই ভূখণ্ড আলাদা করতে পারছে, ততদিন পর্যন্ত দক্ষিণ এশিয়ার সাহিত্য-সংস্কৃতিতে রেনেসাঁ'র চিন্তা অসম্ভব এবং অসাড়।

শরীফের চাকরিচ্যুতি, দুদকের কর্তৃত্ববাদ ও সরকারের ভাবমূর্তি

দেলোয়ার জাহিদ

দুর্নীতিবিরোধী কর্মকাণ্ডে দেশব্যাপী আলোচিত কর্মকর্তা দুদক উপসহকারী পরিচালক মো.শরীফ উদ্দিনকে চাকরিচ্যুত করায় নজিরবিহীন এক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে। সহকর্মীদের প্রথাবিরোধী প্রতিবাদ ও সমাজের বিভিন্ন স্তরে এ চাকরিচ্যুতির ব্যাপারে নিন্দার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। স্বায়ত্তশাসিত' প্রতিষ্ঠান দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) ভাবমূর্তি এ চাকরিচ্যুতির ঘটনায় একেবারে তলানিতে নেমে এসেছে।

চাকরিচ্যুত উপসহকারী পরিচালক মো. শরীফ উদ্দিন গণমাধ্যমে বলেছেন, যে তিনি অন্যায়ের শিকার। তিনি বলেন, 'আমি এখন পরিবার-পরিজন নিয়ে চরম নিরাপত্তাহীনতায় আছি। আমি রাষ্ট্রের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি অন্যায়ের শিকার, জুলুমের শিকার। আমি সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছি।'

শরীফ উদ্দিন বলেন, পটুয়াখালীতে বদলি হলেও তার পরিবার চট্টগ্রামের খুলশী এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় থাকে। তিনি ছুটিতে পটুয়াখালী থেকে চট্টগ্রামে যেতেন। মো. শরীফ উদ্দিন বলেন, পেট্রোবাংলার একটি প্রকল্পের অনিয়ম নিয়ে কাজ করতে গিয়ে চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ার হুমকি পান। বিষয়টি তিনি অধিদপ্তরকে জানিয়েছিলেন। (সংবাদ, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২) শরীফের যত আলোচিত অভিযান ও মামলা:

- কক্সবাজারে ৭২টি প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণে সাড়ে তিন লাখ কোটি টাকার দুর্নীতির ঘটনা তদন্ত
- রোহিঙ্গা নাগরিকদের ২০টি এনআইডি ও পাসপোর্ট জালিয়াতি।
- কর্ণফুলী গ্যাসে অনিয়মের বিরুদ্ধে অভিযান ও মামলা।
- রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলে খালাসি পদে ৮৬৩ জনকে নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে এক কোটি দুই লাখ ৪৪ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগে সাবেক মহাব্যবস্থাপকসহ চার কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা।
- ২০২১ সালের ১৬ জুন হালনাগাদ ভোটার তালিকায় রোহিঙ্গাদের অবৈধভাবে অন্তর্ভুক্ত করার অভিযোগে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের পরিচালকসহ ইসির চার কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা।
- রোহিঙ্গাদের অবৈধভাবে জন্ম নিবন্ধন সনদ দেওয়া এবং ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির অভিযোগে ৩৯ নম্বর দক্ষিণ হালিশহর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর সরফরাজ কাদের রাসেলসহ ছয়জন এবং ১২ জুন ৩৪ নম্বর পাথরঘাটা ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর মোহাম্মদ ইসমাইলসহ ছয়জনের বিরুদ্ধে মামলা।
- অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ দেওয়ার অভিযোগে সাবেক প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী নুরুল ইসলামের ছেলে মো. মুজিবুর রহমান, কেজিডিসিএলের মহাব্যবস্থাপক মো. সারওয়ার হোসেন, সাবেক ব্যবস্থাপক মো. মজিবুর রহমান, সাবেক মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ আলী চৌধুরী ও সার্ভেয়ার মো. দিদারুল আলমের বিরুদ্ধে মামলা।
- ২০২১ সালে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার হাইওয়েসংলগ্ন কলাতলী বাইপাস রোড এলাকায় পিবিআই অফিসের এক একর জমি অধিগ্রহণে জালিয়াতির ঘটনা উঠে আসে শরীফ উদ্দীনের তদন্তে।
- কক্সবাজারের উন্নয়ন মহাপ্রকল্পগুলোর জমি অধিগ্রহণের দুর্নীতিতে জড়িত বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, রাজনীতিবিদ ও স্থানীয় অন্তত পাঁচ সাংবাদিকের নাম উল্লেখ করে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলার সুপারিশ।
- চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালসহ স্বাস্থ্য খাতের অনিয়ম-দুর্নীতি তদন্ত শুরু কক্সবাজারে সরকারের তিন লাখ কোটি টাকার ৭২টি মেগা প্রকল্পের কাজ চলছে। এর মধ্যে তিনটি প্রকল্পের শুরুতেই ভূমি অধিগ্রহণে বড় ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। কক্সবাজার পৌরসভার মেয়র মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের স্থানীয় কয়েকজন নেতার সহায়তায় দুর্নীতির এ জাল বিস্তারের তথ্য পাওয়া গেছে।...কক্সবাজারের সাবেক জেলা প্রশাসকসহ স্থানীয় প্রশাসনের শীর্ষস্থানীয় কিছু কর্মকর্তার নামও এ চক্রে আছে বলে অভিযোগ রয়েছে।...চাকরিচ্যুত দুদক কর্মকর্তা শরীফ উদ্দিন তিনটি প্রকল্পে দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত করেন। এতে আমলা, রাজনীতিকসহ ১৫৫ জনের সম্পৃক্ততার তথ্য। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) তিনটি তদন্ত প্রতিবেদনে তিনটি প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণে মোট ৭৮ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে তছরুপ হয়েছে প্রায় ৫৯ কোটি টাকা।(প্রথম আলো, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২) সেই শরীফের চাকরিচ্যুতি নিয়ে যা বললেন দুদক সচিব: দুর্নীতি দমন কমিশন-দুদকের চাকরিবিধি পরিপন্থি কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্যই উপসহকারী পরিচালক মো.শরীফ উদ্দিনকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন দুদক সচিব মাহবুব হোসেন।...

তিনি বলেন, 'শরীফ আইনের বাইরে অনেক কাজ করেছেন।'...

এ নিয়ে সাংবাদিকরা দুদকের মন্তব্য জানতে চাইলে মাহবুব হোসেন বলেন, 'শরীফ উদ্দিন কর্মচারী চাকরি বিধিমালা অনুযায়ী যা মানা প্রয়োজন সেগুলো না মেনে অব্যাহতভাবে এই বিধির পরিপন্থি কাজ করে আসছিলেন। এই কারণে কমিশন মনে করেছে, কমিশনের ভাবমূর্তির স্বার্থে এবং সকলে যাতে সঠিকভাবে কাজ করেন সে লক্ষ্যে তাকে চাকরি থেকে অপসারণ করা হয়েছে।'...

মো.শরীফ উদ্দিন

তিনি বলেন, 'শরীফ উদ্দিন আইনের বাইরে অনেক কাজ করেছেন, সেজন্য চাকরি বিধির ৫৪ (২) ধারাটি তার ক্ষেত্রে কার্যকর করা হয়েছে। তার মানে এই নয় যে, ৫৪(২) ধারাটি সব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে। এটি একেবারে শেষ এবং চরম পর্যায়ে প্রয়োগ করা হয়। শরীফ উদ্দিনের বিষয়টি তারই অংশ।'...

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে দুদক সচিব আরও বলেন, 'শরীফ উদ্দিনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা চালু ছিল, আরও অভিযোগ এসেছে, আরও আসতেছিল। তার সম্পর্কিত একটি তদন্তে দুর্নীতির টাকা উদ্ধারকালে তিনি যে কাজ করেছিলেন তাতে হাইকোর্টও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। সবকিছু মিলিয়ে চাকরিবিধি পরিপন্থির কাজের কারণেই তাকে অপসারণ করা হয়েছে।(দৈনিক শিক্ষা, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২২)' শরীফের উপস্থিতি কমিশনের জন্য ক্ষতিকর: দুদক চেয়ারম্যান "দুদকের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ বলেন, শরীফ উদ্দীনের খারাপ কাজের পাল্লাটাই ভারী। দু-একটি ভালো কাজ করলেও সেগুলোকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে নানা অপকর্ম করেছেন তিনি। তাঁর অপকর্মে কমিশন বিব্রত।...দুদক চেয়ারম্যান বলেন, তাঁর উপস্থিতি কমিশনের জন্য ক্ষতিকর হওয়ায় কমিশন বৈঠকে তাঁকে অপসারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তিনি দাবি করেন, 'শরীফ মানুষকে অযথা হয়রানি করতেন। তাঁকে যে ধারায় চাকরিচ্যুত করা হয়েছে, তাতে কোনো ব্যাখ্যারই প্রয়োজন হয় না। এর পরও আমি বলব, শরীফের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ ছিল।'''

> 'দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৮-এর বিধি ৫৪(২)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মো. শরীফ উদ্দীনের চাকরি থেকে অপসারণ করেছে। বোদ্ধামহল এ আদেশকে সংবিধানের মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে মনে করছেন। এর কারণ সংবিধানের ১৩৫(২) নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'অনুরূপ পদে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে তাহার সম্পর্কে প্রস্তাবিত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার যুক্তিসংগত সুযোগ দান না করা পর্যন্ত তাহাকে বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনমিত করা যাইবে না।

ধোঁয়াশা দূর করুন : টিআইবি-গতকাল এক বিবৃতিতে দুদকের উপসহকারী পরিচালক মো. শরীফ উদ্দীনের চাকরিচ্যুতি নিয়ে ধোঁয়াশা দূর করার আহ্বান জানিয়েছে। টিআইবি জানায়, এই চাকরিচ্যুতি নিয়ে দুদকের ভেতরে-বাইরে বেশ নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। এই চাকরিচ্যুতির প্রতিবাদে দুদকের প্রধান কার্যালয়ের সামনে দুদকের কর্মীদের অংশগ্রহণে মানববন্ধনের মতো ঘটনাও ঘটেছে, যা উদ্বেগজনক।...

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, অভিযান ও মামলায় সংশ্লিষ্ট প্রভাবশালীদের মধ্যে যাঁদের বিরাগভাজন হচ্ছিলেন, তাঁদের চাপেই কি শরীফকে চট্টগ্রাম থেকে পটুয়াখালী বদলি এবং চাকরিচ্যুত করা হয়েছে? টিআইবির বিবৃতিতে বলা হয়, দুদকের চাকরিবিধি অনুযায়ী কোনো কর্মীকে অপসারণের এখতিয়ার দুদকের হাতে থাকতেই পারে। কিন্তু দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের মতো জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তার সুরক্ষা নিশ্চিতের পরিবর্তে কেন অপসারণের পথ বেছে নিতে হলো তা দুদকের কাছ থেকে জানার অধিকার জনগণের রয়েছে।(কালেরকণ্ঠ, ১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২২) মো. শরীফ উদ্দিনকে চাকরিচ্যুত করার প্রতিবাদ জানিয়ে মানববন্ধন করেছেন তার সহকর্মীরা।

তাকে চাকরিতে পুনর্বহালের দাবি জানান মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা। একইসঙ্গে প্রশাসনিক নানা হয়রানি বন্ধের দাবি জানানো হয়। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার পর দুদকের সামনে এ মানববন্ধন হয়।...বক্তারা অভিযোগ করেন, স্বাধীন সংস্থা হলেও তদন্তকারী কর্মকর্তারা নানা হয়রানির শিকার হচ্ছেন। যার বলি হয়েছেন উপ-সহকারী পরিচালক শরীফ উদ্দীন। তারা দাবি করেন, চট্টগ্রামে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে ৫২টি মামলা করায় তাকে বদলি করা হয়েছিল পটুয়াখালীতে।

'দুর্নীতি দমন কমিশন (কর্মচারী) বিধিমালা, ২০০৮-এর বিধি ৫৪(২)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মো. শরীফ উদ্দীনের চাকরি থেকে অপসারণ করেছে। বোদ্ধামহল এ আদেশকে সংবিধানের মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে মনে করছেন। এর কারণ সংবিধানের ১৩৫(২) নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'অনুরূপ পদে (প্রজাতন্ত্রের অসামরিক পদে) নিযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে তাহার সম্পর্কে প্রস্তাবিত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার যুক্তিসংগত সুযোগ দান না করা পর্যন্ত তাহাকে বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনমিত করা যাইবে না।

পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেছেন, 'এ অঞ্চলে রাজনীতিকদের তুলনায় আমলারা অনেক বেশি কর্তৃত্ববাদী। আমাদের দেশেও আমলারা কর্তৃত্ববাদী। অদ্ভুত ধরনের আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদ আছে। রাজনীতিকদের চেয়ে আমলাদের কর্তৃত্ববাদ বেশি। আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদের কারণে উন্নয়নের গতি থমকে যাচ্ছে।'(দৈনিক শিক্ষা /৩০ ডিসেম্বর, ২০২১) ...শরীফের উপস্থিতি কমিশনের জন্য ক্ষতিকর : দুদক চেয়ারম্যানের দেয়া এ বক্তব্য কতটা বস্তুনিষ্ঠ যে তার অধীনস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা তা প্রত্যাখ্যান করছেন।

বাংলাদেশ সংবিধানের ১৩৫(২) নম্বর অনুচ্ছেদকে অস্বীকার করে শরীফের এ চাকরিচ্যুতি বিশ্বরাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা বাংলাদেশ; দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক নিরাপত্তার প্রেক্ষাপট রচনার পথিকৃৎ বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে চরমভাবে ক্ষুন্ন করবে। .জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতাত্তোর আমলাদের কর্তৃত্ববাদী আচরণের ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে শক্ত মনোভাব ও অবস্থান নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সরকার সে পথে এগুবেন এবং দুদক উপসহকারী পরিচালক মো.শরীফ উদ্দিনকে ন্যায়বিচার দিবেন এটা সকলের প্রত্যাশা। বাংলাদেশ হাইকোর্ট কি স্বপ্রনোদিত হয়ে এ বিষয়ে এগিয়ে আসতে পারেন না? পারেন না কি কোনো স্বহৃদয় আইনজীবী এ ঘটনায় একটি রিট দায়েরের সম্ভাবনাকে বিবেচনা করতে?

লেখক: দেলোয়ার জাহিদ, সাবেক রিসার্চ ফ্যাকাল্টি মেম্বার ইউনিভার্সিটি অব ম্যানিটোবা, (সেন্ট পলস কলেজ) কানাডা, জন হাওয়ার্ড সোসাইটি অব ম্যানিটোবা।

সংখ্যার জাদুকর

শ্রদ্ধাঞ্জলি

রজত কান্তি রায়

পিথাগোরাস সংখ্যা নিয়ে খেলতে ভালোবাসতেন। তিনি মনে করতেন, পৃথিবীর সব বস্তুর ব্যাখ্যা করা সম্ভব একক সংখ্যা দিয়ে। জ্যোতিষশাস্ত্রে সংখ্যার গুরুত্ব অনেক। সেই শাস্ত্রমতে, সংখ্যা পদ্ধতি গণনা করে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়, সেটা সংখ্যাতত্ত্ব বা নিউমারলজি। কাওসার আহমেদ চৌধুরী এই সংখ্যাতাত্ত্বিক ভবিষ্যদ্বাণী করতেন। বিশ্বাস করুক আর না-ই করুক, মানুষ সেটা পড়ত। কারণ তিনি 'রাশিফল' বিষয়টিকে সুস্বাদু পড়ার বিষয় করে তুলেছিলেন। খুব সম্ভবত সংখ্যা বিষয়টির যে রহস্যময়তা, তা কাওসার আহমেদ চৌধুরীর জীবনে ছিল ইনবিল্ট।

বাংলাদেশ স্বাধীন হতে তখনো ঢের বাকি। কিংবা এভাবে বলা যায়, বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হচ্ছে, তখন কাওসার আহমেদ চৌধুরী সাতাশ বছরের টগবগে যুবক। সে জন্যই হয়তো মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার সাহস করেছিলেন। খেয়াল করলে দেখবেন, তাঁর জন্ম হয়েছিল সিলেটে ১৯৪৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর। এভাবেই কি তিনি বাংলাদেশের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলেন জন্মের সূত্র ধরে? অপার রহস্যই বটে। ১৬ ডিসেম্বর তারিখটি আমাদের বিজয়ের তারিখ। ১৪ বা ১৫ কিংবা ১৭ ডিসেম্বর হতে পারত তাঁর জন্মতারিখ। কিন্তু না, একেবারে ১৬ ডিসেম্বর। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের ঠিক ২৭ বছর আগে যখন বাংলাদেশের জন্মই হয়নি, দেশভাগ হয়নি, সেই সময় ডিসেম্বরের ১৬ তারিখ জন্মেছিলেন তিনি। রহস্য না বলে পারা যায়? আবার ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতার বিজয় আনার জন্য তিনি মুক্তিযুদ্ধ করেন।

কাওসার আহমেদ চৌধুরীর জন্মতারিখ ১৬। এর একক হলো ১+৬ =৭। এই ৭ সংখ্যাটি বিভিন্ন অর্থে অদ্ভুত নিউমারলজিতে। ৭ লাকি বা সৌভাগ্যের সংখ্যা। এই সংখ্যার মানুষদের বৈশিষ্ট্য একটু অন্য রকম। যেমন তাঁদের বন্ধুভাগ্য ভালো, জীবনে ভীষণ উত্থান-পতন থাকে এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয় তাঁদের, তাঁরা অর্থের চেয়ে আত্মিক উন্নতি করে থাকেন ভীষণভাবে। এই আত্মিক উন্নতি হতে পারে বিভিন্ন ধারায়। তাঁদের কল্পনা শক্তি অন্য অনেকের চেয়ে উন্নতমানের। এই রাশির মানুষেরা প্রাচীনপন্থী হলেও মননে বৈপ্লবিক এবং আধুনিক। যাঁরা কাওসার আহমেদ চৌধুরীকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন, তাঁরা এ বিষয়গুলোর খোঁজ করতে পারেন। আমরা যারা তাঁর ভক্ত-অনুরক্ত, তারা বাইরের কিছু খোঁজখবর করি।

বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে না গেলে মানুষের জীবন বর্ণাঢ্য হয় না। এই উন্মুক্ত তথ্যপ্রবাহের যুগে উন্মুক্ত তথ্য হিসেবে যতটুকু জানা যায়, কাওসার আহমেদ চৌধুরী ১১ বছর বয়সে জ্যোতিষচর্চা শুরু করেছিলেন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তাঁর গান লেখার শুরু। সরকারি চাকরি করেছিলেন কিছুদিন। তারপর গান লেখা ও জ্যোতিষশাস্ত্রকে পেশা হিসেবে নিয়েছেন। টেলিভিশনের জন্য নাটক লিখেছেন এবং পরিচালনা করেছেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, যাঁর অভিজ্ঞতা ও কল্পনাশক্তি যত প্রখর ও উন্নত, অর্থকেই জীবনের এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে যাঁরা ভাবেন না, এসব পেশায় তাঁরাই সফল হন। সব বাদ দিন। একবার শুধু ভাবুন আইয়ুব বাচ্চু মঞ্চে উঠে হাজার হাজার মানুষকে উদ্বেলিত করে চলেছেন 'এই রুপালি গিটার ফেলে' গেয়ে। কিংবা ধরুন মঞ্চে মন্ময় হয়ে 'আমায় ডেকো না ফেরানো যাবে না' গাইছেন এখনকার কোনো নবীন গায়ক, আর আপনি গুগল ঘেঁটে জানছেন এই গানগুলো লিখেছিলেন কাওসার আহমেদ চৌধুরী নামের এক খ্যাপাটে মানুষ। আপনার কী মনে হবে? আবার হালের ফিউশনে কুমার বিশ্বজিতের নিজেরই গাওয়া 'যেখানেই সীমান্ত তোমার সেখানেই বসন্ত আমার' শুনে বিরক্ত হয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেবেন 'আগের কম্পোজিশনটাই ভালো ছিল' তখন বুঝতে হবে, আপনি কাওসার আহমেদ চৌধুরীর কথাই শুনছেন। 'কবিতা পড়ার প্রহর এসেছে রাতের নির্জনে', 'আজ এই বৃষ্টির কান্না দেখে মনে পড়ল', 'মৌসুমি কারে ভালোবাসো তুমি' এসবই যখন শুনছেন, তখন আসলে আপনি এক পাগলাটে স্বপ্নবান অমিত মেধাবী মানুষের কথাই শুনছেন, যাঁকে আমরা সম্মান করিনি, সম্মানিত করিনি।

কাওসার আহমেদ চৌধুরী (১৬ ডিসেম্বর ১৯৪৪-২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২)

এত মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও, গুরুত্বপূর্ণ গান লেখাসহ আরও অনেক কাজকর্ম করার পরেও এই যে তাঁর সম্মান না পাওয়া, এটাও কিন্তু সংখ্যা ৭-এর খেলা। ওই যে, অনেক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয় এই রাশির মানুষদের।

কাওসার আহমেদ চৌধুরীর পুরো জন্ম সাল, মাস ও দিনের যোগফল (১ +৯ +৪ +৪ +১ +৬ +১ +২) = ২৮। আবার ২ +৮ = ১০। নিউমারলজিতে এই ১০ সংখ্যাটিকে ম্যাজিক্যাল নম্বর বলা হয়। চৌধুরী সাহেবের জীবন কি ম্যাজিক্যাল নয় বলে ভাবছেন? যাঁরা খুব কাছ থেকে তাঁকে দেখেছেন, তাঁরা যদি আমাদের তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আরও কিছু তথ্য দেন, আমরা আরও একটু খতিয়ে দেখব তাঁর জীবনে কতটা জাদুময়তা ছিল। তিনি যে যথেষ্ট জাদুকরী জীবন কাটিয়েছেন সে বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই।

কাওসার আহমেদ চৌধুরীর শেষ ম্যাজিক কী? হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, সেটাও সংখ্যারই জাদু-২। ২০২২ সালের দ্বিতীয় মাসের ২২ তারিখে মারা যান তিনি। সংখ্যায় ২০২২.২২. ০২ এভাবে লেখা যায়। আগামী এক শ বছর এই রেকর্ড কেউ ভাঙতে পারবে না। এই সবগুলো ২ যোগ করলে (২ +০ +২ +২ +২ +২ +২) হয় ১২। এই সংখ্যাটির যোগফল (১ +২) হয় ৩। এই সংখ্যার মানুষদের জীবন হয় আনন্দমুখর। এই ৩ সংখ্যাটির সঙ্গে যদি তাঁর ১০০ বছরের রেকর্ড যোগ করেন, তার যোগফল হবে ৪। অর্থাৎ ৩ +১ +০ +০ =৪। এ সংখ্যার মানুষেরা ভীষণ আত্মবিশ্বাসী হয়ে থাকেন। শুধু তা-ই নয়, তাঁদের কর্ম ও গুণের জন্য তিনি বরেণ্য হয়ে ওঠেন। কারণ, মানুষ তাঁর সঙ্গে অন্যদের তুলনা করতে শুরু করেন। যেসব তুলনা আসতে পারে, তার মধ্যে অন্যতম দুটো হলো, কাওসার আহমেদ চৌধুরীর মতো গান লিখতে পারা একটা বিষয় বটে।

কাওসার আহমেদ চৌধুরীর মতো সুখপাঠ্য রাশিফল আর কেউ লিখতে পারবেন কি?

রাশিফল বা সংখ্যাতত্ত্বে বিশ্বাস করবেন কি না, সেটা আপনার একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। কিন্তু সংখ্যার যোগফলে অনন্য হয়ে ওঠা মানুষ হিসেবে কাওসার আহমেদ চৌধুরীকে আমরা ভালোবেসে যাব।

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?

Hard Money 9%

Low Income, No Problem

আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি

Direct Lender

আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য

★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট

- ব্যক্তিগত পরামর্শ
- ইন্টারেস্ট রেট কম
- ইনভেষ্টমেন্ট
- ফ্রি এপ্রোভাল
- ফাষ্ট ক্লোজিং
- দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

646-920-4799

Akib Hussain 32-65 31st Street, Astoria, NY11106

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব

কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

ইউএস, বাংলাদেশ, ইণ্ডিয়াসহ ২ হাজারের বেশি চ্যানেল

১ মাস ফ্রি

72-26 Roosevelt Ave. 2nd Floor (Suite 201)
Jackson Heights NY 11372

718-565-9099

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে
আমাদের ক্লায়েন্টদের
জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন
ডলার আদায়
করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

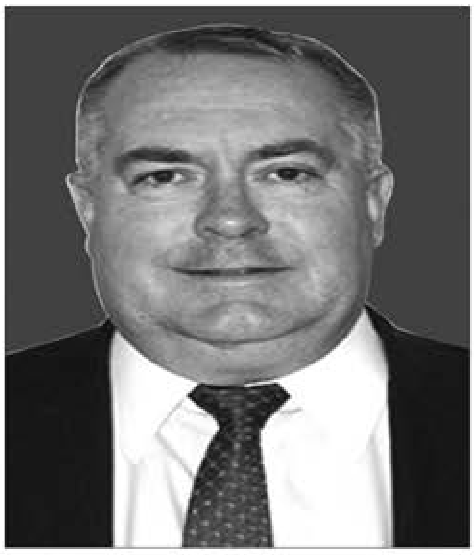

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের
জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নূন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

জাস্টিস ফর রিয়া

শেলী জামান খান

২২ ফেব্রুয়ারি আজারবাইজানের রাজধানী বাকুর আর্ট ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক বিভাগের ছাত্রী মোছাম্মৎ ফেরদৌসি খাতুন রিয়া অস্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন। আজারবাইজানের গানজা শহরের ৩নং হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

২৩ ফেব্রুয়ারি সকাল বেলা বাকুতে অবস্থিত আর্ট ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক বিভাগের দপ্তরে সর্বপ্রথম রিয়ার মৃত্যু সংবাদ আসে। বাঙালি শিক্ষার্থী এবং বাঙালি কমিউনিটির ভেতর বিষয়টি জানাজানি হলে কমিউনিটির অন্যতম ব্যবসায়ী মোস্তফা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে তাঁর মরদেহ দেখার সুযোগ পান। রিয়ার মরদেহ দেখে তিনি অনুমান করেন, রিয়ার মৃত্যু অস্বাভাবিক। তিনি রিয়ার হাতের কয়েকটি জায়গায় আচড়ের দাগ লক্ষ্য করেন। এবং একটি পা ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান। এলভিন গানজা নামে একজন আজারী ছাত্র যার মা হলেন ওই হাসপাতালেরই একজন শীর্ষ স্থানীয় ডাক্তার। এলভিন হাসপাতাল সূত্রে জানতে পারেন, গতকাল ২২ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার পর কেউ একজন রিয়াকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে এনে ভর্তি করেন। হাসপাতালের বিছানায় রিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের মতে, রিয়ার মাথায় বড় ধরনের আঘাত লেগেছিল। মূলত সেই আঘাতেই রিয়ার মৃত্যু হয়েছে। আহত রিয়াকে ঠিক কোথায় কিভাবে পাওয়া গেছে, তা এখনও জানা যায়নি।

২৩ তারিখ দুপুর থেকে ইরানে অবস্থিত বাংলাদেশি দূতাবাসের সাথে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হচ্ছে। সেখানে দায়িত্বরত কনসাল বিষয়টি গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছেন। তিনি আগামীকাল ২৪ ফেব্রুয়ারি ইরান থেকে আজারবাইজান যাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি দাপ্তরিকভাবে রিয়ার মরদেহ বুঝে নিয়ে তাঁর মৃত্যুর তদন্তে সুষ্ঠু ব্যবস্থা করবেন

ফেরদৌসি খাতুন রিয়া

বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

এ বিষয়ে রিয়ার পরিবারকে অবগত করে আগামীকাল সকালে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মারফত রিয়ার মৃত্যুকে অস্বাভাবিক বলে দাবি জানিয়ে এই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ আবিষ্কার করার জন্য একটি সুষ্ঠু এবং সঠিক তদন্তের আবেদন করতে বলা হয়েছে। রিয়ার বড়ভাই আগামীকাল সকালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গিয়ে এই আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করবেন।

রিয়ার বন্ধু-বান্ধবরা জানিয়েছেন, রিয়া গানজা শহরের এক কফিশপে কাজ করতেন। সেখানকার এক সহকর্মীর সাথে দীর্ঘদিন যাবত রিয়ার সম্পর্কে তিক্ততা ছিল। সে রিয়াকে নানাভাবে বিরক্ত করত এবং একপর্যায়ে তাঁর গায়ে হাত তুলেছিল। কফিশপের মালিক বিষয়টি পুলিশকে না জানিয়ে দায়সারাভাবে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। আজারবাইজানের অভিবাসী বাঙালিদের ধারণা, আজারি পুলিশ রিয়ার মৃত্যু রহস্যকে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করছে।

আজারবাইজানের অভিবাসী বাঙালি, রিয়ার পরিবার ও বন্ধু-বান্ধব বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ইরানের বাংলাদেশি দূতাবাস এবং বাংলাদেশি মিডিয়ার কাছে রিয়ার মৃত্যু রহস্য সমাধানে সর্বাত্মক সহযোগিতা আশা করছে।

হবিগঞ্জ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদককে সংবর্ধনা

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্র সফররত হবিগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও নবীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব এ্যাডভোকেট মো. আলমগীর চৌধুরীকে নিউইয়র্কে নাগরিক সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে।

গত ১৩ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের একটি পার্টি হলে যুক্তরাষ্ট্র হবিগঞ্জবাসী আয়োজনে প্রবাসী বাংলাদেশিরা প্রাণঢালা ভালবাসায় সিক্ত করেন তাঁকে। আলমগীর চৌধুরী বলেন, হবিগঞ্জ এখন আর অবহেলিত জনপদ নয়। শিক্ষা, চিকিৎসা আর অবকাঠামোগত উন্নয়নে সারাদেশের মধ্যে এক দৃষ্টান্ত।

শিল্প বিকাশের ফলে মাধবপুর থেকে বাহুবল পর্যন্ত এখন দেশের খ্যাতনামা শিল্প প্রতিষ্ঠানে ভরপুর। এর ফলে এখানে লাখ লাখ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বেকারত্বের হারও অনেক কমে এসেছে।

নাগরিক সংবর্ধনা কমিটির আহ্বায়ক এম উদ্দিন আলমগীরের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ এর উপস্থাপনায় এ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন হবিগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও আমেরিকার নিউজ ম্যাগাজিন দিনবদল'র প্রধান সম্পাদক সেলিম আজাদ।

বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য ডক্টর মাসুদুল হাসান. যুক্তরাষ্ট্র ল সোসাইটির সভাপতি এডভোকেট মো. নাসির উদ্দিন, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডিজিএম ফজলুর রহমান চৌধুরী।

জ্যাকসন হাইটসে হবিগঞ্জ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদককে সংবর্ধনা। ছবি: সংগৃহীত

ব্রঙ্কসের খলিলে দেশি স্বাদে স্টিমড রেড স্ন্যাপার

উত্তর আমেরিকা অফিস

আমরা মাছ খেতে ভালবাসি ঠিকই, কিন্তু চেনা পরিচিত মাছের বাইরে বেরতে চাই না। কিন্তু মাঝে মধ্যে নিয়মভাঙা পথে চলতে মন্দ লাগে না। তাই বিদেশি মাছ যদি দেশি কায়দায় রান্না করা যায় তা এক কথায় হয় অপূর্ব।

রেড স্ন্যাপার মূলত একটি সুস্বাদু সামুদ্রিক মাছ। এটি মেক্সিকো উপসাগর এবং আমেরিকার দুই উপকূলেই পাওয়া যায়। চর্বিহীন এই মাছ সব ভোজনরসিকের কাছে প্রিয়। সম্প্রতি এই মাছের একটি বিশেষ পদ চালু করেছে ব্রঙ্কসের খলিল বিরিয়ানী হাউস। স্টিমড রেড স্ন্যাপার, সাথে নান। মাছের ঝোলটাকে করা হয় স্যুপের মতো, যা খেতে হয় সুপেয়। রান্নার প্রথম দিনেই বাজিমাত। যাঁরা খেয়েছেন তাঁরা এর স্বাদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এ প্রসঙ্গে খলিল বিরিয়ানী হাউসের স্বত্বাধিকারী শেফ খলিলুর রহমান বলেন, 'আমরা খাবারে নতুনত্ব আনতে বিশ্বাসী। সেলক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছি। স্টিমড রেড স্ন্যাপার তারই একটি। এটি সামুদ্রিক মাছ হলেও একে দেশিয় স্বাদ দেবার চেষ্টা করছি। বিদেশিদের জন্য একরকম এবং দেশিয়দের জন্য অন্য রকম— দুভাবে পরিবেশন করা হবে। আগামীতে আমরা আরও বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক মাছ দেশীয় স্বাদে আমাদের গ্রাহকদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব।' খলিলুর রহমান 'স্টিমড রেড স্নাপার'সহ বিভিন্ন মাছের ব্যতিক্রমী স্বাদ আস্বাদনের জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

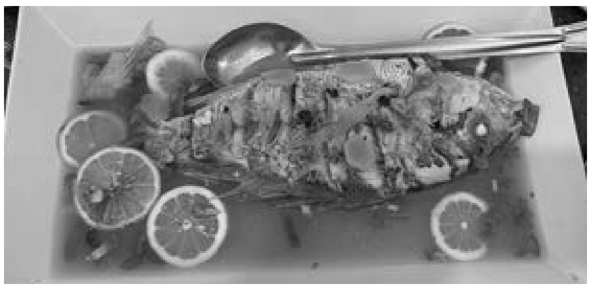

স্টিমড রেড স্ন্যাপার

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

■ প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
■ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
■ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

ব্রঙ্কস বাংলাদেশি কমিউনিটির একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

ব্রঙ্কসে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশের মহান একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত হয়েছে। ভাষাশহীদদের স্মরণে সম্মিলিতভাবে ১৫টি সংগঠন এবং সম্মিলিত শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা উদযাপন কমিটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ব্রঙ্কসের মামুন'স টিউটোরিয়ালে দিবসটি উদযাপিত হয়।

ব্রঙ্কস বাংলাদেশি কমিউনিটির আয়োজনে ২০ ফেব্রুয়ারি রোববার সন্ধ্যা ৬টা থেকে শুরু হয় নানান কর্মসূচি। অনুষ্ঠানমালায় ছিল একুশের আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রভাতফেরি ও ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। একুশের প্রথম প্রহরে অস্থায়ী শহীদ মিনারে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক আব্দুস শহীদের সভাপতিত্বে এবং যুগ্ম আহ্বায়ক মো. শামীম মিয়ার পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন ও উপস্থিত ছিলেন স্টেট সিনেটর লুইস সেপুলভেদা, অ্যাসেম্বলিওমেন কারিনাজ রেইজ, ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, বিএসিসির প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ এন মজুমদার, বাঙালির চেতনা মঞ্চের চেয়ারম্যান আব্দুর রহিম বাদশা, বাংলাবাজার বিজনেস এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি মো. খলিলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান লিংকন, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ, বাফার প্রেসিডেন্ট ফরিদা ইয়াসমিন, উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব এ ইসলাম মামুন, প্রধান সমন্বয়কারী মোতাসিম বিল্লাহ তুষার, যুগ্ম আহ্বায়ক মঞ্জুর চৌধুরী জগলু, সমন্বয়কারী সামাদ মিয়া জাকের, মোশাহীদ চৌধুরী, এম ডি আলাউদ্দিন, বোরহান উদ্দিন ও নূরে আলম জিকু, যুগ্ম সদস্য সচিব শামীম আহমেদ, আরিফ রেজা ও কাজী রবিউজ্জামান, বাংলাদেশি-আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশনের সভাপতি আহবাব চৌধুরী, বিএসিসির সাধারণ সম্পাদক নজরুল হক, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট মির্জা মামুন রশিদ, খবির উদ্দিন ভূইয়া, কফিল চৌধুরী, লোকমান হোসেন লুকু, জামাল আহমেদ, শ্যামল কান্তি চন্দ, মো. আলী, ইমরান আলী টিপু, আবুল খায়ের আখন্দ, এইচ এম মিজানুর রহমান, ফারজানা ইয়াসমিন, সালেহ উদ্দিন, এ্যাডভোকেট আলাউদ্দিন, এমরান শাহ রন, মোতাহার হোসেন, আরিফ রেজা, গোলাম মুহিত, আবু ফজর।

অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও দোয়া মুনাজাত পরিচালনা করেন মো. মহিউদ্দিন। অনুষ্ঠানে বক্তারা একুশের ভাষাশহীদদের স্মরণ করে নতুন প্রজন্মের কাছে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরেন। বক্তারা প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মকে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি শেখানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী তনিমা হাদী ও সৈয়দ ফয়েজ।

নিউইয়র্কের সাবওয়ে ভ্রমণ নিরাপদ করার পরিকল্পনা ঘোষণা

হাতে হাতকড়া নয়, সমস্যাকে হাতকড়া পরিয়ে সংশোধন আনার কথা বলেছেন মেয়র এরিক অ্যাডামস।

রোকেয়া দীপা

নিউইয়র্ক নগরের ট্রেন চলাচল নিরাপদ করার জন্য রাজ্য গভর্নর ক্যাথি হকুল এবং মেয়র এরিক অ্যাডামস তাঁদের পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছেন।

"সাবওয়ে সেফটি প্ল্যান" নামের এ পরিকল্পনায় নগরের ট্রেন সার্ভিসকে যাত্রীদের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।

নিউইয়র্কের ট্রেন যাত্রার জন্য যাত্রীদের সমস্যায় বেশি পরতে হয় বেড়ে ওঠা গৃহহীন ও মানসিক সমস্যাগ্রস্ত লোকজনের কারণে। ট্রেন স্টেশনগুলো গৃহহীন ও মানসিক সমস্যায় ভোগা লোকজনের অভয়ারণ্য হয়ে উঠেছে। মেয়র এরিক অ্যাডামস রাজ্য সহযোগীটা নিয়ে গৃহহীনদের জন্য অতিরিক্ত আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা, মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যাপক কাজ করার ঘোষণা দিয়ে নাগরিকদের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

১৮ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার মেয়র অ্যাডামস বলেছেন, নিউইয়র্কের লোকজন সকালে ওঠেই ট্রেন যাত্রী হয়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে চায়। গন্তব্যে যাওয়ার পথে গৃহহীন লোকজন আর মাসিক লোকজনের মারামারি এসব দেখে লোকজন দিন শুরু করতে চায় না। পুরো পরিস্থিতিকে মেয়র নিষ্ঠুর ও অমানবিক বলে উল্লেখ করেছেন।

নিউইয়র্কের একটি সাবওয়ে। ছবি: সংগৃহীত

গৃহহীন লোকজনকে ট্রেন স্টেশনে জায়গা দেয়াকে অন্যায্য বলে তিনি উল্লেখ করেন। বলেছেন, বিষয়টি যাত্রীদের প্রতিও অবিচারের শামিল। মেয়র বলেছেন, আমরা পরিছন্ন, নিয়মতান্ত্রিক ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে চাই। জমে ওঠা সমস্যার পেছনে রাজ্য ও নগর সরকারের সমন্বয়হীনতা কাজ করেছে বলে মেয়র বলেছেন। রাজ্য ও নগর সরকারের বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয় করেই সমস্যাকে মোকাবেলা করা হবে বলে মেয়র এরিক অ্যাডামস বলেছেন।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, জনগণ, জনস্থল এবং জননীতি —এ তিন বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েই সমস্যা মোকাবেলা করা হবে।

সাবওয়ে সিস্টেমে সব অনিয়ম দূর করা হবে। নগর পুলিশ ট্রেনের বগিতে একাধিক আসনজুড়ে বসা, ধুমাপান করা, উশৃঙ্খল আচরণ রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। মেয়র বলেছেন, গন্তব্যে যাওয়ার জন্য ভাড়া দিতে হবে, প্রকৃত যাত্রীর আচরণ নিশ্চিত করতে হবে।

লোকজনের হাতে হাতকড়া নয়, সমস্যাকে হাতকড়া পরিয়ে সংশোধন আনার কথা বলেছেন মেয়র এরিক অ্যাডামস। গ্রেফতার করে নয়, আচরণে সংশোধন নিয়ে আসে নগরের ট্রেন যাত্রাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ করা হবে এরিক অ্যাডামস ঘোষণা দিয়েছেন। ভীতিই যে নিউইয়র্ক নগরের বাস্তবতা নয় —এ কথাই প্রমাণ করা হবে আগামী দিনের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে।

জব হেল্প! জব হেল্প!!

- পোষ্ট অফিস জব, ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট এজেন্ট, স্কুল সেফটি এজেন্ট, পুলিশ অফিসার, কারেকশন অফিসার এবং এমটিএ জব সহ আমেরিকার সব ধরণের সরকারী জব-এর এপ্লিকেশন এবং পরীক্ষায় পাশ করার জন্য হেল্প করা হয়।
- পোষ্টাল (United State Postal Service) জব একটি ফেডারেল জব। এই জব-এ সকল প্রকার সরকারী সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান। খুব সহজে এবং অল্প সময়-এ এই জব পাওয়া সম্ভব।
- জব না হওয়া পর্যন্ত আমরা আনলিমিটেড সাহায্য করে থাকি।
- আমাদের লক্ষ্য একটি সঠিক জব পেতে আপনাকে সাহায্য করা। বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন।

ফোন:৩৪৭-৪৫৯-০৫৪৫ (মন্ডল) (By Appointment Only)
Microsoft Certified System Engineer and
A Plus Certified Professional এবং সরকারী জব এ কর্মরত
৩৩-২৪ ৭৭ স্ট্রিট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে
সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

TAX FILING 2020
WE DO ALL TYPES OF TAXES

CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 347-592-9973,
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776

KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea NYSSEA

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue	170-12 Highland Avenue
LIC, NY 11106	Jamaica Estates, NY- 11432
Tel: 718-383-4500	www.drmrahman.com

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

IRS e-file

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Class

Experienced Tax Professional
IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance

TDS Insurance Brokerage Corp.

BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

বাড়ি ক্রয়ে ২৫% ডাউন পেমেন্ট দিলে নো ব্যাকগ্রাউন্ড চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

ইনকামট্যাক্স ২০১৯ ইনকামট্যাক্স

আনজুমান ট্যাক্স সার্ভিসেস ইনক
37-21 72nd Street, Sute # 202
Jackson Heights, NY-11372
IRS Authorised E-File Provider

● ইনকামট্যাক্স, ব্যক্তিগত, ব্যবসায়িক ও কর্পোরেশন রিটার্ন ● বুক কিপিং, একাউন্টিং, সেলস্ ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স ● কর্পোরেশন ফর্ম ও নতুন ব্যবসা সেটআপ ● স্বামী-স্ত্রী ও পরিবার পরিজনদের জন্য আবেদনসহ যাবতীয় ইমিগ্রেশন সার্ভিস ● ইংরেজী অনুবাদ ও নোটারী সার্ভিস ● ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস। আমাদের অফিস সপ্তাহে সাত দিনই খোলা থাকে।

যোগাযোগ ▶ আবু হেলেন হোসেন
718-777-5477, Cell: 917-496-7966, Fax, 718-777-8020

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্নক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ
N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হার্টের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ
B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সূযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকিায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B | L1A VISA
EB5 | E2 VISA
POLITICAL ASYLUM

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

বাংলাদেশ কনস্যুলেটে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

নিউইয়র্ক

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল নিউইয়র্ক ২১শে ফেব্রুয়ারি সোমবার মহান শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২২ উদযাপন করেছে।

ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবং অমর একুশের চেতনা নিউইয়র্কের মূলধারায় সুপরিচিত করার প্রয়াসে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির সম্মিলনে এই আন্তর্জাতিক দিবসটি উদযাপিত হয়। ইউনেস্কো ঘোষিত এ বছরের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রতিপাদ্য "প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বহুভাষায় জ্ঞানার্জন : সংকট এবং সম্ভাবনা"। অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী তাজুল ইসলাম, স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ, কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলামসহ কনস্যুলেটের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কনুস্যলেটে অস্থায়ী নির্মিত শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। ৫২'র সকল মহান ভাষাশহীদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। অনুষ্ঠানে মহান শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ওপর নির্মিত একটি প্রামান্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে কনসাল জেনারেল ড. ইসলাম ৫২'র মহান ভাষাশহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেন ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেতৃত্বদানকারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ ভূমিকা ও অবদানের কথা।

বাংলাদেশ কনস্যুলেটে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী তাজুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং ক্রমান্বয়ে তা মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত সফলতা অর্জনের বিষয়ে আলোকপাত করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে তা বর্ণনা করে মন্ত্রী সকলকে একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ ও জাতি গঠনে একতাবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব।

কংগ্রেসওমেন গ্রেস মেং, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম শহীদুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান এবং একুশে পদকপ্রাপ্ত নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কমিউনিটির সদস্যসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ভিডিওবার্তার মাধ্যমে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। বিভিন্ন দেশের কনসাল জেনারেলরা (থাইল্যান্ড, পেরু, বুলগেরিয়া, ভারত) তাদের মাতৃভাষায় শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে দিবসটি উপলক্ষে বাংলাদেশের পাশাপাশি (এস্তোনিয়া, পেরু, বুলগেরিয়া এবং ভারতের সাংস্কৃতিক পরিবেশন করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর মাহেন্দ্রক্ষণে অনুষ্ঠিত অমর একুশের এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানটিতে বাংলাদেশি-আমেরিকান নাগরিকবৃন্দ, বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক, নতুন প্রজন্ম, কমিউনিটি সদস্যসহ দেশ-বিদেশের বিপুল সংখ্যক দর্শক-শ্রোতা ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ৫২'র মহান ভাষা শহীদদের, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সকল শহীদ সদস্য, ৭১-এর শহীদ, শহীদ বুদ্ধিজীবী এবং শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং দেশের অব্যাহত শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। অনুষ্ঠানটি কনস্যুলেটের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

আব্দুল হাসিম হাসনুরের ভ্রাতৃবিয়োগ

উত্তর আমেরিকা অফিস

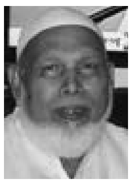

আব্দুল হান্নান

বাংলাদেশি আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্ট্রি বোর্ডের সম্মানিত সদস্য আব্দুল হাসিম হাসনুরের বড়ভাই ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সিলেট জেলা শাখার প্রাক্তন সহ-সভাপতি ও ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা ছাত্রদলের সদ্য প্রাক্তন আহ্বায়ক এ জে জাবেদ আহমেদের পিতা আব্দুল হান্নান হানু মিয়া (৭০)

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি বুধবার নিউইয়র্কস্থ লিনক্সহিল হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি দীর্ঘ বছরাধিকাল যাবৎ বিভিন্ন অসুস্থতায় ভুগছিলেন। মরহুম আব্দুল হান্নানের দেশের বাড়ি সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে। তিনি ফেঞ্চুগঞ্জের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সনামধন্য ক্রীড়াবিদ ছিলেন। তিনি মা, স্ত্রী, চার পুত্র, দুই কন্যা ও চার ভাই রেখে গেছেন। পরদিন পার্কচেস্টার জামে মসজিদে মরহুমের নামাজে জানাজা শেষে মরদেহ দেশের বাড়িতে পাঠানো হলে গত ২০ ফেব্রুয়ারি শেষ নামাজে জানাজা শেষে ফেঞ্চুগঞ্জের দরগাহে শাহ মালুম গোরস্থান সমাহিত করা হয়।

ফ্রি হোম কেয়ার সার্ভিস

যে সকল মা বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন এর মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার আছে, তাঁদের সেবা করে আপনি সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার করে উপার্জন করতে পারেন। এজন্যে পড়াশোনা বা কোন সার্টিফিকেট এর দরকার নাই।

যোগাযোগ করুন
নাসিমা: ৩৪৭-৮০১-৪০২৮

জগন্নাথ হল অ্যালামনাই এসোসিয়েশন ইউএসএ ইনকের শ্রদ্ধার্ঘ্য। সংগৃহীত

জগন্নাথ হল অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের একুশের শ্রদ্ধার্ঘ্য

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশে একুশের প্রথম প্রহরের সাথে সঙ্গতি রেখে মহান ভাষা আন্দোলনের শহীদের স্মরণে জগন্নাথ হল অ্যালামনাই এসোসিয়েশন (ঢাবি), ইউএসএ ইনক ২০ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১.০১ মিনিটে (নিউইয়র্ক সময়) জাতিসংঘের সামনে একুশের অস্থায়ী প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে।

পরিচালনা পর্ষদের মেম্বার সেক্রেটারি বিদ্যুৎ সরকারের নেতৃত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি সিতাংশু গুহ, ডিরেক্টর দ্বীজেন ভট্টচার্য, ডিরেক্টর শিব শংকর শর্মা, রূপ কুমার ভৌমিক, সহ-সভাপতি পরেশ শর্মা, সাংগঠনিক সম্পাদক শিবু পোদ্দার, সাংস্কৃতিক সম্পাদক প্রদীপ কুণ্ডু, ইমিগ্রেশন সম্পাদক হরি গোপাল বর্মন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুকান্ত দাস টুটুল এবং সাধারণ সম্পাদক সুশীল সিনহা।

সাউথ ইষ্ট ইউএসএ গ্রুপ
দিচ্ছে নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলের নিশ্চয়তা

আপনি অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপেয়ার দ্বারা আপনার ট্যাক্স ফাইল করুন

অন্যথায় সামান্য ভুলের কারণে আপনি পেতে পারেন আইআরএস নোটিশ!

আমাদের রয়েছে অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপেয়ার।
যারা নির্ভূল ট্যাক্স ফাইল করতে সম্পুর্ণ অভিজ্ঞ।

মনে রাখবেন এবারের ট্যাক্স ফাইল হবে খুবই জটিল

কারণ এসবিএ লোন, পিপি লোন, আনএমপ্লয়মেন্ট,
স্টিমুলাস রিকভারি রিবেট, এবং চাইল্ড ক্রেডিট।

ক্রেডিট লাইন ভাল হলে সহজেই বাড়ি গাড়ি ফার্নিচার
ইত্যাদি কিনতে পারবেন। জীবনযাপন মসৃন হবে।

আপনার ক্রেডিট সমস্যার সমাধান করতে চাইলে
আজই যোগাযোগ করুন।

Confidential & safe

SOUTHEST USA GROUP, INC.

Debt Settlement and Credit Repair

74-09 37th Avenue, 2nd FL, Room# 206, Jackson heights, NY 11372

Phone: 718-639-6207 Cell: 917-566-1612

Email: usa.bd54@gmail.com

আমেরিকায় চোখ রাখুন
Ntv ও ATN বাংলায়
ntv
ATN BANGLA
অবিরাম বাংলার মুখ
বিশ্ব সংবাদ
কমিউনিটি সংবাদ
টকশো বিনোদন
সমসাময়িক ভাবনা
খেলাধুলা ,আবহাওয়া
আপনার পন্যের প্রসারে বিজ্ঞাপন দিতে
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
PH: 929-622-0918
officeanads@gmail.com
GOLD IPTV
Easy Plug & Play
Live Tv - Movies - Shows
Internet required
$11.99 Month & For Box $50
$180 For 1year Service & Box
বাংলাদেশী চ্যানেলসহ ৩ হাজারের বেশী
চ্যানেল দেখতে কল করুন
PH: 929-463-8747

Shahjalal®
শাহজালাল
পরোটা
এখন সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে
Shahjalal
25
ORIGINAL
Paratha
LIGHT CRISPY LAYERED FLUFFY
-AUTHENTIC TASTE-
Home Made Style
Net Weight:
2000gm/70.5oz
FROZEN
KEEP FROZEN
ORIGINAL
Paratha
PREMIUM FOODS USA INC.
50-49, 49th Street, Woodside, New York 11377
Tel: 718 440 9451, 718 392 0024 | Fax: 718.360.0439
www.premiumfoods.us

ডা. মো. আব্দুল বাছিত
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
ডা. শামসি রহমান
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার
বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
ডাঃ শামসি রহমান
Ex-Attending Physician Ambulatory Care Elmhurst Hospital
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার
ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Diplomate of American Board of Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
MOUNT SINAI SCHOOL OF MEDICINE
Attending Physician (Medicine Department)
QUEENS HOSPITAL CENTER
সেবা সমূহ
Same Day Appointment
Walk-in Welcome
প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
ফ্লু, হজ্জসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।
জ্যাকসন হাইটস অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার : সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার : সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।
ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় :
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার : বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার : বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
বাছিত মেডিকেল কেয়ার
JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street,
Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-875-3911

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
গাড়ী দুর্ঘটনা
বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
ব্রেইন ইনজুরি
এলিভেটর একসিডেন্ট
স্কুল লায়াবিলিটি
খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
বার্ণ ইনজুরি
নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
পিছলে পড়ে গেলে
লেড পয়জনিং
কুকুর কামড়ালে
ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!!
আপনি কি TLC লাইসেন্স প্লেটের
মালিক হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন?
ক্যাব চালক ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি
২০২২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে টিএলসি'র সকল গাড়ীর ইন্স্যুরেন্স নবায়ন করতে হবে।
গ্রীন ক্যাব, ব্ল্যাক কার, লিভারী, ইয়েলো ট্যাক্সি চালকদের স্বাগত জানাচ্ছি।
আমরা অল্প ডাউন পেমেন্টে নিশ্চিতভাবে আপনার গাড়ীর ইন্স্যুরেন্স নবায়ন করে থাকি।
১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ব্রোকার চেঞ্জ করতে পারবেন।
NYI
NY INSURANCE
BROKERAGE INC.
আপনার সেই স্বপ্ন পূরণে সহযোগিতা করবে।
TLC
TLC লাইসেন্স প্লেট বাজারে ছাড়ার আগেই আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
আগে আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে এগিয়ে থাকবেন সবার আগে।
যারা ভাড়ায় এবং চুক্তিতে TLC লাইসেন্স প্লেট ব্যবহার করছেন তাদের নিজ নামে প্লেট ট্রান্সফার করে নেয়ার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।
Shah Nawaz MBA
President & CEO
Call for More Information
718 476 2025
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
Corporate Office: 71-16 35th Ave, Jacksoh Heights, NY 11372
Tel: 347 425 3878, Fax : 718 476 2026, E-mail : Office@nyinsuranceb.com

জ্যাকসন হাইটস্ বাংলাদেশী বিজনেস্ এসোসিয়েশন
JBBA
Jackson Heights Bangladeshi Business Association
EXECUTIVE COMMITTEE
2022-24
HARUN BHUIYAN
PRESIDENT
KHAMAR BARI
FAHAD SOLAIMAN
GENERAL SECRETARY
ALL CHOICE ENERGY
MONSUR CHOWDHURY
SR. VICE PRESIDENT
HAAT BAZAR
BABU KHAN
VICE PRESIDENT
PREMIUM SUPER MARKET
ABU NOMAN SHAKIL
VICE PRESIDENT
ITTADI SUPERMARKET
MOHAMMED ALAM NOMI
VICE PRESIDENT
EXCLUSIVE OF PIRAN
Z.R.CHOWDHURY(LITU)
VICE PRESIDENT
MAMA'S
NURUL AMIN BABU
VICE PRESIDENT
TRIBORO REALTY
MD. AZAD
VICE PRESIDENT
LIBERTY RENOVATION
MD. KASHEM
JOINT SECRETARY
MADANI DISTRIBUTIONS
SHAHRIAR ARIF
JOINT SECRETARY
NOBANNA
SELIM HARUN
TREASURER
KARNAFULLY TRAVELS
MAHMUD BADSHA
ORGANIZING SECRETARY
NY DELI & GROCERY
M.R.KHANDAKER SANTU
CULTURAL SECRETARY
DTNY
ANOWAR HOSSAIN
SOCIAL WELFAIR SEC.
BD WIRELESS & COMMUNICATIONS
MASUD RANA TOPON
OFFICE SECRETARY
SUNMAN GLOBAL EXPRESS
SHAH CHISTY
PUBLICATION SECRETARY
SHAH ELECTRONIC
SUBAL DEBNATH
PUBLICTY SECRETARY
DEBNATH TAX & ACCOUNTING
NILUFAR SHREEN
WOMEN'S AFFAIRS SEC.
TARANGO
KAMRUZZAMAN BACHU
MEMBER
REAL ESTATE
SAJJAD HOSSAIN
MEMBER
DESIGN STUDIO
ISTEAK RUMI
MEMBER
THE RUSH EXPRESS INC
SANATAN SHIL
MEMBER
SONARBBANGLA HAIR
MORSHED SM MASUD
MEMBER
SKYLAND TRAVELS
MOHAMMAD IDRIS
MEMBER
DHAKA GARDEN
ABDUL HAMID
MEMBER
USBANGLA.COM
SHAKHAWAT BISWAS
MEMBER
FIVE S CORPORATION
MD. HUMAYUN KABIR
MEMBER
AARONG
SHAFIUDDIN MIAH
MEMBER
JAMUNA INC
FEMD ROCKY
MEMBER
RMFT INC
TOHIDUL ISLAM RONI
MEMBER
NEW BENGAL CONSTRUCTION
AMIN MACK
MEMBER
FAUMA INNOVATIVE INC
SHAMOL C NATH
MEMBER
SS ELECTRONICS
AFTAB JONY
MEMBER
HRT
JOSHI CHOUDHURY
MEMBER
AHEDE ENTERPRISES

Utshob Group
Rtv
বাংলার গায়েন
গাইবে তুমিও
USA

যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হচ্ছে লোকগানের
জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো
UtshobGroup প্রেজেন্টস
আরটিভি বাংলার গায়েন-ইউএসএ

রেজিস্ট্রেশনের জন্য আজই আপনার খালি
গলায় গাওয়া যেকোন একটি লোকগান
মোবাইলে ভিডিও করে পাঠিয়ে দিন
আমাদের কাছে।

রেজিস্ট্রেশনের জন্য ভিজিট করুন
Rtvonline.com/banglargayen
অথবা
Facebook.com/rtvbanglagayen

রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ
১০ মার্চ, ২০২২ইং

PEOPLE N TECH
A Global Leader in Skill Development, Job Placement & Outsourcing
If you are stuck at home during this pandemic, take advantage of the time and get certified as a software tester and earn 100k to 200k
25% - 35%
DISCOUNT
QA Selenium Automation Course
Weekend Batch Start Date:
April 11th 2020 (VA Campus)
Saturday and Sunday (9:00AM to 2:00PM)
Weekday Batch Start Date:
April 14th 2020 (VA Campus)
Tuesday and Wednesday (6:00PM to 11:00PM)
Weekend Afternoon Batch Start Date:
April 19th 2020,(NY Campus)
Saturday and Sunday (2:30PM to 7:30PM)
Provided jobs to 6000+ Students
We have 15 years of experience in Training and Job Placement.
Certified Computer Training Institute by:
New York State Education Department & Bureau of Proprietary School Supervision
State Council of Higher Education for Virginia
Authorized Empolyment Agency by:
NYC
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

জ্যাকসন হাইটস- এ
অভিজ্ঞ ট্যাক্স ফাইলিং প্রতিষ্ঠান
TAX
সুরমা এজেন্সি INC.
$40 থেকে শুরু
ব্যাক্তিগত ও বিজনেস
ট্যাক্স ফাইলিং
ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট
লাইসেন্স
পেরোল
অলাভজনক ব্যবসা শুরু করা
ট্যাক্স সংক্রান্ত অন্যান্য সেবা
এই আর এস ও নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স সমস্যার সমাধান
37-07 74th Street, Suite #3
Jackson Heights, NY-11372
+1 (631)805-1051

নিজেকে সুরক্ষিত করুন, নিউ ইয়র্ক।
টিকা নিন।
একটি বুস্টার নিয়ে হালনাগাদ থাকুন।
আপনার মাস্ক পরুন।
NYC VACCINE FOR ALL:
SAFE, FREE, EASY
আরো জানতে nyc.gov/vaccinefinder এ যান
অথবা 877-829-4692 নম্বরে কল করুন।
NYC Health
Eric Adams
মেয়র
Dave A. Chokshi, MD, MSc
কমিশনার

GLOBAL MULTI SERVICES INC.
Quick Refund
IRS Authorized Agent
Our Services
TAX (Federal & State)
IMMIGRATION
CORPORATION
BUSINESS SERVICES
CONSULTING
Tareq Hasan Khan
CEO
Open 7 Days
A Week
IRS e-file
37-18 74th Street, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-205-2360, Email: globalmsinc@yahoo.com

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

বাফার আয়োজনে একুশে উদযাপন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশ একাডেমি অব ফাইন আর্টস-বাফা নিউইয়র্কের স্বনামধন্য সাংস্কৃতিক সংগঠন। ষষ্ঠ বারের মতো প্রভাতফেরীর মধ্য দিয়ে উদযাপন করেছে মহান ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এদিন সকালে প্রভাতফেরী, শহীদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যাপক আয়োজন ছিল।

সোমবার প্রেসিডেন্ট ডে উপলক্ষে সরকারী ছুটি ছিল। ছিল আবহাওয়া অনুকূল। দেশজ পোশাক পরে নিউইয়র্কের সব এলাকা থেকে লোকজন জগ দিয়েছেন ব্রংকসের বাফা আয়োজিত প্রভাতফেরীতে। নতুন প্রজন্মের ব্যাপক অংশ গ্রহণ ছিল লক্ষণীয়। বাঙালি অধ্যুষিত স্টারলিং-বাংলাবাজারের বাফা কার্যালয়ের সামনে থেকে প্রভাতফেরী শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বাফার কার্যালয়ের সামনে স্থাপিত অস্থায়ী শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। একুশের গান গেয়ে ফুল হাতে প্রথমে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বাফার নির্বাহী পরিচালক মারজিয়া স্মৃতির নেতৃত্বে বাফার শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকরা।

প্রভাতফেরীতে সহযোগিতায় ছিলেন বাফার সদস্য ফারজানা ইয়াসমিন, জান্নাতুল আরা, মনিরা নূর, শান্তনুর রহমান ও আফতাব উজ্জামান স্পন্দন। সহযোগিতায় ছিল কমিউনিটি বোর্ড ৯। প্রভাতফেরী শেষে বাফাসহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও সাধারণ মানুষ বাফা কার্যালয়ের সামনে স্থাপিত অস্থায়ী শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার পক্ষ থেকে প্রভাতফেরী ও পুষ্পার্ঘ অর্পণে উপস্থিত ছিলেন লেখক সাংবাদিক শেলী জামান খান, রহমান মাহবুব, রওশন হক, মনীষা তৃষা, আকবর রানা, সৈয়দ মাসুদুল কবির, এমবি তুষার, নুরুল হক।

সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ ও গোলাম মোস্তফার পরিচলনায় আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় অ্যাসেম্বলিওম্যান কারিনাজ রেইজ, সিটি কাউন্সিলওম্যান আমান্ডা ফারিয়াজ, বাফার উদ্যোক্তা ফরিদা ইয়াসমীন, কমিউনিটি নেতা আব্দুস শহীদ, রাজনীতিক আব্দুর রহিম বাদশা, বাংলাবাজার বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী জাকি, সহ-সভাপতি মো. খলিলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক সাঈদুর রহমান লিংকন, রাসেল রহমানসহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

পরে শামীম আরা বেগমের পরিচালনায় বাফার শিল্পীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে ২১শে ফেব্রুয়ারির ঊষালগ্নে সর্বস্তরের ছাত্র-জনতার প্রভাতফেরীর মতো এ প্রবাসেও একইভাবে শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করার অনুভূতি ভাষায় ব্যক্ত করার মতো নয়।

একুশের প্রভাতফেরীতে যোগ দিতে নিউইয়র্কের সব এলাকা থেকে স্বদেশীদের সমাগম ঘটে ব্রংকসে। নুরুল হক

আটলান্টিক সিটিতে বিএএসজে ও হোপের উদ্যোগে বুস্টার ডোজ

সুব্রত চৌধুরী, *আটলান্টিক সিটি*

নিউজার্সি অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে ১৭ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার কোভিড ভ্যাকসিনের বুস্টার ডোজ প্রদান করা হয়েছে।

আটলান্টিক সিটির ২৭০৯, ফেয়ারমাউনট এভিনিউতে অবস্থিত ‘বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার’-এ বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সি ও হোপ-এর যৌথ উদ্যোগে এবং সাউদার্ন জারসি ফ্যামিলি মেডিকেল সেন্টারের সহযোগিতায় কোভিড ভ্যাকসিনের বুস্টার ডোজ প্রদান করা হয়। এদিন সকাল দশটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত এই কার্যক্রম চলে। কোনো ধরনের এ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই কমিউনিটির লোকজন বুস্টার ডোজ গ্রহণ করার সুযোগ পায়। বিপুল সংখ্যক প্রবাসী লোকজন বুস্টার ডোজ গ্রহণ করে। আটলান্টিক সিটির বাংলাদেশ কমিউনিটির লোকজন জানান, সাম্প্রতিক সময়ে করোনার ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময় কোভিড ভ্যাকসিনের বুস্টার ডোজ প্রদানের ব্যবস্থা করায় তাঁরা বিএএসজে কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাধারণ সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকা ও ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি আব্দুর রফিক বাংলাদেশ কমিউনিটির লোকজন কোভিড ভ্যাকসিনের বুস্টার ডোজ গ্রহণ করায় এবং এই কার্যক্রম সফল করায় সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান।

অমর একুশে উদযাপন জর্জিয়া প্রবাসীদের

প্রতিনিধি, *জর্জিয়া*

গভীর শ্রদ্ধা এবং ভাব গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে জর্জিয়ায় অমর একুশে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করেছে জর্জিয়া প্রবাসী বাংলাদেশিরা ।

একুশে উদযাপন কমিটি, জর্জিয়ার উদোগে স্থানীয় একটি অফিস কমপেক্সের ভিতরে গতকাল ২০ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাত ১২টা ১ মিনিটে একুশের প্রথম প্রহরে ভাষাশহীদের স্মরণে নির্মিত অস্থায়ী শহীদ মিনারে পুস্পাঞ্জলি প্রদান করে মহান এই ভাষা দিবসের শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

পুস্পাঞ্জলি প্রদান করে জর্জিয়া আওয়ামী লীগ, বিএনপি, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন কমিটি, বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন, যুবদল, ছাত্রদল, মুক্তিযোদ্ধা পরিষদ, বাংলাধারা, আটলান্টা বেঙ্গলি ফোরাম, বিপিএ, আটলান্টা সনাতন মন্দির এবং জর্জিয়া সোশাল এন্ড কালচারাল অরগানাইজেশন প্রমুখ।

উত্তম দের সঞ্চালনায় পুস্পাঞ্জলি প্রদানের আগে শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবসের তাৎপর্য উল্লেখ করে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশ নেন আলহাজ শাকুর মিন্টু, মোহাম্মদ আলী মানিক, দিদারুল আলম গাজী, নাহিদুল খান সাহেল, আবু লিয়াকত হোসেন, শেখ জামাল, ডিউক খান, মোহন জব্বার, মোহাম্মদ রহমান আজাদ, মাহবুবর রহমান, মাহাবুবর রহমান ভুঁইয়া, কিউ জামান, শহিদুল ইসলাম ঠান্ডু, ইলিয়াস হাসান, সৈয়দ মুরাদ, শামিমা জব্বার, সাগর চক্রবতী, সুভাষ চক্রবর্তী।

প্রবাসীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, নাসিমা খান, মিলি খান, সুবর্ণা ডিউক, রুনা জামাল, ইমদাদুল ইসলাম, মাহমুদ রহমান।

শহীদ মিনারে জর্জিয়া প্রবাসী বিভিন্ন সংগঠনের পুস্পার্ঘ প্রদান। প্রথম আলো

মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নিউইয়র্ক স্টেট কমান্ডের একুশে উদযাপন

উত্তর আমেরিকা অফিস

বিনম্র শ্রদ্ধা-ভালবাসায় মহান একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করেছে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নিউইয়র্ক স্টেট কমান্ড ইউএসএ। ২১শে ফেব্রুয়ারি সকালে শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ, আলোচনা সভার মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদযাপন করে সংগঠনটি। স্টারলিং-বাংলাবাজার এলাকায় এশিয়ান ড্রাইভিং স্কুলের দেয়ালে অঙ্কিত বাংলাদেশ ম্যুরালের সামনে সংগঠনটি এ আয়োজন করে।

নিউইয়র্ক স্টেট কমান্ডের কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা মঞ্জুর আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ছিলেন সংগঠনের পৃষ্ঠপোষক বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল চৌধুরী, উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা মুন্সী বশির উদ্দিন, বাঙালির চেতনার চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুর রহিম বাদশা, বাংলাবাজার বিজনেস এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান লিংকন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোস্তফা আহমেদ ভূইয়া, বীর মুক্তিযোদ্ধা এমএ নাসির প্রমুখ।

ভার্জিনিয়ায় ডিসি একুশে এলায়েন্সের শহীদ ভাষা দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন। ছবি : সংগৃহীত

ভার্জিনিয়ায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

ডিসি একুশে এলায়েন্সের (ডিসিইএ) আয়োজনে বাংলাদেশি এমেরিকান আইটি প্রফেশনাল অর্গানাইজেশন(বাইটপোর) ব্যবস্থাপনায় এবং আর্লিংটন আর্টস ও আর্টিলিংটন কাউন্টির সহযোগিতায় গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ভার্জিনিয়ার আর্লিংটন এ অনুষ্ঠিত হলো মহান ভাষা শহীদ দিবস ও আন্তজার্তিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম শহীদুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে মহান ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন অস্থায়ী শহীদ মিনারে। এসময় দুতাবাস মিনিস্টার হাবিবুর রহমান ও কাউন্সিলর আরিফা রহমান রুমা সহ অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ইউএস সিনেটর মার্ক ওয়ার্কার প্রতিনিধি, আটলান্টিক কাউন্টির প্রধান কেটি ক্রিস্টেলসহ মূলধারা নেতৃবৃন্দ সন্মানিত অতিথি হিসাবে থেকে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন ডিসি একুশে এলায়েন্সের(ডিসিইএ) সমন্বয়ক সামছুদ্দীন মাহমুদ।

প্র্রধান অতিথি বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম শহীদুল ইসলাম বলেন, ওয়াশিংটন ডিসি, ম্যারিল্যান্ড ও ভার্জিনিয়ার ২৩টি সংগঠন এ অনুষ্ঠানটি একসাথে করে প্রমাণ করেছে তারা প্রবাসে থাকলেও দেশের প্রতি তথা নিজের ভাষার প্রতি তাদের আত্মার নিগুঢ় একটা সম্পর্ক বিদ্যমান। তিনি ভাষা শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, ভাষাশহীদরা আমাদের স্বাধীনতার বীজ বপন করে গিয়েছিলেন তা অংকুরিত হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে, পাকিস্তানী হানাদারদের বিরুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অসম যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে এবং ৩০ লাখ শহীদের প্রাণের ও ২ লাখ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে। তিনি বাংলা ভাষাকে আগামী প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য এ প্রয়াস এর সাথে বাংলাদেশ দূতাবাস সবসময় কাজ করবে বলে আশ্বাস দেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে পুস্পস্তবক অর্পণ

অনুষ্ঠানের সমন্বয়ক সামছুদ্দীন মাহমুদ বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি, দক্ষিন এশিয় দেশগুলি যেখানে বাংলা ভাষাভাষি অনেক লোক রয়েছে, সেখানে বাংলাকে কোন মর্যাদাই দেয়া হয়নি। দাপ্তরিক কোন কাজে বাংলার কোন ব্যবহার কোথাও নাই, ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলা ভাষি মানুষজন অনেক অসুবিধার মধ্যে দিনাতিপাত করতে হয়। এমতাবস্থায় বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা করার জন্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সকল স্থানে যেখানে বাংলাভাষী লোকজন রয়েছে সেখানে বাংলাকে দাপ্তরিক ভাষা করার জন্য সকলকে একযোগে কাজ করার আহবান জানান।

একুশ আমাদের চেতনা, একুশ আমাদের অহংকার। এই অহংকারকেই বুকে ধারন করে এবারে ডিসি, ভার্জিনিয়া ও ম্যারিল্যান্ডের ২৩টি সংগঠন সম্মিলিতভাবে এই একুশে উদযাপন করেছে। এই সংগঠনগুলো হলো ওয়ার্ল্ড ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কাউন্সিল, সুন্দরবন, স্বাধীন বাংলাদেশ কালচারাল অর্গানাইজেশন, স্বদেশ, প্রিয়বাংলা, পিপল এন্ড টেক ফাউন্ডেশন, ম্যারিল্যান্ড ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি, জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি এলামনি ইন ডিসি, ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি, ফসল, একাত্তর ফাউন্ডেশন, ধ্রুপদ, ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলামনাই ফোরাম, বুয়েটারিয়ান ইউএসএ ক্যাপিটাল রিজন, বেস্ট, বাইটপো, বাই, বাকোডিসি, বাকডিসি, বাফি, আমরা নারী, আবিয়া, ও আমরা বাঙালি ফাউন্ডেশন।

অনুষ্ঠান উপলক্ষে ‘চেতনায় একুশ’ নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। শহীদ মিনারটি নির্মান করেছেন কচি খান।

হিরন চৌধুরীর পরিকল্পনা এ আবু রুমীর সহযোগিতায় একুশের দলীয় গান ও নৃত্য অনুষ্ঠান ‘২১ শুধু একটি সংখ্যা নয়: মুক্তির মুলমন্ত্র’ দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে। এ ছাড়া একুশের কবিতা পাঠ করেন মিজানুর ভুইয়া, শিল্পী রোজারিওর পরিচালনায় ছোটদের একুশে নৃত্য- আমার মুখের ভাষা, জাফর রহমানের পরিচালনায় একুশের পুথি, এবং শম্পা বনিক এর পরিচালনায় বর্ণমালার প্রজন্ম অনুষ্ঠানগুলিতে দুই প্রজন্মের নৃত্য, গীত ও অভিনয় শিল্পীরা অংশ গ্রহন করেন। অনুষ্ঠানগুলো উপস্থাপনায় ছিলেন ডঃ ফয়সাল কাদের, ফারহানা লিনা ও আতিয়া মেহজাবিন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে মঙ্গোলিয়া ও মেক্সিকোর দলীয় নৃত্য পরিবেশ ছিল নজরকাড়া।

এরপর ডিসি একুশে এলায়েন্সের পক্ষ থেকে ২৩ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অস্থায়ী শহীদ মিনারে ভাষা শহীদের স্মরণে ফুলের তোড়া প্রদানের পর প্রতিটি সংগঠন মহান ভাষাশহীদদের স্মৃতির প্রতি পুষ্পমাল্য অর্পণ করে। বিজ্ঞপ্তি।

আবর্জনা

আবর্জনায় সয়লাব ফুটপাত। অথচ এখানে রয়েছে বাংলাদেশিদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। রয়েছে তাদের সংগঠন জেবিবিএ। আবার পরস্পরবিরোধী কমিটিও আছে। পদ পদবি নিয়ে মামলাও আছে, ব্যয় হচ্ছে সময় ও অর্থ। সম্প্রতি নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ স্ট্রিটে। ছবি : দর্পন কবীর

মিশিগানে ২১'র শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

পার্থ সারথী দেব, *মিশিগান*

২১শে ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহরে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী, আমি কি ভূলিতে পারি' গানটি গেয়ে মিশিগান অঙ্গরাজ্যের হ্যামট্রাম্যাক সিটির অস্থায়ী শহীদ মিনারে উপস্থিত সবাই ৫২'র শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

জানা গেছে, হ্যামট্রাম্যাক সিটির উদ্যোগে স্থানীয় জোসম্যান পার্কে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য অস্থায়ী শহীদ মিনার তৈরি করা হয়। রাত ১২টা বাজার আগ থেকেই প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করে অস্থায়ী শহীদ মিনারে লোকজন আসতে শুরু করেন। বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতরা ছাড়াও অনেক আমেরিকানরাও এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। ৫২'র ভাষাশহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন হ্যামট্রাম্যাক সিটির বর্তমান মেয়র আমির গালিব, প্রাক্তন মেয়র ক্যারন মাজেস্কি, মিশিগান ডিষ্ট্রিক ৪-এর স্টেইট রিপ্রেজেন্টেটিব আব্রাহাম আয়াস, সিটি ম্যানেজার ক্যাথলিন এনজেরারসহ হ্যামট্রাম্যাক সিটির বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কাউন্সিলম্যান। এছাড়া শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন, বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

হ্যামট্রাম্যাক সিটি প্রশাসন, বাংলাদেশ এসোসিয়েসান অব মিশিগান, বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি অব মিশিগান, জালালাবাদ সোসাইটি অব মিশিগান, গোলাপগঞ্জ সমিতি মিশিগান, হবিগঞ্জ জেলা এসোশিয়েসান অব মিশিগান, মিশিগান স্টেট আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল মিশিগান শাখা, মিশিগান মহানগর আওয়ামী লীগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোশিয়েশন অব মিশিগানের সদস্যরাসহ বহু সংগঠনের নেতা, কর্মী ও সদস্যরা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন ও শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন, হ্যামট্রাম্যাক সিটির বর্তমান মেয়র আমির গালিব, প্রাক্তন মেয়র ক্যারন মাজেস্কি, মিশিগান ডিষ্ট্রিক ৪-এর স্টেইট রিপ্রেজেন্টেটিব আব্রাহাম আয়াস, সিটি ম্যানেজার ক্যাথলিন এনজেরার। তাঁরা স্থানীয় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন। শহীদ দিবস পালনে তাঁরা সহযোগিতা করবেন বলে জানান। হ্যামট্র্যাম্যাকে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ এখন প্রক্রিয়াধীন।

হ্যামট্রাম্যাক সিটির অস্থায়ী শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। ছবি: সংগৃহীত

ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ দূতাবাস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করে। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ দূতাবাসে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

উত্তর আমেরিকা অফিস

ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ দূতাবাস যথাযোগ্য মর্যাদায় ২১ শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করেছে। ২১শে ফেব্রুয়ারি রাত ১২টা এক মিনিটে দূতাবাস প্রাঙ্গণে শহীদ মিনারের বেদিতে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম শহীদুল ইসলাম পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়। এ সময় দূতাবাসের কর্মকর্তা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। ভাষাশহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁরা শহীদ মিনারের সামনে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন। বঙ্গবন্ধু কর্নারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

এর আগে দূতাবাসের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে দিবসটির তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর দেয়া বাণী পাঠ করা হয়। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের এবং বাংলাদেশের অব্যাহত সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তৃতায় ১৯৫২ সালের ভাষাশহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এছাড়া তিনি ১৯৪৭ সাল থেকে ভাষা আন্দোলনের সময় অপরিসীম অবদানের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, যা শেষ পর্যন্ত ১৯৭১ সালে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশে নেতৃত্ব দেয়। রাষ্ট্রদূত ইসলাম মানবজাতির মধ্যে জ্ঞান, সংস্কৃতি ও বৈচিত্র্য রক্ষার জন্য বিশ্বের সকল মাতৃভাষা সংরক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে এবং দারিদ্র ও ক্ষুধামুক্ত, শান্তিপূর্ণ, প্রগতিশীল সোনার বাংলা গড়তে আমাদের সকলের অক্লান্ত পরিশ্রম করা উচিত।"

পরে রাষ্ট্রদূত কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে সকালে চ্যান্সারি প্রাঙ্গণের সামনে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করেন। ওয়াশিংটন ডিসি থেকে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস মিনিস্টার এ জেড এম সাজ্জাদ হোসেন স্বাক্ষরিত তথ্যে এসব জানানো হয়েছে।

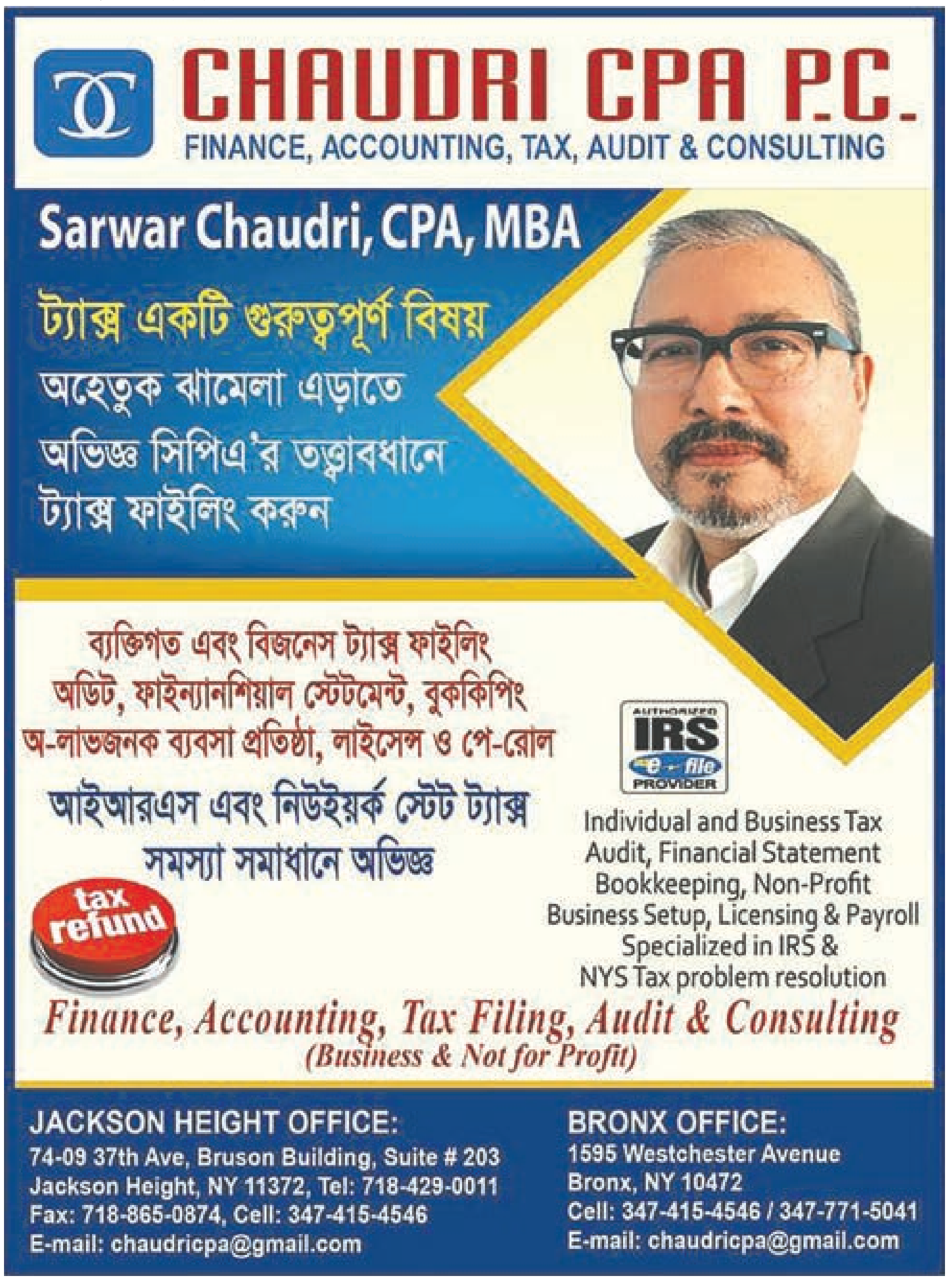

আবৃত্তি দিবস, প্রতি বছরের ফেব্রুয়ারির শেষ শনিবার!

উত্তর আমেরিকা অফিস

‘ঘুচে যাক অন্ধকার আলোর বর্ণমালায়’—এই স্লোগানকে প্রাণে ধারণ করে অনুষ্ঠিত হলো দ্বিতীয় বারের মতো উত্তর আমেরিকা আবৃত্তি উৎসব গত ১৮, ১৯ এবং ২০ ফেব্রুয়ারি।

একক ও দলগতভাবে প্রায় দুইশ আবৃত্তিশিল্পী উৎসবে আবৃত্তি করেন। উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আবৃত্তিশিল্পী ভয়েজ অব আমেরিকার বাংলা সার্ভিসের সাবেক প্রধান ইকবাল বাহার চৌধুরী, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সরকার কবির উদ্দিন ও রোকেয়া হায়দার।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত গুণী পথিকৃতেরা শুভেচ্ছা জানান উত্তর আমেরিকা আবৃত্তি উৎসবের উদ্যোগকে এবং বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে এই আয়োজনের ওপর গুরুত্বারোপ করে বক্তব্য রাখেন। কবি আসাদ চৌধুরী ধারণকৃত বার্তা পাঠিয়ে এ উৎসবের আয়োজনকে স্বাগত জানান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর পরিবেশিত হয় উত্তর আমেরিকার আমন্ত্রিত আবৃত্তিশিল্পীদের পরিবেশনা। শিল্পীরা দর্শকদের মুগ্ধ করে রেখেছেন তাঁদের পরিবেশনা দিয়ে। ‘পেইন্টেড পোয়েমস’ নামক উত্তর আমেরিকাভিত্তিক আবৃত্তি সংগঠনের রম্যনাটক ‘ভূষন্ডীর কাক’ পরিবেশনা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যার রচয়িতা ও নির্দেশক ছিলেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব তাজুল ইমাম।

উল্লেখ্য, উত্তর আমেরিকা আবৃত্তি উৎসবের বিগত এবং এবছরের প্রচ্ছদ দুটিও চিত্রশিল্পী তাজুল ইমামের শিল্পকর্ম। পেইন্টেড পোয়েমস ছাড়াও উৎসবজুড়ে প্রবাসে কহন, আটলান্টা আবৃত্তি চর্চা, অন্যস্বর টরন্টো, বাচনিক, ললিতকণ্ঠ, ক্রান্তি ও কাব্যকণ্ঠসহ মোট ৮টি আবৃত্তি সংগঠন অংশগ্রহণ করে।

‘মায়ের ভাষায় কই কথা’ শিরোনামে দুটি পর্বে শিশুদের পরিবেশনা সবার মন ছুঁয়েছে। উত্তর আমেরিকার এই প্রজন্মের ছোটদের চমৎকার পরিবেশনা ছিল, যা বাংলা ভাষার গৌরবকে বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েকগুণ। কবিদের পর্বে উপস্থিত ছিলেন কবি হাসান মাহমুদ, কবি তাপস গায়েন, কবি গৌতম দত্ত, কবি রুদ্র শংকর, কবি তুষার গায়েন, লেখক সেজান মাহমুদ, ছড়াকার মন্‌জুর কাদের। ২০ তারিখ রোববার রাতে সমাপনী অনুষ্ঠানকে আলোকিত করেন স্বনামধন্য আবৃত্তি ও অভিনয় শিল্পী লুৎফুন নাহার লতা ও বিশিষ্ট সংস্কৃতি কর্মী ও আবৃত্তিশিল্পী মিথুন আহমেদ।

সমাপনী অনুষ্ঠানে উত্তর আমেরিকা আবৃত্তি উৎসবের কর্মীরা আবৃত্তির জন্য একটি দিবস ঘোষণা করেন এবং প্রতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ শনিবারকে আবৃত্তি দিবস হিসাবে পালন করার জন্য বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা আবৃত্তিপ্রেমীদের আহ্বান জানান। এ উপলক্ষে উৎসব আয়োজকদের পক্ষ থেকে একটি ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়।

উৎসবকে বর্নিল করতে আয়োজক নাঈমা সিদ্দিকার সম্পাদনায় একটি দৃষ্টিনন্দন স্মরণিকা প্রকাশিত হয়। তিনদিনের এই উৎসবের মিডিয়া পার্টনার ছিল কানাডার বাংলা টিভি চ্যানেল দেশে বিদেশে।

হিলসাইড অ্যাভিনিউ যেন ‘লিটল বাংলাদেশ’

শেষ পৃষ্ঠার পর

এই কাজের জন্য কোনো কৃতিত্ব নিতে চাই না। আমরা সবাই মিলে এটা করেছি। অবশেষে একটা কাজ হয়েছে এতেই আমি খুশি। আজ আমাদের আনন্দের দিন।

সোমবার দুপুরের পর হিলসাইড অ্যাভিনিউয়ের হোমলোন স্ট্রিট এলাকায় পৌঁছেন কাউন্সিলম্যান জেমস এফ জিনারো। আরও আসেন স্টেট অ্যাসেম্বলিম্যান ডেভিড উইপ্রেন, নিউইয়র্কে নির্বাচিত প্রথম দক্ষিণ এশিয়ান বংশোদ্ভূত স্টেট অ্যাসেম্বলি ওম্যান জেনিফার রাজকুমার, কুইন্স কাউন্টির অ্যাটর্নি জেনারেল মেলিন্ডা কাটজসহ প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা। নিউইয়র্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, ডেপুটি কনসাল জেনারেল নাজমুল হাসানও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্টজনরা। কাউন্সিলম্যান জেমস এফ জিনারো শুরুতেই ভাষা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সবাইকে কিছু সময় নীরব থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ‘আজ আমরা বাংলাদেশকে উদযাপন করছি। নিউইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অবদানকে উদযাপন করছি।’

বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম বলেন, এটি একটি ঐতিহাসিক দিন। নিউইয়র্কের মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরের একটি রাস্তা বাংলাদেশের নামে হওয়া প্রবাসীদের জন্য বড় একটি অর্জন। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। আর কিছুদিন পর দুই দেশ সম্পর্কের ৫০ বছর উদযাপন হবে। এর মধ্য দিয়ে সেই সম্পর্ক আরও এগিয়ে যাবে। জ্যামাইকা এলাকায় প্রায় চার দশক থেকে বসবাস করেন জনসমাজের পরিচিত পেশাজীবী নাসির খান পল। তিনি বলেন, নিউইয়র্কে বাংলাদেশিদের এ এক বড় অর্জন। শুধু সড়কপাশের অংশটুকুই এখন বাংলাদেশের নামে, এমন নয়। পুরো জ্যামাইকা এলাকা বাংলাদেশিদের প্রাধান্যের এলাকা হয়ে উঠেছে।

লেখক সাংবাদিক রওশন হক অনুষ্ঠানে ভুল উচ্চারণে বিদেশিদের দিয়ে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করানোর সমালোচনা করেন। লেখক সাংবাদিক রহমান মাহবুব তাঁর প্রতিক্রিয়ায় জানান, দেশের নামে সড়কের নাম হচ্ছে, এতে আনন্দিত হওয়ার যেমন কারণ রয়েছে। তেমনই কিছু লোকজনের অসৌজন্যের আচরণ রীতিমতো লজ্জার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইসলাম ধর্মে ন্যায় বিচরের গুরুত্ব

শেষ পৃষ্ঠার পর

সংখ্যা কমে যাওয়া। এ রকম অপরাধপ্রবণ সমাজ বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে। এখানে কেউ নিরাপদ থাকে না। তাই মানব সমাজের সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশের জন্য ন্যায়বিচার সবচেয়ে বড় নিয়ামক। অথচ বর্তমান বিশ্বের বেশিরভাগ দেশেই এই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত নেই। এ কারণে দিন দিন অন্যায়-অবিচার ভয়ঙ্করভাবে বাড়ছে।

মহান আল্লাহর বাণী— হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাক্ষী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকো; কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদের ন্যায়বিচার না করতে উদ্বুদ্ধ না করে। আর তোমরা ন্যায়বিচার কর, এটা তাকওয়ার সবচেয়ে নিকটবর্তী আমল (সুরা মায়েদাহ: ৮)। আল্লাহর কাছে বান্দার মর্যাদার যত স্তর রয়েছে, তার মধ্যে তাকওয়া সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ স্তর। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে মর্যাদার অধিকারী হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে বেশি তাকওয়াবান (হুজুরাত)। সেই তাকওয়া অর্জনের সবচেয়ে নিকটবর্তী আমল হিসেবে ন্যায়বিচারকে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে আমরা বুঝতে পারি, আল্লাহর কাছে ন্যায়বিচারের গুরুত্ব কত বেশি! সুরা নাহলের ৯০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ন্যায়পরতা ও সদাচরণের নির্দেশ দিচ্ছেন।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, হে যারা ইমান এনেছ, তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সাক্ষ্যদাতা হিসেবে দৃঢ়ভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারী হও, এমনকি সেই সাক্ষ্য তোমাদের নিজেদের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে গেলেও। যার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে সে ধনী হোক বা গরিব হোক, আল্লাহই উভয়ের সর্বোত্তম অভিভাবক। অতএব তোমরা যাতে ন্যায়বিচার করতে সক্ষম হও, সে জন্য তোমরা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর তোমরা যদি পেঁচানো কথা বলো অথবা সত্যকে এড়িয়ে যাও, তবে মনে রেখো, তোমরা যা কর সে বিষয়ে নিশ্চয় আল্লাহ পুরোপুরি অবগত আছেন’ (সুরা নিসা, আয়াত: ১৩৫)।

ইদানিংকালে বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চলে বা দেশে যারা ক্ষমতায় থাকে, তারা যেন সব অন্যায়-অপরাধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। নিজেদের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করতে অনৈতিকভাবে অন্যায়কারী অপরাধীদের প্রশয় দিয়ে ক্ষমতায় বিভোর থাকতে দেখা যায়। তাদের অন্যায় অপরাধমূলক কাজের জন্য আইনের মুখোমুখী বা বিচারের সম্মুখীন করা হয় না। কখনও লোক দেখানোর জন্য কোন কোন সময় বিচারের সম্মুখীন করা হলেও বিভিন্ন অপকৌশল প্রয়োগ করে তাদেরকে রক্ষা করতে দেখা যায়। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, এসব অন্যায়-অবিচার অমুসলিম দেশগুলোর তুলনায় মুসলিম দেশগুলোতেই বেশি দেখা যায়। নিজেদের মুসলিম ও ইসলামের সেবক দাবি করেও মুসলিম শাসকরা ন্যায়বিচারের প্রতি অবজ্ঞাই প্রদর্শন করছে না, প্রকাশ্যে নিজেদের অন্যায়ের পক্ষে সাফাই গেয়ে চলেছেন; নিজেদের অন্যায় শাসনকে টিকিয়ে রাখতে পরাশক্তিগুলোর তোষামোদি করছেন। অথচ মুসলিম শাসকদেরই হওয়ার কথা ছিল ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মডেল। কারণ তারা তো এমন এক ধর্মের অনুসারী, যার আবির্ভাবই হয়েছে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। যে ইসলামকে তারা নিজেদের জীবন বিধান স্বীকার করে নিয়েছে, তার শিক্ষা যদি তারা যথাযথভাবে গ্রহণ এবং তার ঐতিহ্যকে লালন করা হতো, তবে তারাই আজ অন্যদের ন্যায়বিচারের সবক দিতে পারত; অমুসলিম দেশগুলো তাদের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলতে পারত না। কারণ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দিক থেকে ইসলামই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম।

এটা আল্লাহর দেয়া বিধান। এই বিধানের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে আল্লাহর একত্ববাদকে ভিত্তি করে মানুষের মধ্যে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। এ জন্য আমরা দেখি যখনই আল্লাহর মনোনীত নবী-রাসুলদের অনুপস্থিতিতে মানবসমাজের কোথাও অন্যায়-অবিচার বিস্তার লাভ করেছে, তখনই তিনি সেখানে নবী-রাসুল পাঠিয়েছেন এবং ইসলামকে সেখানে নতুনভাবে উপস্থাপন করে তার একত্ববাদ ও ন্যায়- ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছেন। সর্বশেষ নবী ও রাসুল মুহাম্মাদের (সা.) আগমনের প্রাক্কালে আরব সমাজেও মূর্তি পূজার সঙ্গে সঙ্গে অন্যায় ও জুলুম ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। সে সময়কার অন্যায়-অবিচারের কথা নতুনভাবে বলার প্রয়োজন হয় না। এটা এমন এক সময় ছিল, যা ইতিহাসে ‘আইয়ামে জাহেলিয়াত’ বা অজ্ঞতা ও অন্ধকার যুগ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। সেই অন্ধকার যুগে মহান আল্লাহ মানবজাতির মুক্তির মহান দূত হিসেবে মহানবী মুহাম্মাদের (সা.) আবির্ভাব ঘটান। তার আবির্ভাবের কারণে আরব সমাজ থেকে একই সঙ্গে অন্যায়-অবিচার মূলোৎপাটিত হয়। তিনি অনাচার-অবিচারে ছেয়ে যাওয়া সমাজে ন্যায়-ইনসাফের প্রদীপ হয়ে আগমন করেন। তিনি একটি ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র গঠন করে গোটা আরব সমাজকে ইসলামী চেতনাভিত্তিক ন্যায়বিচার উপহার দেন। সেই রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ন্যায় ও ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ যে ইসলাম তিনি মানুষের সামনে নিয়ে এসেছেন, তার মূল চেতনাই হচ্ছে পৃথিবীতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। মহান আল্লাহ’তালা আমাদের সকলকে ন্যায়বিচারের পথে পরিচালিত করুন। আমিন।

কবিতা প্রতিযোগিতায়

শেষ পৃষ্ঠার পর

ইগনরেন্স অব ক্রনিক ডিজেবিলিটি) এবং ইউনিভার্সিটি অব রচেস্টার স্কুল অব মেডিসিন অ্যান্ড ডেন্ট্রিস্ট্রির কলিন স্নাইডার। প্রতিযোগিতায় পুরস্কার হিসেবে নগদ অর্থ দেয়ার পাশাপাশি মেডিকেল হিউম্যানিটিজ জার্নালে বিজয়ীদের কবিতা প্রকাশ হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রথম বর্ষের ছাত্রী জয়া আহমেদ স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউ ইয়র্কের ‘ডাউনস্টেট হেলথ সায়েন্স ইউনিভার্সিটি’র স্টুডেন্ট বডির প্রেসিডেন্ট। ২০২৫ সালে কোর্স শেষ হওয়া নাগাদ এ দায়িত্বে থাকবেন তিনি। পুরস্কারদাতা ও আয়োজক প্রতিষ্ঠান ‘আলফা ওমেগা আলফা’ নামের ‘ন্যাশনাল মেডিকেল অনার সোসাইটি’ ১৯০২ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি সংগঠন।

শিষ্টাচার না মানা

শেষ পৃষ্ঠার পর

পারে, কিন্তু আগ্রহ থাকা আর লেকচার দেয়া আলাদা জিনিস। তারা যদি কোনো রকম সীমা লঙ্ঘন করে থাকে, অবশ্যই আমরা তাদের সাবধান করে দেব।’ দুই দেশের সম্পর্ক হুমকির মধ্যে পড়ে, এমন আচরণ না করারও পরামর্শ দেন পররাষ্ট্র সচিব।

কাওসার আহমেদ

শেষ পৃষ্ঠার পর

একজন জ্যোতিষী হিসেবেও জনপ্রিয় ছিলেন কাওসার আহমেদ চৌধুরী। ১৯৯৯ সাল থেকে প্রথম আলোর সাপ্তাহিক ক্রোড়পত্র ছুটির দিনে সাপ্তাহিক রাশিফল ‘আপনার রাশি’ লেখা শুরু করেন। তিনি প্রথাগত কোনো জ্যোতিষী ছিলেন না। নিজের লেখা রাশিফলের শুরুতেই তিনি লিখতেন, ‘নিজের ভাগ্য নিজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায় শতকরা ৯০ থেকে ৯৬ ভাগ। বাকিটা ফেট বা নিয়তি।’ রাশিচক্রে ‘নিউমারলজি’ বা ‘সংখ্যা-জ্যোতিষ’ পদ্ধতি প্রয়োগ করতেন তিনি। সৃজনশীল মানুষ হিসেবে কাওসার আহমেদ চৌধুরীর রাশিফল শুধু ভাগ্যগণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সংগীত, কবিতার লাইন, রম্য—নানা কিছু মিলিয়ে একেকটা রাশির কথায় থাকত সাহিত্যগুণ।

১৯৯৯ সালে ছুটির দিনে ক্রোড়পত্রে ‘আপনার রাশিফল’ প্রকাশের পরই পাঠক এটি লুফে নেন। কাওসার আহমেদ চৌধুরীর একমাত্র সন্তান অস্ট্রেলিয়াপ্রবাসী আহমেদ সাফি চৌধুরী ঢাকায় এসে ৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যালিয়াটিভ কেয়ার সেন্টারে তাঁকে ভর্তি করান।

১০ ফেব্রুয়ারি তাঁকে একটা বেসরকারি ক্লিনিকে স্থানান্তর করা হয়। কাওসার আহমেদ চৌধুরীর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সংগীতাঙ্গনে এবং প্রথম আলোর পাঠকমহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। ক্লিনিকে ছুটে আসা সংগীত পরিচালক ফুয়াদ নাসের বাবু বলেন, ‘আমি জীবনে যে কটা গান গেয়েছি, সবই তাঁর লেখা। তাঁর মৃত্যু অপূরণীয় এক ক্ষতি।’ সংগীতায়োজক এজাজ খান স্বপন বলেন, ‘তিনি অনেক কালজয়ী গান লিখেছেন। মানুষের ভালোবাসা পেয়েছেন। কখনও পুরস্কারের পেছনে ছোটেননি।’

বৃদ্ধাশ্রমে সাহায্যের আবেদন

ঢাকার উত্তরখান আপন নিবাস বৃদ্ধাশ্রম। বর্তমানে ৮৮ জন কুড়িয়ে পাওয়া মা আছেন।তারা মোটামুটি মানসিকভাবে অসুস্থ।আপনারা সহযোগিতা করে এই ভালো কাজের শরীক হতে পারেন। যোগাযোগ: শেলিনা ইসলাম, ফোন: ০১১-৮৮-০১৮১৬৭৭৯১৬৩ বিকাশ: ০১৮১৬৭৭৯১৬৩

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি :সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

পাত্রী চাই

সু-প্রতিষ্ঠিত,পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, Green Care Holder, USA থেকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ৫’’৭ ৩৩ বছর পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। যোগাযোগ: 732-595-2602। Email: kanalyst2020@gmail.com

ন্যানী আবশ্যক

জ্যামাইকার পারসনে বেবি সেটিং এর জন্য একজন মধ্য বয়স্ক মহিলা ন্যানী আবশ্যক। ভাল বেতন দেয়া হবে। অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। যোগাযোগ ফাতিমা: 718-974-8892

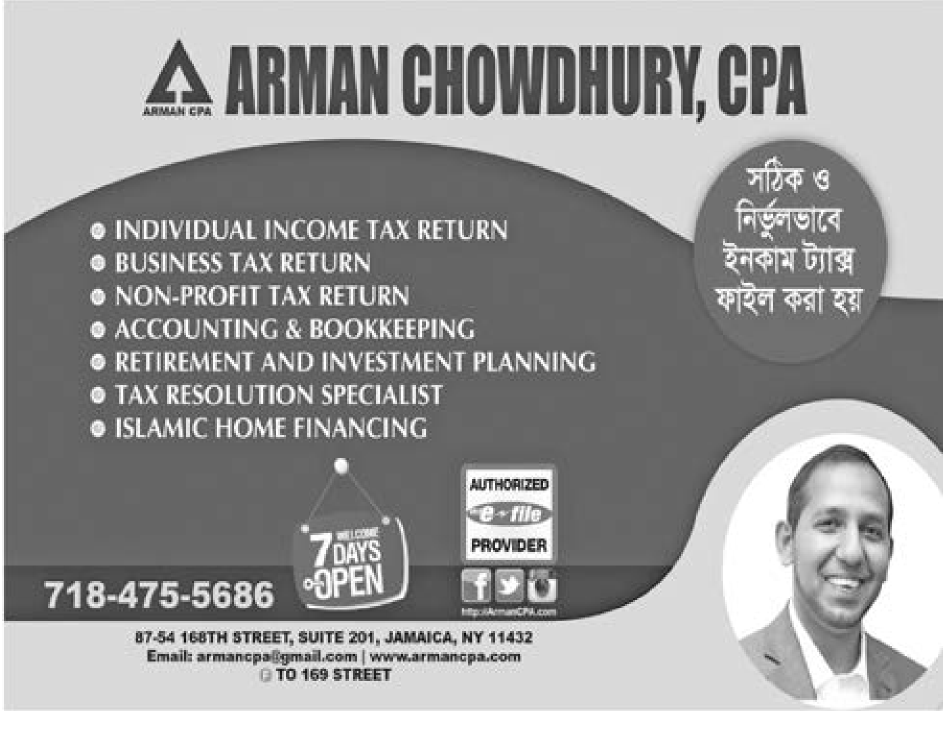

এপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা এ্যাভিনিউতে E F J & LI R R ট্রেনের সন্নিকটে তিন বেড দুই বাথরুম বড় লিভিং রুম ও কিচেনসহ প্রাইভেট হাউসের একটি এ্যাপার্টমেন্ট সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ ৭১৮-৬৯০-৬৭৪৮

বাসা ভাড়া

হিলসাইডের ও পারসন্স বুলোবার্ডের F ট্রেনের এক ব্লকের মধ্যে দুই বেডরুম লিভিংসহ (হিলকৃষ্ট হাই স্কুলের সামনে) বেইসমেন্ট এবং দ্বিতীয় তলায় এক বেডরুম আলাদা কিচেন বাথরুমসহ অতি সত্তর ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ-৩৪৭-২৭৯-৫৪০০

বাসা ভাড়া

লং আইল্যান্ডের মিনিয়োলা এলাকায় বাস ও ট্রেন এর সন্নিকটে একবেডরুম বাসা (দ্বিতীয় তলা)। জানুয়ারি ২০২২ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 347-220-2037

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals
718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

OFFICE SUITS FOR RENT

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্র ৭২ স্ট্রিট ও রুজভেল্ট এভিন্যুর কর্ণারে প্রফেশনাল অফিস সেন্টারে বিভিন্ন সাইজের পৃথক অফিস রুম ভাড়া দেয়া হবে।

Please Contact: **646-641-5348**
Email: DgDesignNYC@gmail.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর** ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

নিউইয়র্কে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় বিশ্বস্ত নাম **আসিফ চৌধুরী**
লাইসেন্সড রিয়েলেটর
(ডিজিট্যাল কার্ডের জন্য ৮৫৩৭৭ নাম্বারে টেক্সট করুন)

যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪১- ৫৩০৮ (সেল)
অফিস: ৭১৮- ২৬২- ০২০৫
ফ্যাক্স: ৭১৮-২৬২- ০২৫৪
ইমেইল: ashif.choudhury@gmail.com

EXIT REALTY PRIME
১৮৯-১০ হিলসাইড আভিন্যু,
সুইট: ই হলিস, এনওয়াই ১১৪২৩
www.EXITPrimeNY.com

PRIVATE TUTORING

GRADE 4 - 12

MATH & ELA | SHSAT | SAT
NY ST EXAM | NY ST REGENTS

EXPERT TUTOR :
+20 YEARS TEACHING EXPERIENCE IN PUBLIC & PRIVATE SCHOOLS IN Sty V , Bronx Sci, Trinity ...

FOR RATE AND MORE DETAIL PLEASE VISIT :

TanvirTutoring.com/privatelesson
833-826-8478

Apartment For Rent

1 Large studio basement apartment for rent, 3734 Paulding Avenue Bronx near 2/5 train. Please call for details-718-809-8979

বাসা ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকা ১৬৪-৬১ ১০৯ এভিনিউ। ৩ বেডরুম,১বাথরুম, লিভিং, ডাইনিং ও কিচেন ২য় তলায়। ফোন: 646-255-0947

রুমমেট চাই

এস্টোরিয়া স্টাইনওয়ের অতি নিকটে একজন অধূমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৭১৮-৬৯৬-৭৫২১

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

ইস্ট নিউইয়র্ক ব্রুকলিন নতুন সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ 347-575-1913

Basement for rent

2 bedroom 1bathroom for rent in 155 street & Sutphin Blvd. Rent $1250. Including wifi & bills.Next to Titash Grocery. No negotiation please. Contact: 929-261-2110

রুমমেট চাই

Jamaica 148 Street 88 Aveতে মনোরম পরিবেশে এপার্টমেন্টে ২ জন অধুমপায়ী নামাজী ব্যাচেলর রুমমেট আবশ্যক। এখন সম্পূর্ণ খালি আছে। লোকেশন: তাজমহল রেস্টুরেন্ট/ কাওরান বাজার এর অপজিটে। এক ব্লকের মধ্যেই F Train. ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: 347-553-4830

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস আপনা বাজারের সামনে এ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ মা মেয়ে সাথের একজন ছাত্রী অথবা কর্মজীবি মহিলার কাছে একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। কিচেন ও বাথরুম শেয়ার করতে হবে। যোগাযোগ: 347-237-3171

House for rent

1 Bedroom apartment in east Elmhurst 100th street & 25th Ave next to La-Guardia Airport. Phone: 9177457249

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলিজের ৯১ এভিনিউ এবং ২১৬ স্ট্রীটে ২ বেডরুম ও লিভিং একটি বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 917-868-9679

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে জন্মগ্রহণকারী বয়স ৩২ ব্যাংকে উচ্চপদে কর্মরত লম্বা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রের বায়োডাটা ছবিসহ যোগাযোগ করুন। mhpatwa@gmail.com

পাত্রী চাই

কানাডিয়ান সিটিজেন, ৪৩ বৎসর বয়সী, ইলেকট্রিক্যাল ডিপ্লোমা -কানাডা, MBA-লন্ডন, Uk & DU, ডিভোর্স পাত্রের জন্য সমমনা পাত্রী চাই। **যোগাযোগ- 13475538417**

পাত্রী চাই

পাত্র সিটিজেন ৫/৬ ইঞ্চি,ধার্মিক মধ্যবিত্ত পরিবারের ধার্মিক হিজাব পড়া সুন্দরী পাত্রী চাই। যোগাযোগ: 929-422-8642

Groom wanted

US citizen,Bangladeshi Muslim girl,35 Optometrist, looking for someone residing in US, 35-38, good education/career. Tel :202-386-5401

Help wanted

Salon/SPA workers $900-$1200 weekly Ayodhay Salon 37-43 76th St, Jackson Heights. 718-433-9616. www.ayodhany.com

Help Wanted

Looking for employee's for an ice cream parlor located at Gaithersburg, MD. looking to hire: CSR, Manager, Ice cream maker and Young/energetic individuals with/without experience. In house training will be available for reliable employees. If anyone is interested contact the following numbers: +1-347-499-9427, +1-917-687-5248

অ্যাটিক ভাড়াঃ

ব্রংক্সের পার্ক চেস্টার এলাকায় জেমেগো সাবওয়ে থেকে মাত্র ২ ব্লকের মধ্যে ১ বেডরুম, ১ বাথরুম, লিভিং, ডাইনিং ও কিচেন স্পেসসহ ভাড়া দেওয়া হবে। ১ ব্লকের মধ্যে মসজিদ, বাংলাদেশী গ্রোসারি, স্কুল।
যোগাযোগ:
347-340-6474

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

যারা বার বার ড্রাইভিং টেস্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।

যোগাযোগ সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাত্রী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১–৪৮৯–৯০১৩**

পাত্রী চাই

কানাডিয়ান সিটিজেন, ৪৩ বৎসর বয়সী, ইলেকটিক্যাল ডিপলমা -কানাডা, MBA-লন্ডন, Uk& DU, ডিভোসী পাএের জন্য সমমনা পাত্রী চাই। যোগাযোগ-14373247008

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত আমেরিকার নাগরিক ৪৮+ বয়সী মুসলিম পাত্রের জন্য মার্জিত, ধার্মিক ৩০-৩৮ বয়সী আমেরিকায় বসবাসকারী পাত্রী চাই। পাত্রের শর্ট-ডিভোর্স আছে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৪৯৬-৬৮৭৯

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

গ্রোসারী বিক্রয়

সম্পূর্ণ চালু অবস্থায় স্টারলিং এভিনিউ ব্রঙ্কস নিউইয়র্ক এর একটি গ্রোসারী স্টোর বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৭৮-২৩০০ (৩.০০-৫.০০)

ক্যাব ড্রাইভার আবশ্যক

ব্র্যান্ড নিউ হাইব্রিড RAV4 এর জন্য ইয়েলো ক্যাব ড্রাইভারের প্রয়োজন.আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য কামাল চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করুন(917)602-8876

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

জ্যাকসন হাইটসের প্রানকেন্দ্রে অবস্থিত কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স কোম্পানীতে ট্যাক্স, একাউন্টিং ও অফিস সহকারি পদে কিছু লোক জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে। অনুগ্রহ করে রিজ্যুমি ইমেইল করুন Karnafullytax@yahoo.com

লোক আবশ্যক

জ্যাকসন হাইসের প্রানকেন্দ্রে সেলভেল ফোনের দোকানে সেলস পার্সন ও টেকনিশিয়ান আবশ্যক। কাজ জানা এবং ইংরেজী জানাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। ভাল বেতন আলোচনা সাপেক্ষে দেয়া হবে। 718-478-8100

অফিস ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে ফার্নিচার, ইন্টারনেট, বিদ্যুৎসহ একটি অফিস ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া: 700 যোগাযোগ: 646-645-9830

রেস্টুরেন্টে লোক আবশ্যক

উডসাইডের একটি বাংলাদেশী রেস্টুরেন্টে কিচেন হেলপার, কাস্টমার সার্ভিস ও ক্লিনার পদে জরুরীভিত্তিতে লোক আবশ্যক। যোগাযোগ-347-792-4704

হাউস কীপার আবশ্যক

জ্যামায়কার হিলসাইড ও ১৬৯ স্ট্রীটে একজন বয়স্ক মহিলাকে সপ্তাহের ৬ দিন দেখাশুনার জন্য একজন অভিজ্ঞ মহিলা হাউস কীপার আবশ্যক। **থাকা-খাওয়া ফ্রি + আকর্ষণীয় বেতন**। দীর্ঘমেয়াদী চিন্তায় বিশ্বাসী শুধুমাত্র সিরিয়াস প্রার্থীগণ কল করুন।
ফোন: **৩৪৭-৪৪৫-৫০৯৩**, ৯১৭-৪৩৫-৯৪১৬

জ্যাকসন হাইটসে প্রিন্টিং স্টোর বিক্রয়

জ্যাকসন হাইটসে অবস্থিত
একটি প্রিন্টিং স্টোর
সম্পূর্ণ চালু অবস্থায় অতিসত্ত্বর
বিক্রয় করা হবে
শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন
Ph: 201-884-0513

আবাকানের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন। ছবি: সংগৃহীত

আবাকানের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

টরোন্টো

উত্তর আমেরিকা অফিস

কানাডায় বাংলাদেশের কৃষিবিদদের সংগঠন আবাকান (Association of Bangladeshi Agriculturists in Canada) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যথাযথ মর্যাদায় পালন করেছে। এ উপলক্ষে ২১ শে ফেব্রুয়ারি রাত ১২.০১ মিনিটে সংগঠনের পক্ষ থেকে টরোন্টোর বাঙালিপাড়া খ্যাত ড্যানফোর্থ এলাকায় নির্মিত শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক প্রদান ও শহীদদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয়।

পুষ্পস্তবক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মো. আসাদুজ্জামান মিলু, কৃষিবিদ ড. প্রশান্ত কুমার সর্দার, কৃষিবিদ জাকারিয়া মো. মহিউদ্দিন, কৃষিবিদ গোলাম আযম চৌধুরি, কৃষিবিদ হাসমত আরা চৌধুরী জুঁই, কৃষিবিদ জিয়াউল আহসান চৌধুরী, কৃষিবিদ এ কে এম গোলাম কিবরিয়া, কৃষিবিদ ড. মো. জিয়াউল হক। এরপর ২১-এর গুরুত্বারোপ করে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এর আগে আবাকান এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্যরা ৩০০০ ড্যানফোরথ এ একত্রিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পুষ্পস্তবক বানানোতে অংশগ্রহণ করেন। কনকনে ঠাণ্ডা উপেক্ষা করে শহীদদের সম্মানার্থে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবার জন্য আবাকান-এর সভাপতি কৃষিবিদ মো. আসাদুজ্জামান মিলু সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের প্রতি তিনি আবাকান-এর পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

বাসা ভাড়া

৩২-৩০ ৮৪ স্ট্রীট ইস্ট এলমহাস্টে এক বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ফোন: ৬৪৬-৪০৬-৯৭৬৫

Apartment for rent

Bronx 3BR/1 Bath Private house 3rd Fl.Near 2 train-Burke ave Buses BX-8,26,28,30,38,39,41& BXM11. Call Kibria (917-335-1097)

বাসা ভাড়া

ইস্ট এলমহাস্ট ৯৯ স্ট্রীট এস্টোরিয়া বুলেভার্ড এর সন্নিকটে নিরিবিলি পরিবেশে দুই রুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 917-361-7815, 347-704-0968

বেসমেন্ট ভাড়া

৯৪-২১ ২১৫ প্লেস, কুইন্স ভিলেজ বেসমেন্ট দুই বেডরুম, কিচেন ও বাথরুম ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৩৬-০২৬৮

বাসা ভাড়া

নর্দান বুলোভার্ড এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮০ স্ট্রীটে সম্পূর্ন রেনোভেটেট দুই বেডরুম কিচেন সাথে লিভিং রুম ফেব্রুয়ারী ১ তারিখ থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 347-580-9330

বাসা ভাড়া

Rockway BLVD 134St (129-12,134St South Ozone Park) এ সম্পূর্ন রেনোভেটেড ৪ বেড, ২ বাথ কিচেন, ডাইনিং, এসিসহ ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৩৮-৯৪৩০

আমেরিকায় নতুন এসেছেন- থেকে যেতে চান; পলেটিক্যাল এসাইলাম করবেন নাকি স্টুডেন্ট, এল১, ই২ ভিসা- কোনটা? এমপ্লয়মেন্ট-বেইজড-গ্রীনকার্ডও আছে। আমাদের সংগে কথা বলুন, বুঝুন আগে সবকিছু- তারপর যা হয় করুন।

বহু বছর যাবৎ আমেরিকায় আছেন কিন্তু নানা জটিলতা বা অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভাল কাগজ বা তথ্যের কারণে আটকে রয়েছে আপনার প্রসেসিং। আপনার প্রয়োজন ওয়ার্ক পারমিট, সোসাল, ট্রাভেল ডকিউমেন্ট। এবং ফাইনালী গ্রীনকার্ড। এরপর সিটিজেনশীপ। যেখানেই সমস্যা সেখানেই সমাধানও।

যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, বি১বি২ বা এফ১এফ২, সি-১ ট্রানজিট বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে ইন্সপেকশন ছাড়া- সব সমস্যারই সমাধান আছে। বিয়ের মাধ্যমে গ্রীনকার্ড পেয়েছেন কিন্তু স্পাউসের অসহযোগিতার কারণে 'কন্ডিশন' রিমোভ করতে পারছেন না, হুমকী খাচ্ছেন! অথবা, সিটিজেন বিয়ে করার পরও নানা কারণে-জটিলতায় গ্রীনকার্ড পাচ্ছেন না। আইন কিন্তু আপনারই পক্ষে, শুধুমাত্র সবকিছু বুঝতে হবে, সমস্যানুযায়ী সমাধান করতে হবে।

বাংলাদেশ থেকে স্পাউস-ভাই-বন্ধু-আত্মীয়কে আমেরিকায় আনতে চাচ্ছেন কিন্তু 'রাস্তা' খুঁজে পাচ্ছেন না! ইংরেজীতে সিটিজেনশীপ পরীক্ষা দিতে পারছেন না, অসুস্থ্য। এসব সমস্যারও সমাধান রয়েছে। ইমিগ্রেশনের প্রতিটি ধাপের প্রতিটি সমস্যা নিয়েই আমরা কাজ করি, সহযোগীতা করি।

নিউ ইয়র্কে রয়েছেন কিন্তু মেডিকেল ইন্সুরেন্স নেই ফ্রি চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন না! আমরা আছি- কোন অসুবিধে নেই। পেয়ে যাবেন ড্রাইভার লাইসেন্সও। ব্যাংক একাউন্ট, নতুন কোম্পানী, নিজের নামে ইআইএন সবই হবে।

আমরা সহযোগীতা করছি। সকল সমস্যারই সমাধান আছে।
কল করুন বা এসএমএস (টেক্সট) করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

জাবি এলামনাই এসোসিয়েশন গঠন

উত্তর আমেরিকা অফিস

জাহাঙ্গীরনগর এলামনাই এসোসিয়েশন অব আমেরিকার (JAAA) ২০২২-২০২৩ বর্ষের কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন শমিত মন্ডল, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন দুররে মাকনুন নবনী, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ।

গত ৫ ফেব্রুয়ারি নিউইয়র্কের একটি রেস্টুরেন্টের পার্টিহলে জাহাঙ্গীরনগর এলামনাই এসোসিয়েশন অব আমেরিকার জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে শমিত মন্ডল সভাপতি এবং দুররে মাকনুন নবনী সাধারন সম্পাদক নির্বাচিত হন। কার্যকরী কমিটিতে সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে মেঘনা পাল, মোহাম্মদ রহমান পলিন, শামিম আরা বেগম, মোহাম্মদ নাসিরুল্লাহ এবং লিটু আনাম। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন আশিষ ঘোষ। সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হন সিব্বির আহমেদ উৎপল এবং হারুন ইবনে রশিদ পাপ্পু। কোষাধ্যক্ষ প্রশান্ত মল্লিক অয়ন এবং এসোসিয়েট কোষাধ্যক্ষ কানিজ ফাতিমা রুমানা এবং সাংস্কৃতিক সম্পাদক শাহরিয়ার কবির এবং সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক রাবেয়া ভূঁইয়া নির্বাচিত হন।

শমিত মন্ডল

দুররে মাকনুন

কার্যকরী সদস্য নির্বাচিত হন যথাক্রমে মারীস্টেলা আহমেদ শ্যামলী, মেহের কবীর, অফ্রোদিতি পান্না, তামান্না শবনম পাপড়ি, সোহেল হোসেন, জহিরুল হক ভূঁইয়া, তানজিল মাহমুদ, রিয়াজুল হায়দার ফয়সাল এবং আজিম উদ্দিন।

উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মনোনীত হন যথাক্রমে একরামুল করিম, সিরাজ উদ্দিন, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আশুতোষ সাহা, মামুন খুরশিদ, মোহাম্মদ কবির কিরন, আকতার আহমেদ রাশা, খালেদ মনির জোসেফ, নাহিদ সুলতানা কলি, মিল্টন জকি, জামিল আতাহার, ফারজানা নাসরিন সাথি, সুজিত পল, হুমায়ুন কবীর, হাবীব রহমান এবং শামীম আল সাইদুজ্জামান।

বিগত কমিটির সাধারণ সম্পাদক লিটু আনাম বলেন, খুব শীঘ্রই জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নবনির্বাচিত কমিটির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর ও শপথ পাঠ করানো হবে।

অ্যাপ স্টোরে ট্রাম্পের ট্রুথ সোশ্যাল চালু

ডেস্ক রিপোর্ট

২০ ফেব্রুয়ারি রোববার সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ 'ট্রুথ সোশ্যাল' অ্যাপলের অ্যাপ স্টোরে চালু হয়েছে। চলতি মাসেই এটি চালু হওয়ার কথা ছিল। অ্যাপল ইনক করপোরেশনের অ্যাপ স্টোরের তালিকা থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রোববার মধ্যরাত পর্যন্ত এই অ্যাপ সহজেই ডাউনলোড করা যাচ্ছিল। তবে যাঁরা আগেই এটি অর্ডার করে রেখেছেন তাঁদের ডিভাইসে এটি ডাউনলোড হয়েছে। কিছু ব্যবহারকারী এই অ্যাপ নিবন্ধন করতে সমস্যায় পড়েছেন। যদিও অ্যাপের পক্ষ থেকে তাঁদের ফিরতি ম্যাসেজে জানানো হয়েছে, এই ট্রুথ সোশ্যালের ব্যাপক চাহিদার কারণে বেশ বড় সংখ্যক ব্যবহারকারীকে অপেক্ষমাণ তালিকায় রাখা হয়েছে।

এর আগে রয়টার্স জানিয়েছিল, পরীক্ষামূলক অবস্থায় শুধু আমন্ত্রিত ব্যক্তিরা এই অ্যাপ ব্যবহার করতে পারবেন। গত বছরের জানুয়ারিতে ক্যাপিটাল হিলে সমর্থকদের হামলার পর ফেসবুক, টুইটারসহ বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিষিদ্ধ করা হয়।

প্যালেস্টাইনি শিশুদের পক্ষে কথা বলে তোপের মুখে ওকাসিও

রহমান মাহবুব

প্যালেস্টাইনের শিশুদের পক্ষে কথা বলায় তোপের মুখে পড়েছেন উদারনৈতিক মার্কিন কংগ্রেসউওম্যান আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও কার্টেজ। নিউইয়র্কের ব্রঙ্কস এবং কুইন্সের একাংশ থেকে নির্বাচিত ওকাসিও গত সপ্তাহে টেক্সাসে এক নির্বাচনি প্রচারণায় বক্তব্য রাখেন। সেখানে তিনি বলেন, আমেরিকার সীমান্তে যেমন শিশুদের খাঁচায় পুরে রাখা অমানবিক। তেমনি ইসরাইলের ওয়েস্ট ব্যাংকে কোনো শিশুও খাঁচায় থাকা অমানবিক।

আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিওর এ বক্তব্যে ক্ষুব্ধ ইহুদীরা। নিউইয়র্কের ইহুদী সংগঠন, কুইন্স জুইস কমিউনিটি কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট মিখায়েল নুসসবাউম বলেন, এ উক্তির মাধ্যমে ওকাসিও ইসরাইলের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ উস্কে দিয়েছেন। তিনি বলেন, একজন জনপ্রতিনিধি যখন এভাবে ইসরাইলকে লক্ষ্য করে কিছু বলেন তখন কুইনসে বসবাসরত ইহুদীদের উদ্বিগ্ন হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে। মিথ্যা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে যখন কোনো জনপ্রতিনিধি এমন কথা বলেন তখন আলোচনা ও গণতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও

তিনি বলেন, আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও কার্টেজের কথা খুবই গুরুত্ব বহন করে। কারণ তিনি মার্কিন ডেমোক্র্যাট পার্টির উদারনৈতিক পক্ষের মুখপাত্র হয়ে উঠেছেন। টেক্সাসের অস্টিনে দেয়া বক্তব্যে ওকাসিও বলেন, সংবাদমাধ্যমসহ সর্বত্র প্যালেস্টাইনকে যেন নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছে। সেন্সর আরোপ করে এ নিয়ে কথা বলা হচ্ছে না। কী ঘটছে, কেউ তেমন কেউ জানেই না।

তিনি বলেন, দ্ব্যার্থহীন কণ্ঠে বলতে চাই আমরা প্যালেস্টাইনের জনগণের পক্ষে, প্যালেস্টাইনের শিশুদের অধিকারের পক্ষে শতভাগ সমর্থন ঘোষণা করছি। জুইস কমিউনিটি কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট মিখায়েল নুসসবাউম বলেছেন যদি ইসরাইল প্যালেস্টাইন নিয়ে আন্তরিক আলোচনা করার ইচ্ছা থাকে তবে তাঁর সংগঠন এমন আলোচনা করতে প্রস্তুত। ইসরাইলকে সমর্থন করার উল্লেখ করে তিনি বলেন ক্রমাগত মিথ্যার বিরুদ্ধে তাঁদের অবস্থান। এমন মিথ্যা বিদ্বেষকে আর ছড়িয়ে দেয় এবং সমাজে ইহুদী বিরোধীটা উস্কে দেয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মিখাইল নুসসবাউম বলেন, যথেষ্ট মিথ্যার বেসাতি হয়েছে। এখন মিথ্যা ছড়ানোর জন্য দায়ী লোকজনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার সময় এসেছে। কংগ্রেসউওম্যান ওকাসিওর অফিস থেকে দেয়া এক বকবয় বলা হয়েছে, মানবাধিকার সংগঠনের রিপোর্টের সূত্র ধরেই তিনি এ বকবয় রেখেছেন। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ নামের মানবাধিকার সংগঠন সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে বলেছে ১০ হাজারের বেশি প্যালেস্টাইনই শিশুর ইসরাইলি নিরাপত্তা রক্ষীদের হাতে আটক অবস্থায় পেয়েছে। এমনকি ২০০০ সালের পর থেকে ইসরাইলি মিলিটারি কোর্টে প্যালেস্টাইনই শিশুদের বিচার ও দণ্ড নিয়ে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিবেদনের সূত্র ধরে বক্তব্য দিয়েছেন বলে ওকাশিওর মুখপাত্র জানান।

ব্ল্যাক হিস্ট্রি মাস উদযাপনে কুইন্স ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নি

মনীষা দত্ত

প্রতিবছর ব্ল্যাক হিস্ট্রি মাস উদযাপন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনেক সময়েই আমরা আমদের উদযাপনে নিজের এলাকা কুইনসে এবং দেশজুড়ে আফ্রিকান আমেরিকানদের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান করতে ভুলে যাই। সমাজে অবদান রাখা নিজেদের এলাকার লোকজনকে সম্মানিত করার সুযোগ একটি বড় বিষয় এবং আমরা তাঁদের কর্মকে স্বীকৃতি প্রদান করে যাব।

ব্ল্যাক হিস্ট্রি মাস উপলক্ষে স্থানীয় লোকজনকে সম্মান জানানোর এক অনুষ্ঠানে কুইন্স ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নি মেলিন্ডা কাটজ এসব কথা বলেছেন। ১৬ ফেব্রুয়ারি বুধবার জামাইকার ব্ল্যাক স্পেকট্রাম থিয়েটারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। গত প্রায় অর্ধশতাব্দী থেকে স্পেকট্রাম থিয়েটার স্থানীয়ভাবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বার্তাবহ উপস্থাপনা নিয়ে কাজ করছে। এমন একটি স্থাপনাকে ব্ল্যাক হিস্ট্রি মাসের উদযাপনের জন্য বেছে নিয়েছিলেন ডিসট্রিক্ট আটর্নি মেলিন্ডা কাটজ। স্থানীয় শিল্পীদের সঙ্গীতে ও নৃত্যে জমজমাট অনুষ্ঠানে বিশেষ অথিতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিটি কাউন্সিল স্পিকার আড্রিয়েন অ্যাডামস এবং মূল বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল এ্যাকশন নেটওয়ার্কের প্রতিষ্ঠাতা, বিশিষ্ট মানবাধিকার নেতা রেভারেন্ড আল শার্পটন। অনুষ্ঠানে "বেস্ট অব কুইন্স" হিসেবে বেশ কয়েকজনকে ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নির পক্ষ থেকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নি ম্যালিন্ডা কাটজ ব্ল্যাক স্পেকট্রাম থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা কার্ল ক্লেকে সম্মাননা স্বীকৃতি প্রদান করেন। ১০৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত এ থিয়েটারটি এরমধ্যেই ৫০ বছর পেরিয়েছে। কুইনসের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে এ থিয়েটার প্রতিষ্ঠান বহুমুখী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজ কর্ম করে আসছে। মানবাধিকার নেতা আল শার্পটন বলেন, আমাদের আগের প্রতিটি প্রজন্মই পরবর্তী প্রজন্মের উৎকৃষ্টতার জন্য কিছু না কিছু দিয়ে গেছে। আমাদের সন্তান ও তাঁদের সন্তানরা ভালো জীবনযাপন করবে। সময় শেষে আমরা কী বলি তার ওপর বিচার হয় না। আমরা কী করি তার ওপরই সবকিছু বিচার হয়।

জামাইকার ব্ল্যাক স্পেকট্রাম থিয়েটারে ব্ল্যাক হিস্ট্রি মাস উদযাপন। ছবি: সংগৃহীত

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

সিটি অব ওয়ারেন কাউন্সিলের অনুমতি

রফিকুল হাসান চৌধুরী, *মিশিগান থেকে*

আমি আমার প্রিয় মাতৃভূমি আর মায়ের ভাষাকে বাংলার গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক বিশ্বের আনাচ-কানাচে ছড়িয়ে দিতে চাই। আমার মেধা, প্রজ্ঞা, মনন, ক্ষেত্র, সুযোগ আর সাহসকে কাজে লাগিয়ে সালাম, রফিক, জব্বারের মতো আত্মত্যাগকারী নাম না জানা বীর শহীদদের বিশ্ব দরবারে পরিচিত করে 'আ-মরি বাংলা ভাষা আর বাঙালি জাতির বীরত্ব' ইতিহাসে স্থান দেয়ার লক্ষ্য নিয়েই আমার আজকের এই পথচলা। সেই সাথে আজকের এই বিরল প্রাপ্তি 'এওয়ার্ড' এবং মিশিগানের ওয়ারেন সিটিতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পালনের স্বীকৃতি প্রদান, শুধু মিশিগান তথা যুক্তরাষ্ট্র নয়, বাংলাদেশসহ গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা বাঙালি আর রাষ্ট্রের জন্য একটি আনন্দ ও গর্বের বিষয়।

বাংলা ভাষার মর্যাদা, আন্তজাতিক মাতৃভাষা পালনের স্বীকৃতি পত্র ও এওয়ার্ড তুলে দেয়া উপলক্ষে মিশিগান সিটি অব হেমট্রামিক কাউন্সিল অফিসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এবং পরবর্তীতে এ প্রতিবেদককে দেয়া এক সাক্ষাতকারে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উৎফুল্লচিত্তে এই কথাগুলো বলছিলেন মিশিগানে বসবাসরত বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত নেত্রী রেবেকা ইসলাম।

রাজ্যের স্টার্লিং হাইটের বাসিন্দা রেবেকা ইসলাম তার সহকর্মী শিমা খানসহ আরও কয়েকজনকে নিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের অনুমতি পেতে সিটি অব ওয়ারেন অফিসে দৌড়ঝাঁপ শুরু করেন। শুরু হয় এ নিয়ে তথ্যপ্রমাণ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পত্র চালাচালি। এর প্রেক্ষিতে সিটি কাউন্সিল অফিস থেকে পত্র মারফত রেবেকা ইসলামকে তাঁর ভাবনা ও দীর্ঘ প্রত্যাশার ফসল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির সিদ্ধান্ত পাস ও তাঁকে এওয়ার্ড প্রদানের বিষয়টি অবহিত করা হয়।

১৮ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২টায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মেয়র জেমস ফুটস রেবেকা ইসলাম ও তাঁর সহায়তাকারী বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত নারী সীমা বেগমের হাতে তুলে দেন ওই দিবস পালনের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিপত্র। সেই সাথে এই বিরল কাজটি করার জন্য রেবেকা ইসলামের দক্ষতা প্রচেষ্টা ও সাহসের ভূয়সী প্রশংসা করে মেয়র জেমস ফুটস তাকে এওয়ার্ডে ভূষিত করেন।

ভাষাশহীদদের প্রতি বাংলাদেশ সোসাইটির শ্রদ্ধা

এস এম সোলায়মান, *নিউইয়র্ক*

নিউইয়র্কে অস্থায়ী শহীদ মিনারে ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালো যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশিদের সর্ববৃহৎ সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি। ২১ শে ফেব্রুযারি সোমবার নিউইয়র্কের এলমার্স্টে নিজস্ব ভবনে নির্মিত অস্থায়ী শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে ও এক মিনিট নিরবতা পালন করে ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান প্রবাসী বাংলাদেশিরা।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার আবদুর রহিম হাওলাদার। প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল ডা. মনিরুল ইসলাম। সোসাইটির সহ-সাধারণ সম্পাদক এমকে জামান এবং কোষাধ্যক্ষ ও কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার মোহাম্মদ আলীর সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সোসাইটির ট্রাস্ট্রি বোর্ড মেম্বার বীর মুক্তিযোদ্ধা সোহরাব সরকার, সাবেক সেক্রেটারি ও ট্রাস্টি বোর্ড মেম্বার একে ফজলে রাব্বী, বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. মাসুদুর হাসান, মূলধারার নেত্রী মাজেদা উদ্দিন, সোসাইটির সাবেক সহ-সভাপতি ফারুক হোসেন মজুমদার প্রমুখ।

আসছে ট্যাক্স প্রিপেয়ারার কোর্স ও ট্যাক্স প্রদানের সফটওয়্যার

উত্তর আমেরিকা অফিস

ট্যাক্স ফাইলিং সহজলভ্য ও নির্ভুল করার লক্ষ্য নিয়ে ট্যাক্স প্রদানের সফটওয়্যার তৈরি করছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আমেরিকান নাগরিক ইকবাল হোসাইন ফেরদৌস। সফটওয়্যারটি দিয়ে সহজেই যে কেউ ঘরে বসে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ট্যাক্স ফাইলিংয়ের যাবতীয় কার্যক্রম করতে পারবে।

বার্ষিক সাবস্ক্রিপশনের মাধ্যমে আমেরিকার যে কোনো সিপিএ, অ্যাকাউন্টেন্ট ফার্ম ও ট্যাক্স প্রিপেয়ারারও ট্যাক্স ফাইল করতে পারবে। ইকবাল বলেন, 'আমরা ইতোমধ্যে এ সফটওয়্যারের ফ্রেমওয়ার্ক সম্পন্ন করেছি। খুব শিগ্‌গির এটিকে বাজারে আনতে পারব বলে আমরা আশা করছি।'

তাছাড়া বর্তমানে কীভাবে ট্যাক্স ফাইলিং করতে হয়, ট্যাক্স রিটার্নের যাবতীয় আইনকানুনসহ সম্পূর্ণ ট্যাক্স প্রিপেয়ারার কোর্স ডিজাইন করছে তার পরিচালিত মিশিগানের হ্যামট্রামিক সিটিতে অবস্থিত ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি নূর ট্যাক্স অ্যান্ড ইমিগ্রেশন। তিনি জানান, 'ট্যাক্স ফাইলিং সফটওয়্যার ও ' ট্যাক্স প্রফেশনাল কোর্স' আমাদের নতুন সংযোজন। যারা ট্যাক্স ইন্ডাস্ট্রিতে ক্যারিয়ার গড়তে ইচ্ছুক তাদের জন্য 'ট্যাক্স প্রিপেয়ারার কোর্স' হবে অত্যন্ত সুবর্ণ সুযোগ।' এ কোর্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা ট্যাক্স ফাইলিং সম্পর্কে খুঁটিনাটি বিষয়ে জানতে পারবে। কোর্সটি সম্পন্ন করলে যে কোনো প্রশিক্ষণার্থীরা অ্যাকাউন্টিং ফার্মে কর্মসংস্থান গড়তে পারবে। তাছাড়া নূর ট্যাক্সের ফ্রাঞ্চাইজি ক্রয়ের মাধ্যমে বছরে লক্ষ্য ডলারের ব্যবসার মালিক হওয়ার সুযোগ রয়েছে।' প্রযুক্তি ও ট্যাক্স ফাইলিং বিষয়ে অভিজ্ঞ এ তরুণ বলেন, 'ট্যাক্স ফাইল করার আগে ভালো ধারণা থাকলে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়িয়ে চলা সম্ভব হয়। আমাদের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সততা, দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের বাংলাদেশি কমিউনিটিদের ট্যাক্স, অ্যাকাউন্টিং ও ইমিগ্রেশনসংক্রান্ত সেবা প্রদান করছি। ট্যাক্স ফাইলিং সম্পর্কে যে কোনো সাহায্যের জন্য নূর ট্যাক্স সব সময় আছে গ্রাহকদের পাশে।'

খুব শিগ্‌গির নূর ট্যাক্স ফ্রাঞ্চাইজি বিক্রি শুরু করবে। বাংলাদেশসহ পুরো বিশ্বের যে কোনো ব্যবসায়ী নূর ট্যাক্সের ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রয়ের মাধ্যমে আমেরিকায় বিনিয়োগ করে আমেরিকার বিনিয়োগকারী ভিসায় গ্রীন কার্ডসহ স্থায়ীভাবে বসবাস ও ব্যবসার সুযোগ পেতে পারেন।

ইকবাল হোসাইন ফেরদৌস

ইনফো কর্নার

অনেক বাধা-বিপত্তি ডিঙিয়ে নানা স্বপ্ন, আশা নিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আমেরিকায় পাড়ি জমান অনেকে। কিন্তু আমেরিকায় আসার কয়েকদিন পর অধিকাংশই বাস্তবতা অনুধাবন করতে পারেন। অনেকেই বুঝতে পারেন, স্বপ্নের দেশ আমেরিকায় টিকে থাকা এত সহজ নয়। এর পেছনে রয়েছে নানাবিধ কারণ। তার মধ্যে ইংরেজি ভাষায় দুর্বলতা, কাজে অদক্ষতা, বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে নিত্যপণ্যের উচ্চ দাম উল্লেখযোগ্য। ফলে অনেকেই নিজে চলতে অথবা পরিবার চালাতে হিমশিম খান। সমস্যা যেমন আছে, তেমনি সব সমস্যার সমাধানও রয়েছে। নতুন আসা বাঙালি অভিবাসীদের অনেকেই মার্কিন সরকারের দেয়া বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অবগত নন। জীবনধারণের জন্য আমেরিকান সরকার খাদ্য, চিকিৎসা, আবাসন, শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে। এ লেখার মাধ্যমে এসব সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করা হবে, যাতে কেউ পর্যাপ্ত তথ্য না জানার কারণে ভোগান্তির শিকার হন। **আসিফ মোক্তাদির**

পারিবারিক আর্থিক সহায়তা

বেকার, কাজ করতে অক্ষম কিংবা পর্যাপ্ত উপার্জন করতে না পারলে নিউইয়র্ক রাজ্যে নগদ অর্থ দিয়ে সহায়তা করার ব্যবস্থা রয়েছে৷ নিউইয়র্ক রাজ্য পারিবারিক সহায়তা বা ফ্যামিলি এসিসস্ট্যান্স (এফএ) নগদ অর্থ দিয়ে সহায়তা প্রদান করে। এ প্রোগ্রামের অধীনে একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ ষাট মাস পর্যন্ত সহায়তা পেতে পারে।

এ প্রোগ্রামের জন্য উপযুক্ত হতে হলে অবশ্যই নিউইয়র্কের বাসিন্দা হতে হবে। এ প্রোগ্রামের জন্য আবেদন করতে হলে 1-800-342-3009 এই নাম্বারে যোগাযোগ করা যাবে।

যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয়বহুল চিকিৎসা খাত

এক্সিওস নামে একটি প্রতিষ্ঠানের জরিপ অনুযায়ী, আমেরিকায় ২০২০ সালে চিকিৎসা খাতে ব্যয় করা হয় প্রায় সাড়ে তিন লাখ কোটি মার্কিন ডলারের উপরে, যা ব্রাজিল, যুক্তরাজ্য, স্পেন, কানাডার মতো দেশগুলোর জিডিপি থেকেও বেশি।

ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট নামে একটি সংগঠন বলছে, পৃথিবীর আর কোন দেশে চিকিৎসা খাতে আমেরিকার চেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করা হয় না। ২০২০ সালে এই খাতে ব্যয় বেড়েছে প্রায় ৯ দশমিক ৭ শতাংশ।

ন্যাশনাল হেলথ এক্সপেনডিচার থেকে প্রকাশিত ২০২০ সালের এক তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় প্রত্যেক নাগরিকের পেছনে চিকিৎসার জন্য বছরে গড়ে প্রায় ১২,৫৩০ ডলার ব্যয় করা হয়। অন্যান্য উন্নত দেশের সঙ্গে তুলনা করলে যা অনেক বেশি। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা সুইজারল্যান্ডে ব্যয় করা হয় প্রায় ৮ হাজার ৯ ডলার।

এরপর যথাক্রমে জার্মানিতে ৫ হাজার ৭২৮ ডলার, সুইডেনে ৫ হাজার ৫১১ ডলার, অষ্ট্রিয়াতে ৫ হাজার ৫৪০ ডলার ব্যয় করা হয়। একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে হয়ত বিভিন্ন খাতে অর্থ ব্যয় করা হয়ে থাকে। তবে আমেরিকায় চিকিৎসা খাতে একজন নাগরিকের পেছনে এই ব্যয় করা অর্থ অন্যান্য উন্নত দেশের সঙ্গে তুলনা করলে অনেক বেশিই বলা যায়।

নিউইয়র্ক পুলিশের ক্যাপ্টেন হলেন মিলাদ খান

রোকেয়া দীপা

বিশ্বের সেরা পুলিশ বাহিনীর অন্যতম নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের (এনওয়াইপিডি) নির্বাহী কর্মকর্তা 'ক্যাপ্টেন' হলেন বৃহত্তর সিলেটের সন্তান মিলাদ খান। সম্প্রতি এনওয়াইপিডির পুলিশ একাডেমিতে জমকালো এক অনুষ্ঠানে পদোন্নতিপ্রাপ্তদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন পুলিশ কমিশনার কীচেন্ট সিওয়েল।

সদ্য পদোন্নতিপ্রাপ্তরা হলেন বাংলাদেশ আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশনের সদস্য মিলাদ খান ক্যাপ্টেন পদে পদোন্নতি পান। এ নিয়ে ৪ জন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ক্যাপ্টেন হলেন। এছাড়া লেফটেন্যান্ট পদে পদোন্নতি পেয়েছেন সার্জেন্ট মাহবুবুর খান সুহেল, হাফিজ রহমান এবং পুলিশ কর্মকর্তা তানবীর চৌধুরী ও পুলিশ কর্মকর্তা সৈয়দ শাহ সার্জেন্ট পদে পদোন্নতি পেয়েছেন।

মৌলভীবাজারের সন্তান লেফটেন্যান্ট মাহবুবুর খান সুহেলের পিতা মরহুম আব্দুল বারী খান বাঙালি কমিউনিটির পরিচিত মুখ এবং সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের নির্বাহী কর্মকর্তার এই পদে এ পর্যন্ত মিলাদ খানসহ চার জন বাংলাদেশি আমেরিকান পদোন্নতি পেলেন।

নিউইয়র্ক পুলিশে বাংলাদেশিদের জয়জয়কার উল্লেখ করে বাপা'র মিডিয়া লিয়াজোঁ ডিটেকটিভ জামিল সারোয়ার জনি জানান, নিউইয়র্ক পুলিশে বাংলাদেশিদের যোগদান বাড়ছে। বর্তমানে চার শতাধিক পুলিশ কর্মকর্তা রয়েছেন এনওয়াইপিডিতে।

তাঁদের মধ্যে চার জন ক্যাপ্টেন, ১৫জন লেফটেন্যান্ট, ৩৫ জন সার্জেন্ট, ১২ জন ডিটেক্টিভ ও অন্যরা অফিসার পদে কর্মরত। এছাড়া ট্রাফিক বিভাগে ম্যানেজার ও সুপাইভাইজারসহ এজেন্ট হিসাবে কর্মরত রয়েছেন আরও সহস্রাধিক। দিন দিন এই সাফল্যে নতুনরা পুলিশে যোগ দিতে উৎসাহ পাচ্ছেন।

বাপার প্রেসিডেন্ট ক্যাপ্টেন কারাম চৌধুরী, ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট এরশাদুর সিদ্দিক, জেনারেল সেক্রেটারি লেফটেন্যান্ট প্রিন্স আলম পদোন্নতিপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

পদোন্নতিপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তারা। ছবি: সংগৃহীত

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এই দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হয় আব্দুল মোমেনের। এ সময় তাঁরা দ্বিপক্ষীয় বিভিন্ন ইস্যুতে আলোচনা করেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এ সময় তারা বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। যাতে দেশের চাহিদার শতকরা ৪০ ভাগ পূরণের জন্য অতিরিক্ত চার হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। বাংলাদেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকিতে থাকা অন্য দেশগুলোর জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে গ্রিন এনার্জি বা পরিবেশবান্ধব জ্বালানিতে উত্তরণে সমর্থন দিতে জি-৭ এর প্রতি আহ্বান জানান মোমেন। যুক্তরাষ্ট্রে কার্যকর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বা মডুলার প্ল্যান্ট সম্পর্কে আলোচনা করেছেন জন কেরি। যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে এসব বিদ্যুৎকেন্দ্র পরীক্ষিত। বৈঠকে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ খাত এবং সৌরশক্তি চালিত সরঞ্জাম পরিচালনায় দক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন আহ্বান করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বনায়ন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন ক্ষমতাসহ বেড়িবাঁধের উচ্চতা ও প্রশস্তকরণের জন্য পরীক্ষিত প্রকল্পে আগ্রহ দেখিয়েছেন জন কেরি।

এসবের উপযোগ্যতা যাচাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনের বিষয় নিশ্চিত করেছেন তিনি। জরুরি হিসেবে জলবায়ু মোকাবিলায় বিজ্ঞানভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণে জন কেরির প্রশংসা করেছেন ড. মোমেন। এ সময় জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকিতে থাকা অন্য দেশগুলোর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সংযুক্তি বৃদ্ধিতে আগ্রহ দেখিয়েছেন জন কেরি।

মার্কিন সরকারের এই দূত বাংলাদেশকে গ্লোবাল মিথেন প্লেজ-এ যুক্ত হতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এর উদ্দেশ্য অন্যান্য খাতের মধ্যে কঠিন বর্জ্য থেকে কার্বন নির্গমণ কমিয়ে আনায় সমর্থন দেয়া। এ ছাড়া বাংলাদেশের র‍্যাবের সাবেক ও বর্তমান সাত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া সাম্প্রতিক নিষেধাজ্ঞা নিয়েও এই দুই নেতা আলোচনা করেন। তাঁদের মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন জার্মানিতে বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূত মো. মোশাররফ হোসেন ভুঁইয়া।

রাজ্যের অনুদানে বাংলাদেশি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংগঠনগুলোর তালিকায় কোনো বাংলাদেশি সংগঠনের নাম খুঁজে পাওয়া যায়নি।

মহামারিতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে পরিচিত এশিয়ান জনসমাজ আমেরিকায়। চায়নিজ, কোরিয়ানসহ যাদের সাধারণভাবে এশিয়ান হিসেবে আমেরিকায় পরিচিতই রয়েছে তাঁদের প্রতি হামলা হয়েছে। মহামারির ফলে এঁরা বিদ্বেষের শিকার হয়েছে বেশি। ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মারাত্মকভাবে। মহামারি-পরবর্তী উদ্ধার কার্যক্রমে ফেডারেল ও রাজ্য তহবিল থেকে এসব ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনকে ব্যাপকভাবে সাহায্য করা হচ্ছে। শুধু চায়নিজ, কোরিয়ান, ভিয়েতনাম, বার্মার লোকজনই নয়; এশীয় লোকজনের মধ্যে কাজ করে এমন সংগঠনগুলোর মাধ্যমে অনুদানের অর্থ দেয়া হচ্ছে। এশিয়ান আমেরিকান ফাউন্ডেশন, কোয়লিশন ফোর এশিয়ান আমেরিকান চিলড্রেন এন্ড ফামিলিজ এবং চাউনিজ আমেরিকান প্লানিং কাউন্সিলের অন্তর্ভুক্ত ৫৯টি সংগঠন কর্মসূচিভিত্তিক অনুদানের অর্থ পাচ্ছে। গভর্নর ক্যাথি হকুল বলেন, রাজ্যের ইতিহাসে এশীয় জনসমাজের উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ করা হচ্ছে। এশিয়ান আমেরিকান ফাউন্ডেশন ৫৯টি সংগঠনের মাধ্যমে বিতরণের জন্য ৬ দশমিক ৮ মিলিয়ন ডলার পাচ্ছে। নগদ এ অনুদান সংগঠনগুলো নানা কল্যাণকর কর্মসূচির মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যয় করবে। অধিকার, দেশি, বার্মিজ কমিউনিটি, স্বপ্ন, আফগান নারী সংগঠন, শিখ কোয়ালিশনসহ নিউইয়র্কের বিভিন্ন নাগরিক সংগঠনের নাম প্রকাশিত তালিকায় দেখা গেলেও কোনো পরিচিত বাংলাদেশি সংগঠনের নাম চোখে পড়েনি। বাংলাদেশি খুব কম সংগঠনই এমন কোনো তহবিল পাওয়ার জন্য আবেদন করেছেন বা কোনো প্রকল্প গ্রহণের প্রক্রিয়ায় আছে কি না, তা জানা যায়নি। স্বদেশী সংগঠনগুলো মূলধারার অর্থ তহবিল বরাদ্দ গ্রহণের জন্য চেষ্টার বদলে নিজেদের মধ্যে মামলা পাল্টা-মামলা করেই সময় ও অর্থ ব্যয় করতে দেখা যায়।

গভর্নর ক্যাথি হকুল বলেন, এ অর্থ বরাদ্দ দিয়ে এশিয়ান জনসমাজের কাছে সঠিক বার্তা দেয়া হচ্ছে। উঠে দাঁড়ানোর প্রয়াসে রাজ্য সঙ্গে আছে এবং থাকবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, মহামারি-পরবর্তী উঠে দাঁড়ানোর জন্য এ জনসমাজ সত্যিকার অর্থেই বর্ধিত সহযোগিতা পাওয়ার দাবিদার।

জাতিসংঘে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠানের বক্তারা যাতে নিজ নিজ মাতৃভাষায় বক্তব্য রাখতে পারেন সেজন্য এই প্রথমবারের মতো জাতিসংঘের ছয়টি অফিশিয়াল ভাষায় গোটা অনুষ্ঠানটি অনুবাদের সুব্যবস্থা রাখা হয়। বাংলাদেশের এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব উইমেনের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের থিম সঙ্গীত-'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী..' একাধিক ভাষায় উপস্থাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানটিতে মরক্কো, এলসালভেদর, স্লোভাকিয়া ও পর্তুগালের সাংস্কৃতিক পরিবেশনাও ছিল মনোমুগ্ধকর। এছাড়া জাতিসংঘ সচিবালয় এবং জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ সভাপতির কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের স্ব স্ব ভাষায় রেকর্ডকৃত বহুভাষিক ভিডিও বার্তা পরিবেশন করা হয় অনুষ্ঠানটিতে। জাতিসংঘ ওয়েব টিভিতে অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

উদ্বোধনী বক্তব্যে জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির ভাষাশহীদদের এবং ভাষা আন্দোলনের পথিকৃৎ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই জাতির পিতার নেতৃত্বে শুরু হয় বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রাম, যার চূড়ান্ত পরিণতি পায় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বিজয়ের মাধ্যমে। মহান ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মার্তভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভের জন্য প্রবাসী কয়েকজন বাংলাদেশিদের উদ্যোগকে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে ইউনেস্কোর মাধ্যমে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'-এর পূর্ণ স্বীকৃতি আদায়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বের কথা স্মরণ করেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। এছাড়া রাজধানী ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগ ও অবদানের কথাও স্মরণ করেন তিনি।

স্প্যানিশ ভাষাভাষী ফ্রেন্ডস্ গ্রুপের সভাপতি হিসেবে জাতিসংঘে নিযুক্ত কোস্টারিকার স্থায়ী প্রতিনিধি এবং ভাষা বিষয়ক এনজিও কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

সাধারণ পরিষদের সভাপতিসহ অন্যান্য বক্তা জাতিসংঘে বহুভাষাবাদ ও মাতৃভাষার প্রচারে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানান। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার অগ্রগতিতে প্রযুক্তির সম্ভাবনাময় ভূমিকা এবং প্রযুক্তিগত বিভাজন দূর করার কথা তুলে ধরেন তারা। নিজ নিজ মাতৃভাষায় কথা বলতে গিয়ে বক্তারা বিলুপ্তির পথে থাকা ভাষার সংরক্ষণের গুরুত্বও তুলে ধরেন। নিউইয়র্ক সফররত স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী জনাব মো. তাজুল ইসলাম এমপি এবং একই মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ অনুষ্ঠানে যোগ দেন। মন্ত্রীর নেতৃত্বে সিনিয়র সচিব ও জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি এবং উপস্থিত মিশনের কর্মকর্তা ও মন্ত্রীর সফরসঙ্গীরা মিশনে স্থাপিত অস্থায়ী শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। অনুষ্ঠানটিতে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ এবং মহান একুশের ভাষাশহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

নিষেধাজ্ঞার পর বন্দুকযুদ্ধ নেই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তারা বলছেন, ভবিষ্যতেও যাতে এমন ঘটনা না ঘটে তা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নিশ্চিত করতে হবে। যদিও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর পক্ষ থেকে ক্রসফায়ার বা বন্দুকযুদ্ধের ঘটনাগুলোকে সন্ত্রাসীদের সঙ্গে গুলিবিনিময়ের ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়। র‍্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আল মঈন বলেন, র‍্যাব কখনোই কাউকে ক্রসফায়ার করে না। অভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে অনেক সময় গুলিবিনিময়ের ঘটনা ঘটে।

পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া) মো. কামরুজ্জামান বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সবসময় একটি নির্দিষ্ট ম্যান্ডেট নিয়ে কাজ করে। মানুষের নিরাপত্তা দিতে গিয়ে কখনো যদি পুলিশ সদস্যরা মৃত্যু ঝুঁকিতে পড়েন তখনই কিন্তু পাল্টা গুলি করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার পর ক্রসফায়ার কমেছে কিনা এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, এটা কোনোভাবেই বলা যাবে না। কারণ পুলিশ সাধারণ নিরাপত্তার জন্য কাজ করে। কোনো ধরনের নিষেধাজ্ঞার কারণে পুলিশের নিয়মিত কার্যক্রমে তো প্রভাব পড়তে পারে না।

মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর তথ্যমতে ২০২১ সালে সারা দেশে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটেছে ৮০টি। এরমধ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক ক্রসফায়ারে নিহত হয়েছেন ৫১ জন। গ্রেপ্তারের আগে ৪৮ জন ও গ্রেপ্তারের পরে ৩ জন। ওই বছর র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-এর সঙ্গে ক্রসফায়ারে ৩০ জন, পুলিশের সঙ্গে ক্রসফায়ারে ৫ জন, গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) সঙ্গে ক্রসফায়ারে ৪ জন এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সঙ্গে ক্রসফায়ারে আরও ১২ জনের মৃত্যু হয়।

সংস্থাটির তথ্য মতে, ২০২০ সালে মোট ২২২ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। এরমধ্যে ক্রসফায়ারে মৃত্যু হয় ১৮৮ জনের। গ্রেপ্তারের আগে ১৪৯ জন ও গ্রেপ্তারের পরে ৩৯ জনের মৃত্যু হয়। ওই বছর র‍্যাবের সঙ্গে ক্রসফায়ারে ৬০ জন, পুলিশের সঙ্গে ক্রসফায়ারে ৯০ জন, ডিবি'র সঙ্গে ক্রসফায়ারে ১৩ জন এবং বিজিবি'র সঙ্গে ক্রসফায়ারে ২৫ জনের মৃত্যু হয়।

২০১৯ সালে মোট বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটেছে ৩৮৮টি। এরমধ্যে ক্রসফায়ারে নিহত হয়েছেন ৩৫৬ জন। গ্রেপ্তারের আগে ২৬৭ জন ও পরে ৮৯ জন। ওই বছর র‍্যাবের সঙ্গে ক্রসফায়ারে ১০১ জন, পুলিশের সঙ্গে ১৭২ জন, ডিবি'র সঙ্গে ৩০ জন, বিজিবি'র সঙ্গে ক্রসফায়ারে ৫১ জন, কোস্টগার্ডের সঙ্গে ক্রসফায়ারে ১ জনের ও জয়েন্ট ফোর্স কর্তৃক ১ জন ক্রসফায়ারের শিকার হন। এর আগে ২০১৮ সালে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হন ৪৬৬ জন। ২০১৭ সালে ১৬২ জন, ২০১৬ সালে ১৯৫ জন ও ২০১৫ সালে ১৯২ জন।

চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন ২ জন। তবে চলতি মাসে কোনো ক্রসফায়ারের ঘটনা ঘটেনি।

আসকে'র তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, ২০২১ সালের জানুয়ারিতে ক্রসফায়ারের ঘটনা ছিল ২টি। ফেব্রুয়ারিতে ৭টি, মার্চে ৩টি, এপ্রিলে ১টি, মে মাসে ৪টি, জুনে ৩টি, জুলাইতে ৬টি, আগস্টে ৫টি, সেপ্টেম্বরে ৩টি, অক্টোবরে ২টি, নভেম্বরে ৭টি ও ডিসেম্বরে ৮টি। তবে ডিসেম্বরের ঘটনাগুলো ১০ই ডিসেম্বরের আগে।

মানবাধিকারকর্মী নূর খান লিটন বলেন, দেশে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডগুলো খুব পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড ছিল। এর দায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কখনই এড়াতে পারে না। যদি প্রকৃতপক্ষে উভয়পক্ষের মধ্যে গোলাগুলি হতো এবং এটা যদি সাজানো নাটক না হতো তাহলে কিন্তু এই হত্যাকাণ্ড এখনো হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু গত ১০ই ডিসেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কতিপয় বাহিনীর সদস্যের বিরুদ্ধে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা দেয়ার পর থেকে কোনো ক্রসফায়ার বা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেনি। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড প্রায় শূন্যের কোঠায়। লিটন বলেন, 'বন্দুকযুদ্ধ, এনকাউন্টারের নামে যে ঘটনাগুলো ঘটছে এটা আসলে ঠাণ্ডা মাথার হত্যাকাণ্ড'। আমরা এজন্য বিচার বিভাগীয় একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন করার দাবি করেছিলাম। তারা বিষয়টি খতিয়ে দেখবে। যারা অপরাধী তাদেরকে চিহ্নিত করুক। মেজর সিনহা হত্যাকাণ্ডের পরে প্রায় দুই থেকে তিন মাস এরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি। পরবর্তীতে যদিও আবারো হয়েছে। ঠিক এখনো এরকম একটি বিরতি চলছে। তাই এখনই বলার সুযোগ নেই এ ধরনের হত্যাকাণ্ড আর ঘটবে না।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ড. শাহদীন মালিক বলেন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড কোনো পরিস্থিতিতেই কাম্য নয়। আমরা দেড় বছর ধরে এটা বন্ধের দাবি জানিয়ে আসছি এবং জড়িতদের এসব অপরাধের জন্য বিচারের কথা বলছি। যে কোনো কারণে সেটা আমাদের নাগরিকদের চাপ, অন্যদের সমালোচনা অথবা কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের চাপে, যেভাবেই হোক বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সেটা আমাদের রাষ্ট্র ও আইনের শাসনের জন্য মঙ্গল।

বিশ্ব নেতৃত্বকে অগ্রাহ্য, রাশিয়ার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

লোক নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে কিয়েভ। ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় দুটি এলাকা, যেখান রাশিয়ার সমর্থনপুষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ২০১৪ সাল থেকে দখল করে আছে তাদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে রাশিয়া এই যুদ্ধের যৌক্তিকতা প্রমাণের চেষ্টা করছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রাশিয়ার এই আচরণ কেবল যে আন্তর্জাতিক আইনের নগ্ন বরখেলাফ তাই নয়, ১৯৯৪ সালের একটি স্মারকের বরখেলাফও। প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে দমানোর চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় শক্ত অবরোধ আরোপ করছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ইউরোপ রাশিয়ার সম্পদ জব্দ করা হচ্ছে। ইউরোপের আর্থিক বাজারে রাশিয়ার ব্যাংকগুলোর সুযোগ বন্ধ করে দেয়া হবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এতে রাশিয়ার ওপর গুরুত্বর ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

এ যুদ্ধের প্রভাব পড়বে আমেরিকার রাজনীতি ও অর্থনীতিতে। আসছে মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের রাজনৈতিক মাশুলের তালিকায় ওপরের দিকে থাকবে এ যুদ্ধ। মার্কিন জনগণের মধ্যে জনমত জরিপ যুদ্ধের বিপক্ষে এবং রাশিয়া-ইউক্রেন ইস্যু যথাযত মোকাবেলা করতে না পারার জনগণের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা বিরাজ করছে। যুদ্ধ নিয়ে ক্লান্ত আমেরিকায় যে কোনো যুদ্ধবিরোধী মনোভাব এখন মানুষের মধ্যে প্রবল। জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে হু হু করে।

বলা হচ্ছে, এ যুদ্ধের ফলে মার্কিন অর্থনীতিতেও অস্থিরতা দেখা দেবে এবং এর রাজনৈতিক মূল্য দেখা যাবে আসছে মধ্যবর্তী নির্বাচনে। ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভের উপকণ্ঠের গোস্তোমেল বিমানঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে রুশ সেনাদের বিরুদ্ধে লড়ছে ইউক্রেনের সেনারা। বৃহস্পতিবার এ তথ্য জানিয়েছেন ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান ভালেরি জালুঝনি। বার্তা সংস্থা এএফপির খবরে বলা হয়, রুশ হামলার শিকার বিমানঘাঁটির অবস্থান কিয়েভের অ্যান্টোনভ বিমানবন্দরের পাশেই।

সেখানে হামলার অর্থ হলো, ইউক্রেনে অভিযানের প্রথম দিনই একেবারে রাজধানী পর্যন্ত পৌঁছে গেছে রুশ সেনারা। ইউক্রেন সংকট নিয়ে বহু দিন ধরেই কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ।

কূটনৈতিকভাবে সংকট সমাধানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর ইউক্রেনে সর্বাত্মক সামরিক অভিযান শুরু করে রাশিয়া। রাজধানী কিয়েভ ছাড়ছে আতঙ্কিত মানুষ। পশ্চিমা দেশগুলো অবশ্য আগেই তাদের নাগরিকদের সরিয়ে নিয়েছে। স্থানীয় সময় বুধবার সামরিক অভিযান শুরুর আগে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনীকে অস্ত্রসমর্পণের আহ্বান জানিয়েছিলেন। আমেরিকান এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের ভিজিটিং ফেলো এবং টাফ্‌টস ইউনিভার্সিটির সহকারী অধ্যাপক ক্রিস্টোফার মিলার বলেছেন, 'আমরা মুদ্রাস্ফীতির একটি নতুন বিস্ফোরণ দেখছি।'

এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ফেডারেল রিজার্ভ ৪০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ মুদ্রাস্ফীতির মুখোমুখি হচ্ছে। ইতিমধ্যে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম ২০১৪ সালের পর সর্বোচ্চ মাত্রায় গিয়ে ঠেকেছে। এটি আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। মনে রাখা দরকার, রাশিয়া হলো বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী দেশ। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে জ্বালানি তেলের দামে যে প্রভাব এরই মধ্যে পড়তে শুরু করেছে, তাতে এই বাজার পরিস্থিতি আরও বাজে আকার ধারণ করতে পারে। রয়েছে অন্য শঙ্কাও। বিশ্বের বৃহত্তম গম সরবরাহকারী দেশ রাশিয়া থেকে বাংলাদেশও গম আমদানি করে। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এক অর্থে শুধু বাংলাদেশ নয়; যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, রাশিয়া ও চীনের মধ্যে কোনো এক বা একাধিককে বেছে নেয়ার ক্ষমতা না রাখা প্রতিটি দেশকেই উলুখাগড়ায় পরিণত করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পিআর ফার্ম নিয়োগ করেছে। বিজিআর নামের একটি প্রতিষ্ঠানকে ২০১৪-১৫ সালে নিয়োগ দেওয়া হয়। সে সময় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বন্ধে বানোয়াট তথ্যের বিরুদ্ধে লিখতে তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়। বিজিআরকে বাদ দেওয়া হচ্ছে কি না? এর উত্তরে আজ এম শাহরিয়ার আলম বলেন, 'না বিজিআরকে বাদ দিচ্ছি না। বিজিআরের মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরার কাজ তারা চালিয়ে যাবে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের বিষয় নিয়ে তথ্য নিয়ে বাংলাদেশে জানাবে।'

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'মার্কিন প্রশাসনের কাঠামোটি ভিন্ন, যা একটি দূতাবাস বা চার-পাঁচ জন কূটনীতিকের পক্ষে পুরো যোগাযোগ করা সম্ভব হয় না। এটিই দেশটিতে সার্বিকভাবে ব্যবহার করা হয়।' প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পররাষ্ট্রসচিব পর্যায়ের বৈঠকের তারিখ নির্ধারিত হয়েছে। বাণিজ্য সম্পর্কিত বৈঠকের জন্য ২৫ মে তারিখ ঠিক করা হয়েছে। বৈঠকটি ওয়াশিংটনে হবে। এ বৈঠকগুলোর মাধ্যমে ভুল বোঝাবুঝি নিয়ে আলোচনা করা যাবে।'

মানবাধিকার ও অন্যান্য ইস্যুতে পশ্চিমা চাপ নিয়ে প্রশ্ন করলে প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম বলেন, 'কোনো চাপ নেই। বরং যোগাযোগ বাড়ছে। আমরা যে বিষয়টি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি, সেটি হচ্ছে বাংলাদেশ নিয়ে ভুল তথ্য, ভুল বোঝাবুঝি এবং বাংলাদেশ বিরোধী কিছু শক্তি বিষয়গুলো ছড়াচ্ছে। সেগুলো দূর করা আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য।'

কাঁটা চামচ বিপত্তি

মোস্তফা তানিম

অনেক অনেক দিন আগের কথা। দেশে ফাইন ডাইনিং রেস্টুরেন্ট বলতে ছিল চাইনিজ। সেখানে কাঁটা চামচ দিয়ে খেতে বেগ পেতে হতো না। যদিও কাঁটা ও ছুরি দুই-ই থাকত, কিন্তু ছুরি ব্যবহার না করলেও চলত। তদুপরি যাদের সঙ্গে যেতাম, তারাও যে খুব অভ্যস্ত ছিল সেও নয়। কাজেই প্রেসার ছিল না। তবে তখনকার দিনে, আলো কম জ্বালিয়ে, ঝকঝকে তরুণ উর্দিপরা ওয়েটার (তরুণী ওয়েট্রেস ছিল বলে মনে পড়ে না, থাকলে চামচ হাত থেকে পড়ে যেত) দিয়ে যেভাবে পরিবেশন করা হতো, তাতে আমাদেরও ভিতরে ঢুকে একটু বনেদি বনেদি লাগতো। এবং কে কী ভুল ধরে ফেলে, সেই আশঙ্কা কিঞ্চিৎ হলেও আমার মনে স্থান পেত। আমেরিকায় এসে প্রথমেই বুঝলাম ফাইন দিনার রেস্টটুরেন্টে গিয়ে পাস্তা খাওয়া কঠিন একটি কাজ। যেটা নুডলসের মতো লম্বা পাস্তা, সেটা। বহু বহু বছর আগের কথা। বিশেষ কিছু একটা উদযাপন করতে সেইন্ট লুইসে অফিসের সবাই মিলে একটা রেস্টুরেন্টে গেলাম। সেখানে আমি এবং আমার পাশে বব বসেছিল। তার সঙ্গে বেশ ভালো খাতির। আমরা একই মেন্যু অর্ডার করলাম। খাবার পরিবেশন করার পরে দেখি এটা আমার সেই ঘাম ছুটে যাওয়া খাবার, লম্বা নুডলসের মতো স্প্যাগেটি পাস্তা।

সামান্য নিয়ে কাঁটা চামচে বাধিয়ে গোল করে মুখে ঢুকিয়ে দিতে হয়, সেটা জানি। কিন্তু এই গোল করার বিষয়টা আমার কাছে খুবই কঠিন। প্রথমত গোল হতে চায় না। দুয়েকটা স্প্যাগেটি লম্বাই থেকে যায়, এবং প্লেটে ঘুরতে থাকে। আবার বেশি ঘুরালে দেখা গেল প্রায় উলের বলের মতো বিরাট একটা গোল হলো, এখন এটা মুখে ঢোকানো যাচ্ছে না। তারপর অবশ্যম্ভাবীভাবে দুই চারটা বেয়ারা পাস্তা মুখ থেকে লম্বা হয়ে ঝুলে থাকবে। সেই বিপদ দেখে মুখের কাছ থেকে চামচ প্লেটে নামিয়ে তাদের শৃঙ্খলায় আনতে গেলে সবার চোখে পড়বে। এবং সহজে কাজটা হবে না। মুখে ঢুকিয়ে ফেললে সমস্যা আরও প্রকট। সুরুৎ করে টেনে নিলে তো একেবারে মার্ডার কেস হয়ে গেল। খেতের খেত। দাঁত দিয়ে কেটে নিয়ে চামচে ফেলে তারপর প্লেটে রাখলে, সেটাও অভদ্রতা। সামনে বব দেখলাম কাঁটা চামচের মাথায় কিছু পাস্তা বিঁধিয়ে স্যুপের চামচটাতে ঠেকা দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিখুঁত গোল বানিয়ে মুখে দিচ্ছে। আমি সে চেষ্টাও করলাম না। কারণ অভ্যাস না থাকায় তাতে আরও বড় কোনো বিপত্তি ঘটবে।

যেই খাবারটায় ভাবলাম স্প্যাগেটি জাতীয় কিছু নেই, সেটাতেই একটা কিছু চলে এলো। সহজে চামচে উঠছে না। এরপর অনেকদিন অফিস থেকে লাঞ্চে গেলে বার্গার অর্ডার দিয়েছি। একবার এন্যুয়াল পার্টি ছিল। একেকজনের একবেলা খাওয়ার জন্য এক দেড়শ' ডলার বরাদ্দ। তারা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না এত দামী রেস্টুরেন্টে এসে আমি স্রেফ বার্গার খাব। অনেক জোরাজুরি করল, আমি বার্গার থেকে নড়লাম না।

হয়ত ভাবছেন, মেন্যু দেখে বুঝতে না পারার কী আছে! এই এক সপ্তাহ আগের ঘটনা বলি। ওয়াশিংটন ডিসিতে আমাদের হেড অফিস। কর্পোরেট ম্যানেজমেন্টের সবাইকে বলা হয়েছে, বড় এক কোম্পানির দুইজন কেউকেটা আসবে মিশিগান থেকে। আমাদের সঙ্গে পার্টনারশিপ করতে চায়। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা শেষে লাঞ্চ হবে। লাঞ্চের পরে আবার কথাবার্তা হবে। তাঁদের দুজনকেই পছন্দ হলো। একজন দুর্দান্ত সুন্দরী এক তরুণী, তাকে দেখলে উচ্চ পদস্থ নয়, বরং মডেল মনে হবে। আরেকজন তরুণ, সেও যে বিলিয়ন ডলার কোম্পানির উপরের সারিতে কাজ করে, বোঝার উপায় নেই। মনে হবে হলিউডের নায়কের ফ্রেন্ড। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে খুশি মনে গেলাম খেতে। অবশ্য এতদিন পর আমি মেন্যু নিয়ে তেমন ভাবি না। এমন কি আমার এটিকেসি নিয়ে কে কী ভাবছে, তা নিয়েও আর শঙ্কিত নই। আর সেটাই হলো পারঙ্গমতার মূল রহস্য।

রেস্টুরেন্টটা কিছুটা চাইনিজ ধাঁচের, তবে ফিউশন বলে মনে হলো। অনেকদিন চাইনিজ খাওয়া হয় না। অরেঞ্জ চিকেন অর্ডার দিলাম। হায় কপাল! জীবনেও দেখিনি সেটা স্প্যাগেটি পাস্তার সঙ্গে আসে! বাটিভর্তি একগাদা লম্বা লম্বা নুডলস, আর তার মাঝে মেশানো অল্প কিছু অরেঞ্জ চিকেন। আমি গজগজ করাতে টেবিলের সবাই বলল, এরকম আমরাও দেখিনি। অন্য কিছুও অর্ডার দিতে গেলে আবার বিশ মিনিটের ধাক্কা, শুধু চিকেনগুলো যতটুকু পারা যায় খেলাম। তবে সেদিন আমার সমস্যা হয়নি। বরং আমার পাশে বসে থাকা সেই "মডেলে"র হাত থেকে কাঁটা চামচ একেবারে মেঝেতে পড়ে গেল। আমি সেটা তুলে দিলাম। স্টেক তেমন খাওয়া হয় না। কিন্তু রেস্টুরেন্টে গেলে সেটাও আরেক খতরনাক। কাঁটা দিয়ে ধরে ছুরি দিয়ে ঘচ ঘচ করে কাটলেন। শেষে এসে দেখা গেল কিছু মাংসের আঁশ বা চর্বি সুতার মতো দুই অংশের মাঝে লেগে আছে। সেটা চিকন হওয়ায় ছুরি দিয়ে কাটছে না। আবার একেবারে প্লেটের উপরে বলে বেশি চাপ দিতে পারছেন না। তাতে বিশ্রী শব্দ হবে। কিছু চর্বি আছে আপনি কেঁচি ছাড়া কাটতেই পারবেন না। সেক্ষেত্রে ছিঁড়তে হবে। ছোট অংশটা কাঁটা দিয়ে ধরে টান দিলে হয়ত ছিঁড়বে, কিন্তু তাতে মাংসের টুকরা ছিটকে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা। এই কাজ আনাড়ি হাতে কখনোই করা যাবে না।

সেদিন এক বন্ধুকে বললাম, কোথাও ট্রেনিং আছে এর জন্যে? সে বলল, চলো প্রতি সপ্তাহে খাই। তুমি খাওয়াবে, তাহলে তোমার রপ্ত হয়ে যাবে। তার নিজের মধ্যে শেখার কোনো আগ্রহ দেখলাম। আমার থেকে যে খুব বনেদী তাও নয়। বাসায় এসে ইউটিউব দেখলাম। "টেবিল ম্যানার্স", "হাউ টু ইট স্প্যাগেটি পাস্তা" এগুলো দিয়ে সার্চ দিতেই মিলিয়ন ভিউয়ের অনেক ভিডিও চলে এলো। ফাইন রেস্টুরেন্ট এটিকেসি। অনেক কিছুই শিখলাম। খাওয়ার সময়টাতে হাত টেবিলের উপরে রাখা যাবে না। হাত রাখতে হবে নিজের পায়ের উপরে। একহাতে খেতে থাকলে আরেকটা হাত থাকবে পায়ের উপরে। এটা হলো আমেরিকার স্টাইল। ইউরপেরটা কিঞ্চিৎ ভিন্ন। দুটোতেই বলা আছে, পিছনে হেলান দেয়া যাবে না, সোজা হয়ে বসতে হবে। ফোন টেবিলের উপরে রাখাটা খারাপ। সব শেষে ন্যাপকিন ভাঁজ করে প্লেটের বাঁ পাশে রাখতে হবে। মেয়েদের হ্যান্ড ব্যাগ কিছুতেই ফ্লোরে রাখা যাবে না। এইসব।

অল্পবিস্তর সবাই হয়ত জানা, কিন্তু ফর্মালি জানতে দোষ কোথায়? তবে সেই কাঁটা দিয়ে কিভাবে নুডলস খাওয়া যায়, বা মাংস কাঁটতে গিয়ে দড়ির মতো একটা খতরনাক চর্বিতে আটকে গেলে কী করতে হবে, তার কোনো উল্লেখ নেই। তবুও ইউটিউবে অনেক কিছুই শিখার আছে। অথচ আমরা ভাবি, কোনো কেলেঙ্কারি ভাইরাল হলেই ইউটিউব বা ফেসবুক এসবে যেতে হয়। কী ভুল, কী ভুল! প্রতি সপ্তাহে শিক্ষামূলক একটি ইউটিউব ভিডিও দেখলেও নিজেকে অনেক পরিবর্তন করা যায়। আরও দেখলাম, এই সমস্যা শুধু আমার নয়। শুধু শুধু এত লজ্জা পাচ্ছিলাম।

অস্কার নমিনেটেড ছায়াছবি "ব্রুকলিন" এ একটা বিষয় ছিল কীভাবে স্পেগেটি, পাস্তা খেতে হয়, তা শেখা। আইরিশ এক মেয়ে একজন ইতালিয়ানদের প্রেমে পড়ে যায়। সে স্পেগেটি পাস্তা খেতে হয় কিভাবে, তা জানত না। ইতালিয়ানের প্রেমে পড়ে তাকে তা শিখতে হয়। এছাড়া দেখলাম ১৯৩৩ এ, প্রায় একশ বছর আগে একজন কিভাবে স্পেগেটি খাওয়া উচিত সেই নিয়ে লিখেছেন, দেশের প্রধান পত্রিকায়।

ছুরি দিয়ে এস্পারাগাস কাটতেও কিন্তু সেই ঝক্কি। প্রথমে বেশি চাপ দিতে হবে, সহজে কাঁটতে চাইবে না। শেষ অংশে গিয়ে চাপ না কমালে হঠাৎ সশব্দে ঠকাস করে ছুরি গিয়ে লাগবে প্লেটে। এটা আসলে হাত দিয়ে ধরে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইর মতো খাওয়ার একটা জিনিস। কিন্তু সে উপায় তো নেই, ফাইন ডাইনিং বলে কথা! আমাদের বাঙালি মানস, পাছে লোকে কিছু বলে। কামিনী রায়ের সেই কবিতা পড়ার পরেও কোনো উন্নতি হয়নি। অনেক কিছু পারি না, জানি না। আবার যা পারি, যা জানি, ওদের অনেকেই তো জানে না! স্রেফ "জানিনারে ভাই" বলে দিলেই হলো। এই সহজ বিষয়টা রপ্ত করা অনেক কঠিন। আর যেদিন সেটা রপ্ত করা যায়, যেদিন নিজের কাছে এবং অন্যের কাছে অকপটে "জানি না" বলা যায়, সেদিন দুনিয়া জোড়া নানান বিষয় শেখার দ্বার অবারিত হয়।

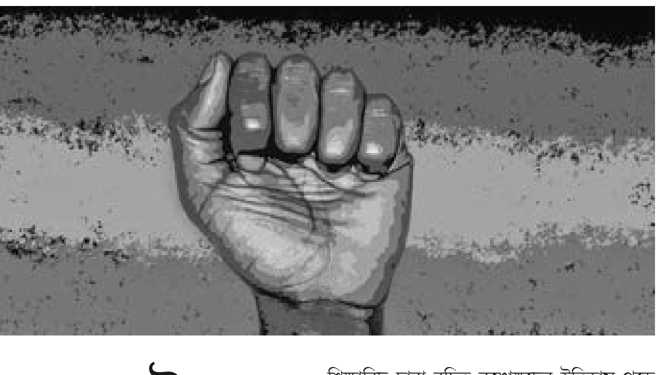

যুক্তরাষ্ট্রে ফেব্রুয়ারি মাসের গুরুত্ব

ড. দিলারা বেগম

প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি মাসকে ব্ল্যাক হিস্ট্রি মাস ঘোষণার মধ্যদিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গ অফ্রিকান-আমেরিকানদের ইতিহাসকে স্মরণ, সংরক্ষণ ও সমন্বিত করা হয়। ১৯১৫ সালে আমেরিকার ইতিহাসবিদ কার্টার জি উডসন এবং তাঁর সহকর্মীরা এ্যাসোসিয়েশন ফর দা স্টাডি অফ নিগ্রো লাইফ অ্যান্ড হিস্ট্রি (এ এস এন এল এইচ এবং পরে এ এস এ এল এইচ) নামে প্রথম ব্ল্যাক হিস্ট্রি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করেন যা সফলভাবে কৃষ্ণাঙ্গ অফ্রিকানদের জীবন-যাপন, দাসত্বের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিশ্ব মানব সমাজের কাছে তুলে ধরে। এ প্রতিষ্ঠানটির সদস্যবৃন্দ কৃষ্ণাঙ্গ অফ্রিকানদের ইতিহাসকে যুক্তরাষ্ট্রে দৃঢ়ভাবে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং ১৯১৫ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে কিন্ডারগার্টেন ও দ্বাদশ শ্রেণীর উপযোগী বেশ কিছু কৃষ্ণাঙ্গ ইতিহাস পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন।

১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে উডসন 'নিগ্রো হিস্ট্রি উইক' ঘোষণা করেন। (ফেব্রুয়ারি মাসকেই নির্ধারণ করা হয়। কারণ উনিশ শতকের শেষ দিকে কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি আব্রাহাম লিংকন এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি ফেড্রিক ডগলাসের জন্মদিন পালন করে এই দুই মহান নেতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হতো)। এই দুই মহন নেতা দাস প্রথার রোহিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭৬ সালে প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ড ব্ল্যাক হিস্ট্রি মাসকে দাপ্তরিকভাবে ঘোষণা করেন। কৃষ্ণাঙ্গ অফ্রিকানদের ইতিহাসকে সংহত করার লক্ষ্যেই উডসন যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার শিক্ষাক্রমের সাথে কৃষ্ণাঙ্গদের ইতিহাসকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করেন। সে সময় তার এ প্রচেষ্টার সূত্র ধরেই পরবর্তীতে ১৯৫৪ সালে ব্রাউন ভারসেস বোর্ড অফ এডুকেসন মামালায় জয়ের পর বেশ কিছু বিদ্যালয়ে কৃষ্ণাঙ্গ গোষ্ঠীর বিদ্যালয়ে অংশ গ্রহণ, ব্ল্যাক স্টাডিজ প্রোগ্রামের উন্নয়ন ও তাদের নিজস্ব পাঠ্য-পুস্তক সোসাল স্টাডিজ কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু এই পাঠক্রমে অনেকাংশে কৃষ্ণাঙ্গ ইতিহাসকে অবজ্ঞা ও ভুল ব্যাখ্যা করা হয়। মনে করা হয় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষাবিদ দ্বারা রচিত কৃষ্ণাঙ্গদের ইতিহাস পড়ে আফ্রিকান ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষাথীরা যথার্থ জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হবে না। যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক অবস্থানে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সাদা-কালো বৈষম্যই সম্পূর্ণ ব্ল্যাক হিস্ট্রি নয়। ঘটনাগুলো ইতিহাসের কিছু অংশ মাত্র। এ সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে ব্ল্যাক হিস্ট্রি ও আমেরিকান হিস্ট্রি। যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষা সংক্রন্ত যতগুলো মামলা হয়েছে এ মামলাগুলোর বিস্তারিত ঘটনাবলী উচ্চশিক্ষায় এডুকেশন শিক্ষাক্রমে ও পাঠক্রমে স্কুল ল আবশ্যিক বিষয় হিসাবে সংযোজন করা হয়েছে। বিষয়ের নামকরণ ও একাডেমিক ক্রেডিট আওয়ার উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী নির্ধারণ করে থাকে। বহু আমেরিকান একমত যে ব্ল্যাক হিস্ট্রির সঠিক ইতিহাস ব্যাপক ও বিস্তৃতভাবে যুক্তরাষ্ট্রে মূলধারার শিক্ষাক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া প্রয়োজন যাতে শিক্ষার্থীরা পদ্ধতিগতভাবে যুক্তরাষ্ট্রে মানুষের সমাজিক অবস্থানে বর্ণবাদের বৈষম্য বুঝতে পারে, বর্ণবাদ বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে দাসপ্রথার বিলপ্তি ঘটিয়ে সাম্য ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যারা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তাদের কথা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করতে পারে এবং আফ্রিকান সংস্কৃতির উন্নত ঐতিহ্যবাহী দিকগুলো জানতে পারে।

২০২১ সালে এক জার্নালে প্রকাশ করা হয় যে ব্ল্যাক হিস্ট্রি আবশ্যিক বিষয় হিসাবে সংযুক্ত করার কোনো ফেডারেল নির্দেশ নেই। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি স্টেটের শিক্ষাবিদগণ ইতিহাস পাঠের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যক্রম তৈরি করেন। যুক্তরাষ্ট্রের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবশ্যক ও ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে আফ্রিকান ইতিহাস সংযোজিত হয়েছে। কিন্তু ব্ল্যাক হিস্ট্রির জাতীয় পাঠক্রম আফ্রিকান হিস্ট্রির উন্নত দিকগুলো আলোকপাত না করে ব্ল্যাক হিস্ট্রির ঘটনাবলীর ওপর বেশি গুরুত্বারোপ করেছে। এতে আফ্রিকান ও অন্যান্য দেশের অভিবাসী শিক্ষার্থীরা আফ্রিকান ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা থেকে বিরত হচ্ছে। শিক্ষাক্রম ও পাঠক্রমে আফ্রিকান ইতিহাসের সংযোজন মানসম্মত নয় এ বিষয়টির সাথে আরও বহু ধরনের বৈষম্য বর্তমানকালেও বিরাজমান। ২০১৬ সালে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশনের এক রিপোর্টে প্রকাশ করা হয়। ২০১১-১২ সালে পাবলিক স্কুলে কৃষ্ণাঙ্গ অধ্যক্ষ সংখ্যা ছিল মাত্র ১০ শতাংশ, যেখনে সাদা আমেরিকানের সংখ্যা ছিল ৮০ শতাংশ।

২০১২-১৩ সালে টিচার এডুকেশন প্রোগ্রমে যারা অংশ গ্রহণ করেছিল এদের একটি বিরাট অংশই ছিল সাদা আমেকিান। বর্তমানে এই নবীন শিক্ষকগণই বর্তমানে বহু প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যলয়ে কর্মরত। থ্রি-কে এবং প্রি-কে শিশুদের জন্য শিক্ষার অবারিত দ্বার উন্মোচন করায় বর্ণবাদ ভেদাভেদ ভেঙ্গে সব বর্ণের শিশুরা যুক্তরাষ্ট্রের শিশু শ্রেণীতে একসারিতে বসে শুধু কৃষ্ণাঙ্গ নয়, বহু জাতির শিশুদের সাথে লেখাপড়া শিখছে।

TLC Insurance

Renewal / Broker Change

প্যানডেমিকের কারণে আমাদের অফিসে আসার প্রয়োজন নেই।
আপনারা অনলাইনেই সব সেবা পেতে পারেন।

Nexar Camera
with Discounted Price on the spot.
সেই সাথে ইন্স্যুরেন্স ডিসকাউন্ট

দীর্ঘ ১২ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায় আমরা আছি আপনাদের সেবায়।

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Class

ব্রোকারেজ চেঞ্জ করতে হলে TLC বা DMV-তে যেতে হয় না।

We Do all forms of Insurance

- আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা
- Auto, Home & Business
- TLC, Car Service, Uber, Black Car
- Restaurant, Grocery & Other Stores
- Construction & Bond
- Food Vendor
- Commercial Van
- Workers Comp.

TDS Insurance Brokerage Corp.

118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310 Fax: 718-483-9311
email: team@tdsinsurance.com

পঠন অত্যাবশ্যক

নাভিদ সালেহ

একটি আধুনিক সভ্যতা বিকাশের কেন্দ্রে রয়েছে জ্ঞানচর্চা। এর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যুদ্ধ শেষের পাঠাগার প্রজ্জ্বলন আর মনীষী নিধনযজ্ঞে। বিজিতদের যেন সংকল্প থাকে প্রতিপক্ষের সত্ত্বার শিরোশ্ছেদ করা; জাতিটির যেন মাথা তুলে দাঁড়াতে বেগ পেতে হয় বিস্তর। ইতিহাসের পাতায় পাতায় এমনি নজির রয়েছে অনেক। ১৯৭১-সালের ১৪ই ডিসেম্বরের বুদ্ধিজীবী নিধনের কথা আপনাদের সকলেরই জানা। অবাক হতে হয় এই জেনে যে ২০৫ খ্রিস্টপূর্বে, অর্থাৎ আজ থেকে চার হাজার বছরেরও আগে, চীনের Qin Dynasty-র বিরুদ্ধে বিপ্লবে জড়িয়ে পড়েন Xiang Yu; Qin রাজবংশকে পরাস্ত করবার পর Xianyang প্রাসাদের পাঠাগারের সকল গ্রন্থ পুড়িয়ে দেন তিনি আর হত্যা করেন রাজসভার পন্ডিত সভাষদদের। হাজার বছরে যুদ্ধের কৌশল পাল্টালেও, একটি জাতি ধ্বংসের হাতিয়ার বদলায়নি একটুকুও! সময়ের পরিক্রমায় এমনটি ঘটেছে বারেবার। প্রাচীন মিশরের আলেক্সান্দ্রিয়া পাঠাগার যেমনি করে ধ্বংস করেছিল রোমান শাসকেরা (প্রথম শতকে), তেমনি নালন্দার সমৃদ্ধ বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক গ্রন্থাবলী বিনাশ করেছিলেন তুরস্কের বখতিয়ার খলজী (এগারো শতকের শেষ দিকে)। ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রচারে সবচেয়ে বড় বাধা হিসেবে নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় প্রজ্জ্বলনের ঘটনাকেই চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে স্প্যানিশ কংকিসতাদর Bishop de Landa-র Yucatan জয়ের সময়ে, যখন তিনি মায়া সভ্যতার অসংখ্য দলিল জ্বালিয়ে দেন (পনের শতকে) আর বলেন: এই Mayan Codice নাকি শয়তানের মিথ্যাচার বৈ আর কিছুই নয়। সময় গড়িয়ে বিংশ শতাব্দীতে এলেও সে একই সংঘটন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে বেলজিয়ামের Leuven বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগার পুড়িয়ে দেয় জার্মানরা আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে পুড়িয়ে দেয় Warsaw আর Poznan শহরের অসংখ্য পাঠাগার। এ যেন জ্ঞান নিধনের বিকৃত, প্রমত্ত উল্লাস। একটি জাতির পুঞ্জীভূত জ্ঞানের বিনাশ না করলে যেন প্রতিহিংসার সবটুকু গরল ঢেলে দেয়া হয় না। জাতিটির দার্শনিক, বিজ্ঞানী, অধ্যাপক, ডাক্তার, প্রকৌশলী, আমলা—অর্থাৎ এর গর্বকে খর্ব করতেই হবে যেন! সামরিক জয় আর সেনা হত্যা যেন তৃপ্ত করে যুদ্ধবাজদের, গণহত্যা এবং মনীষী নিধন হয়ে দাঁড়ায় অনিবার্য। জ্ঞান যদি অপ্রয়োজনীয় হতো, বাড়তি হতো, তবে এর বিনাশের জন্যে কোনো জাতিই এমনি করে উদ্যত হতো না। জ্ঞান আর জ্ঞানী যেমন একান্ত আবশ্যক তেমনি অনিবার্য পঠন আর লেখনও নিতান্ত জরুরী।

মানবজাতির জন্মলগ্ন থেকেই ভাব প্রকাশের প্রয়াসে ভাষার উদ্ভব হয়। কণ্ঠনিঃসৃত ৫০-টির মতো ধ্বনি থেকে তৈরী হয় শব্দ, আর শব্দের গাঁথুনিতে বাঁধা পড়ে ভাবের প্রকাশ। মানুষে-মানুষে মিথষ্ক্রিয়াতে গড়ে ওঠে অবিন্যস্ত pidgin ভাষা, যা পরবর্তী প্রজন্মে সুবিন্যস্ত বা creolized হয় পরিপূর্ন একটি ভাষায়। ভাষাহীন কোনো গোত্রের খোঁজ পাওয়া গেছে বলে আমার জানা নেই। তবে মৌখিক ভাষার জন্ম হবার পরে এর পরিণতির জন্যে প্রয়োজন পড়ে লিখিত স্ক্রিপ্টের। যদিও সুমেরীয় আদি স্ক্রিপ্টের সৃষ্টি সাম্রাজ্যের কর আদায়ের লক্ষ্যে হয়েছিল, উর্বর মানবমস্তিষ্ক এর যথার্থ ব্যবহার করেছে কাব্য রচনায়, দার্শনিক প্রপঞ্চ উপস্থাপনে, আর জীবনমুখী গল্পের বর্ণনাতে। জ্ঞানের সৃষ্টি ও সংরক্ষণ, মানবোন্নয়নের ভিত্তিপ্রস্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে, লিখিত ভাবনাবিন্যাস, অর্থাৎ গ্রন্থিত ভাবনার পঠনে, এবং পঠন-পরবর্তী অনুচিন্তায় নিমগনের প্রকৃত পথ বেঁচে নিয়েছে, এমন জাতির সংখ্যা হাতেগোনা। যে জাতিই এটি করতে সমর্থ হয়েছে তার জয়রথকে রুখতে পারেনি কেউ। সতের শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত, প্রায় কয়েক হাজার বছর ধরে মানবোন্নয়নের কেন্দ্রে অবস্থান করেছে প্রাচ্যের দেশগুলো। সভ্যতার কেন্দ্রে ছিলেন তারা। বিশ্ব অর্থনীতির সিংহভাগ

> ফেব্রুয়ারীর আগুনঝরা এ মাসে তাই আমাদের সংকল্প করতে হবে পঠনের। জাতি হিসেবে এ অভ্যাস আমরা প্রায় হারাতে বসেছি। রাজপথে কোন রিক্সা বা বাস আরোহীকে আজ পড়তে দেখা যায় না।

ছিল তাদেরই নিয়ন্ত্রণে। এর পর, মাত্র এক শতাব্দীর ভেতর, বিজ্ঞানচর্চা আর জ্ঞান অন্বেষণকে কেন্দ্রে রেখে প্রতীচ্যের দেশগুলো অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রকে স্থানান্তরিত করেছে। হাজার বছরের প্রগতির মিছিলকে এক শতাব্দীতে সরিয়ে নেয়া সম্ভব হয়েছে, কেবল জ্ঞানান্বেষণের মাহাত্ম্যে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, এ জ্ঞান সৃষ্টির সূত্রটি তবে কি?

আর্থার শোপেনহাওয়ার "On Reading and Books" শীর্ষক প্রবন্ধে বলছেন যে একটি গ্রন্থপাঠের রয়েছে নানা স্তর। প্রথমবার পঠনে, লেখকের চিন্তার খোঁজ পাবেন কেবল পাঠক। অর্থাৎ, গ্রন্থপাঠ জ্ঞানার্জনের প্রাথমিক স্তর। রচনার পশ্চাতে যে চিন্তা রয়েছে তা লেখক, পাঠকের জন্যে সম্পন্ন করে রেখেছেন। পাঠককে চিন্তার অবকাশ তিনি দেননি। তবে, দ্বিতীয়বার রচনাটি পঠনে, এর অন্তর্গত ভাবটি অনুধাবন করা সম্ভব হবে, যা পাঠকের মনে চিন্তার উদ্রেক করবে। তবে এখানে থেমে গেলে চলবে না। এরপর, ভাবনার চূড়ান্ত স্তরে, পাঠক নিজস্ব চিন্তা থেকে যখন লেখনে মনোনিবেশ করবেন, তখন নতুন জ্ঞানের সঞ্চার ঘটবে। মেঠোপথ যেমন একবার পরিক্রমণে তৈরী হয় না, পদতলে বারবার তৃণদল দলিত হলে তবেই পথের ইঙ্গিত দেখা দেয়, তেমনি মানবজমিন একবার কর্ষণে ভাবনার পদাঙ্ক রেখে যাওয়া অসম্ভব। পঠন, পুণর্বার পঠনই চিন্তা এবং তৎপরবর্তী জ্ঞান তৈরির মূলশর্ত।

তবে যে কোন রচনা পাঠই কি যথার্থ? লেখার মূল্যমান বিচারের কি কোনো প্রয়োজন রয়েছে? শোপেনহাওয়ার বলছেন: উন্নত, কালজয়ী লেখাই কেবল পাঠ করা উচিৎ। নিম্ন মানসম্পন্ন, ভুলেভরা রচনা, মস্তিষ্কে বিষ উদ্গিরণ করে। জীবনে সময় অল্প, তাই কেবল শ্রেষ্ঠ লেখা পঠনেই নিমজ্জিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাঁর ভাষায়: "One can never read too little of bad, or too much of good books: bad books are intellectual poison; they destroy the mind. In order to read what is good one must make it a condition never to read what is bad; for life is short, and both time and strength limited"—"On Reading and Books" in Collected Essays of Arthur Schopenhauer।

ফেব্রুয়ারীর আগুনঝরা এ মাসে তাই আমাদের সংকল্প করতে হবে পঠনের। জাতি হিসেবে এ অভ্যাস আমরা প্রায় হারাতে বসেছি। রাজপথে কোন রিক্সা বা বাস আরোহীকে আজ পড়তে দেখা যায় না। বইমেলাতে প্রকাশিত হয় শত শত ভুলেভরা, প্রায়-চিন্তাশূন্য গ্রন্থ। বাড়ির আসবাবের বাহারে চোখ ধাঁধানো গেলেও, সমস্ত সংসার তন্নতন্ন করে একটি বইয়ের সন্ধান মেলে না। রবিঠাকুরকে আমরা তিরস্কার করি, তাঁকে নজরুলের প্রতিপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করতে কার্পণ্য করি না। অনেকে আবার বাংলা ভাষার, আমাদের মায়ের ভাষার ত্রুটি চিহ্নিত করতে মরিয়া হয়ে পড়েন। একুশ নিয়ে অহংকার নাকি বাড়াবাড়ি, ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিবাদীদের পরাকাষ্ঠা নাকি এটি! ভাষার নাকি ধর্ম আছে! বাংলা শব্দে সন্তানের নামকরণ নাকি হিন্দুয়ানী! বৈশাখের প্রথম দিনে মঙ্গল শোভাযাত্রা আর বটমূলে রবীন্দ্রসংগীতে বর্ষবরণ করলে নাকি ধর্মচ্যুতির কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া যায়। এহেন ক্ষীণ ভাবনার সময় ফুরিয়েছে। বিশ্ব আজ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সন্ধানে ব্যস্ত। জ্ঞানের প্রসার আর নতুন প্রযুক্তির রথযাত্রার পাশে দাঁড়িয়ে কেবল প্রণাম ঠুকবার সময় শেষ। আমাদের ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে হলে, জাতিকে প্রগতির পথে যেতে হলে, এ ভাষাভাষির মানুষকে, এ জাতির সন্তানকে জ্ঞানার্জনে মন দিতে হবে। বাংলায় চিন্তাশীল রচনা আজ একান্তভাবে জরুরী, যা পরবর্তী প্রজন্মে আরেকজন রবীন্দ্রনাথ, আরেকজন নজরুল, আরেকজন মাইকেল, বিদ্যাসাগর, কিংবা জগদীশচন্দ্রের জন্ম দেবে। এ যাত্রার শুরুটুকু অন্তত হোক—জ্ঞান সৃষ্টির আদিসুর, পঠনে মনোনিবেশ করুক বাংলার মেধাবী মানুষ। ভাষার জয় হোক! জয় হোক একুশের!

লেখক পরিচিতি: ড. নাভিদ সালেহ ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস, অস্টিন-এ পরিবেশ প্রকৌশল অনুষদে অধ্যাপনা করছেন।

একুশে বইমেলা

বই সফল মন্ত্র

আসিফ মোক্তাদির

অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২২ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয়েছে লেখক ও গবেষক রউফুল আলমের লেখা বই 'সফল মন্ত্র'। বইটি প্রকাশ করেছে জ্ঞানকোষ প্রকাশনী। এটি তাঁর লেখা তৃতীয় বই। বইটি বইমেলাতে জ্ঞানকোষ প্রকাশনীর ২৯৯-৩০২ নম্বর স্টলে শীঘ্রই পাওয়া যাবে।

রউফুল আলম পেশায় একজন গবেষক। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সি অঙ্গরাজ্যের একটি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে জ্যেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হিসেবে কর্মরত আছেন। কাজ করছেন জটিল জিনগত রোগের ওষুধ আবিষ্কার নিয়ে। তাঁর লেখা 'একটা দেশ যেভাবে দাঁড়ায়' ও 'বাংলাদেশের স্বপ্নচোখ' বেশ পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। স্বপ্ন দেখতে কে না পছন্দ করে? আমরা স্বপ্ন দেখি চাঁদে অবতারণ করার, মহাকাশে ভ্রমণ করার, গুগল, মাইক্রোসফটে চাকরি করার, ভালো উদ্যোক্তা হওয়ার, ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার। স্বপ্নের কোনো শেষ নেই। লেখক রউফুল সফল মন্ত্র বইটি লিখেছেন তরুণদের উদ্দেশ্য করে। আমাদের তরুণদের মধ্যে আছে অপার সম্ভাবনা। তাদের মধ্যে রয়েছে ভালো করার প্রবল ইচ্ছা। কিন্তু তাদের এ সুপ্ত প্রতিভাকে জাগাতে হয়, স্বপ্ন দেখাতে হয়, তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস স্থাপন করতে হয়। এর জন্য প্রয়োজন কিছু মন্ত্রের সাধন। যে মন্ত্রের সাধন আমাদের তরুণদের জাগিয়ে তুলবে, স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে বারুদের মতো ছুটতে সাহায্য করবে।

শুধুমাত্র আত্মবিশ্বাসের অভাবে, ব্যর্থ হওয়ার ভয়ে অনেক তরুণ পিছিয়ে পড়ে। নিজের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পেছনে না ছুটে নিস্তেজ হয়ে বসে থাকে। সঠিক দিক-নির্দেশনা না পেয়ে জীবনে সামনে এগিয়ে যেতে পারে না। লেখক বইটিতে চেষ্টা করেছেন তরুণরা যাতে এ বই পড়ে উজ্জীবিত হয়, স্বপ্ন দেখতে শুরু করে, নিজেকে ছোট মনে না করে অসাধ্য সাধন করার বীজ নিজের মধ্যে বুনতে পারে। ৮৯ বছর বয়সে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করে তাক লাগিয়ে দেওয়া ম্যানফ্রেড স্টেইন কিংবা চার ফুট এগারো ইঞ্চি উচ্চতা নিয়ে মিস্টার ইউনিভার্স হওয়া মনোহর আইচের গল্পের মতো অসংখ্যা গল্প ও বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে লেখক বইজুড়ে তরুণদের উজ্জীবিত করার প্রয়াস চালিয়ে গিয়েছেন। জীবনে সামনে এগিয়ে যাওয়ার, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার নানা কলা-কৌশল ও রসদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

জীবনে কীভাবে সফলতা অর্জন করা যায় সে পথ দেখাতে চেষ্টা করেছেন। তরুণদের চিন্তার জগৎ খুলে দেয়ার, হারানো শক্তি খুঁজে ফিরে তাদের উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছেন। লেখকের বিশ্বাস সঠিক দিক-নির্দেশনা পেলে আমাদের তরুণরা একদিন বিশ্বজয় করবে।

ইতিহাসের সাহসী যোদ্ধা একাত্তরের সাবিহা

প্রণব মজুমদার

একাত্তরের সাবিহা ব্যতিক্রমধর্মী উপন্যাস। বৈচিত্র্যময় আখ্যানে ইতিহাসের সেই দিনগুলোকে একটি মূল্যবান দলিলে রূপ দিয়েছেন কথাসাহিত্যিক মো.রেজাউল করিম। মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তাঁর উপন্যাসটি পড়তে গিয়ে মনে হয়েছে কাল্পনিক চরিত্র সাবিহা পুরুষের চেয়েও বীর, যাঁকে দৃশ্যমান শক্তিশালী নারীই মনে হয়! মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক অধিকাংশ সৃজনকলায় আমরা নারীদের দেখি নির্যাতিতা হিসেবে। কিন্তু উপন্যাসে সাবিহা চরিত্র ব্যতিক্রম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের একমাত্র হল ছিল রোকেয়া। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর থেকেই জগন্নাথ হল, ইকবাল হলের স্বাধীনতাকামী ছাত্রদের মতো রোকেয়া হলের ছাত্রীরাও বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে ডামি রাইফেল নিয়ে শত্রু মোকাবিলার প্রশিক্ষণে ছিল। ২৫ মার্চ গণহত্যার রাতে অন্যতম টার্গেট ছিল রোকেয়া হল। সেই ভাষণের পর বড় একটা বিপদের আশংকায় হল ত্যাগ করেছিল প্রায় সব ছাত্রী। কিন্তু মুক্তির লক্ষ্যে যুদ্ধযাত্রায় ৭ ছাত্রী হলেই থেকে যায়। গণহত্যার তাণ্ডব শুরুর পরপরই হল প্রভোস্টের নির্দেশে গভীর রাতে হাউস টিউটর অধ্যাপক সাহেরা খাতুন হলে অবস্থানরত ৭ ছাত্রীকে নিজ কোয়ার্টারের স্টোররুমে লুকিয়ে রাখেন। এতে বাইরে তালা আটকে দরজার সামনে মালামাল এমনভাবে রাখেন যেন কেউ দেখলে মনে হবে দরজাটি দীর্ঘদিন অব্যবহৃত। ছাত্রীদের না পেয়ে পাকিস্তানী সেনারা হলের কর্মচারি কোয়ার্টারে নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায়। কর্মচারি ও তাদের পরিবারের সদস্যসহ ৪৫ জন নিহত হয়। ২৬ মার্চ ঢাকা শহরে ছিল কারফিউ। পরদিন কারফিউ শিথিল করা হলে ছাত্রীরা হলের পেছন দিকে দিয়ে বেরিয়ে পড়েন। ওই ৭ জনের কেউ কেউ সীমান্তের ওপারে গিয়ে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেন। কেউ বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতালে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবায় নিয়োজিত হন। তাঁদের একজন সাবিহা! ঘটনাক্রমে তাঁকে কুষ্টিয়া জেলা সামরিক আইন প্রশাসকের কার্যালয়ে টাইপিস্টের চাকরি নিতে হয়। তিনি সুযোগ কাজে লাগান মুক্তিবাহিনীর জন্য, গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের মতো দুঃসাহসী কাজে। তাঁর দেয়া তথ্যে কুষ্টিয়াতে সংঘটিত ছোট বড় অনেক যুদ্ধে পাকিস্তানী বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। প্রতিটি তথ্যপাচারের ঘটনাই ছিল শ্বাসরুদ্ধকর। উপন্যাসের একপর্যায়ে সাবিহা তাঁর পরিচয় সংকট অনুভব করেন। মুক্তিযোদ্ধা ইউনিটের গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করে তিনি গোপনে কিন্তু প্রকাশ্যে সাবিহা ছিলেন পাকিস্তানী বাহিনী অফিস কর্মচারি। দেশ স্বাধীন হলে মুক্তিবাহিনী তাঁকে পাকিস্তানী দালাল ভেবে মেরে ফেলবে, আর সত্যটা জানলে পাকিস্তানীদের কাছে নির্যাতিত হবে। এই দোটানায় তাঁকে বেশ ভাবায়! কাহিনীর বিস্তারে কুষ্টিয়া চূড়ান্ত যুদ্ধের আগেই সাবিহা ৭ ডিসেম্বর ধরা পড়েন।

অফিসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা অপারেশনাল কমান্ডার মেজর মিশ্র যুদ্ধের শুরুর দিকেই সাবিহার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে। মিশ্র ভেবেছিল, বাঙালিদের বিদ্রোহ অচিরেই দমন করা যাবে। এর পরে সে সাবিহার সঙ্গে পরিণয়ে আবদ্ধ হবে। মুক্তিযুদ্ধে কুষ্টিয়ার সে ঘটনাবহুল দিনগুলো নিয়ে এগিয়েছে উপন্যাসের আখ্যান।

সহজ শব্দে নীতিদীর্ঘ বাক্য ব্যবহারে বেশ কথাশিল্পী মো. রেজাউল করিম সংলাপ ও বর্ণনায় আরবি, ফারসি ও উর্দু শব্দ ব্যবহারে উপন্যাসের শরীরকে উপযুক্ত মাত্রা দিয়েছেন। রচনা শেষে তথ্য সংগ্রহের কৃতজ্ঞতা বোধ প্রশংসনীয় যা সৃজনশীল মৌলিক রচনায় খুব একটা দেখা যায় না। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে শিল্প সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র কুষ্টিয়া জেলায় লেখকের জন্ম, লেখালেখি কিশোর বয়স থেকেই। ছোট ও বড়দের উপযোগী গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণগদ্য, প্রবন্ধ ও কবিতা সৃজনে মনস্ক লেখকের গ্রন্থের সংখ্যা মাত্র ১৫টি। তবে প্রকাশের কার্যক্রম শুরু ৯ বছর আগে। ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞানে সম্মানসহ স্নাতকোত্তর প্রজ্ঞাবান উন্নয়ন পরামর্শকের নিরলস সাধনা লেখালেখি ও গবেষণায়। তাঁর নিমগ্ন একনিষ্ঠতা রয়েছে যা রচনায় পরিস্ফুট। ২৩২ পৃষ্ঠা সংখ্যার একাত্তরের সাবিহা উপন্যাসের প্রকাশক জলধি, ঢাকা। কাব্য কারিমের শৈল্পিক তুলির আঁচড়ও বইটিকে উজ্জ্বল করেছে। গ্রন্থ মূল্য ৩৫০ টাকা।

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার

স্থান পরিবর্তন

অফিসঃ ৩৭-২৯, ৭২ স্ট্রিট
১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা সহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোনঃ ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

জান্নাত ফার্মেসি

(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)
GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন বুলবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত

আস্-সালাম ফার্মের্সি

(সাটফিন বুলভাড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ, জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SE CI

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে Sonali Exchange এর Apps টি

- ✓ যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- ✓ সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- ✓ সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- ✓ বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- ✓ যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় অতি দ্রুত।
- ✓ ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়।
লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

শ্রী অরবিন্দের কবিতার অনুবাদ

নীলপাখি

পারমিতা ভৌমিক

আদিগন্ত নীলের স্বর্গে আমি বিহঙ্গম
গান গাই মধুময় আপন ভূমায়
সঙ্গীত মাধুর্যে তুষি তোমার শ্রবণ
ও পরম, ও প্রিয়, অনন্তকারণ!
নির্ভার ডানায় মাখি চির-আলিঙ্গন।
অশোক আকাশে পাই মুক্তি-উড়ান
মরণের বিহ্বল ধুলোশয্যা ফেলে
সবুজ মাটিতে তবু অগ্নিবীজ ঢালি
সুদূরের বরাসন ভুলে!
ভুলে যাই ডেকেছে জীবন
মিশি তবু অলীক আলোয়
চিরন্তনের মুখে দেখি স্বপ্নমায়া
তাতে আঁকা তোমারই করুণা-ছায়া।
পদ্মারাগ-চোখে মাপি এ বিশ্বভুবন
আলোয় আসন পাতি শান্ত সমর্পণ
আনন্দ নন্দনে ফোটে স্নিগ্ধ পারিজাত
সহোদরা মন্দাকিনীর নতুন প্রভাত।
আমার নিভৃতে আজ অগোপন সব
অনিকেত মন তাই মত্ত বিভোল
আমি শুধু গান গাই মরমী রভসে
দূরান্ত-বিহারী এক পরম পাগল।

মানুষ ও মেঘ, বৃষ্টিদিনে

আলী সিদ্দিকী

তোমার পাখা নেই, মানুষের থাকে না-
হাওয়া তবু তোমার উপর ভর করে ওড়ে।
কান কথা-কানে দেয়া কথামৃত-
নড়ে যায় কলকব্জা
মগজ আর মননের
আলগোছে হয়ে যাও সব বিস্মৃত।

ঘরবাড়ি নেই মেঘের, মানুষের আছে-
মেঘের সন্তান বৃষ্টিরা ভূখন্ডে ঝরঝর ঝরে।
বৃষ্টির গান-জীবনমহিমা বন্দনা-
উষ্ণীষ কোমল মন
প্রণয়ে আর বিরহে
বৃষ্টিদিনে মানুষ ও মেঘ আনমনা।

পাখা নেই মানুষের, মেঘের আছে উড়ালভঙ্গি
মানুষের মন হয় ছুটন্ত মেঘেদের অচেনা সঙ্গী।

তোমার সংক্রমণে

সজল আশফাক

হাতে এখন অখণ্ড অবসর।
তোমার কাছে আছে কি,
তেমন কোনো পোষ মানানো
ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া?
পাঠিয়ে দিও তবে তা
একলা থাকার চেয়ে না হয়,
কাটুক প্রহর তোমার প্রখর
সংক্রমণে!

চিনুকহাওয়া

রাবাত রেজা নূর

চুলের ঘ্রাণ। চাঁদভাঙা জোৎস্নার আলপথ ধরে হেঁটে আসে
নিস্বাস মেঘ; মেঘবিজ্ঞানের সমস্ত সূত্র ভেঙে।
হুড়মুড় করে নেমে আসে বালকবৃষ্টির মত অজস্র তুহিন।
আমরা কতিপয় আনাড়ি বালক, ভিজি;
ঠোঁট ভেঙে ঝরে পড়ে রক্তগোলাপ।
শীতলতার সব সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে কালসাপ, দংশায়
আমরা চিৎকার করে উঠি; বেঁচেও পাথর হয়ে আছি যারা।
তোমার কাছ থেকে আর কতদূর যাব?
মৃত্যু থেকে কতদূর যায় যাওয়া...?
বরফের যুগ ঘুরে-ঘুরে, চিরকাল বয়ে গেছে
চিনুকহাওয়া।

শ্যামাপদ

স্বপন বিশ্বাস

একটা অদ্ভুত শব্দ শুনে মাঝারাতে ঘুম ভেঙে যায় অন্নদা বাবুর। সাঁঝের বেলা বৃষ্টি হয়েছে। বাতাসে সোঁদা মাটির গন্ধ ভেসে আসছে। বাইরে ছোপ ছোপ অন্ধকার। তার ভেতরে গোলাঘরের পাশ থেকে একটা ছায়া সরে যায়। ভুলু কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে ডেকে ওঠে। আলো জ্বালতেই দেখে গোলাঘরের পাশে একটা বস্তা পড়ে আছে। চোরে গোলাঘর ছিদ্র করে ধান বের করছিল। অন্নদাবাবু বাড়ির সবাইকে ডেকে তুললেন। বাড়িতে চোর ঢুকেছে। করুণাময়ী বাইরে বেরিয়ে বলল, চোরটা কানা নাকি! বারান্দায় চিড়ার ধান

ভেজানো আছে। তা না নিয়ে গোলাঘর ছিদ্র করতে গেছে। অন্নদা বাবু বলল, এ তোমার ওই শ্যামাপদর কাজ। ওই গাধাটা ছাড়া একাজ আর কে করবে। তোমরা সবাই মিলে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে চোরটাকে মাথায় তুলেছো। কাল ওটাকে ধরে এনে দড়ি দিয়ে বেঁধে পেটাবো। করুণাময়ী বললেন, চোরে কিছু চুরি তো আর করতে পারেনি। অযথা মাথা গরম করছ কেন? এখন হইচই না করে ঘুমোও।

শ্যামাপদ ঘরের পেছনে কচুক্ষেতে বসে সবার কথা শুনছিল। চুরি করা তার নেশা। চুরি না করলে রাতে ঘুম আসে না। বেশ কয়েকবার জেল খেটেছে। মানুষের হাতে হরহামেশা মার খায়। গ্রামের কারো কিছু হারালেই শ্যামাপদ চোর। চুরির জিনিস হজম করার মত বুদ্ধিও তার নেই। মিথ্যা কথা বেশি সময় টিকিয়ে রাখতে পারে না। কয়েকটা প্রশ্ন করলেই সত্য কথাটা বেরিয়ে আসে। কখনও কখনও নিজের থেকেই স্বীকার করে ফেলে চুরির কথা। অপবাদ সইতে না পেরে বউটা ভেগেছে। তারপর গ্রামের সবাই মিলে ধরে রেণু বোষ্টমীর সাথে বিয়ে দিয়েছে। দুজনেরই সাত কুলে কেউ নেই। জোড়া বেঁধে দুজনে যদি একটু সুখে থাকে, থাক।

শ্যামাপদ বোষ্টমীকে বেশ সমীহ করে চলে। চুরি করলেও তাকে লুকিয়ে করার চেষ্টা করে। বোষ্টমীও শ্যামাপদকে বেশ কেষ্ট জ্ঞানে ভক্তি করে। চুরি করার বদভ্যাস সত্ত্বেও সহজ সরল মানুষটাকে সে ভালোই বাসে।

ভোরে রেণু বোষ্টমীর প্রভাতফেরির সুরে সবার ঘুম ভাঙে।

রাই জাগো রাই জাগো
শুকশারী বলে
কত নিদ্রা যাও গো রাধে
শ্যাম নাগরের কোলে
শুকশারীর রব শুনি
জাগিলো রাই বিনোদিনী
আপনি জাগিয়া রাই
কানুরে জাগাইলে।

এই পর্যন্ত গাওয়ার পর বোষ্টমী করুণাময়ীকে ডাকে। কই গো বৌদিমনি, ঘুম থেকে ওঠ। এই যে তোমার জন্য ফুল এনেছি গো। উঠে দেখ। করুণাময়ী তখন ঘুমে কাতর। বলে, ও রেণু ফুলের সাজি ঘরের বারান্দায় রেখে যা। ওবেলা এসে চাল ডাল নিয়ে যাস। বোষ্টমী গানের বাকি অংশ গাইতে গাইতে অন্য বাড়ির পথে পা বাড়ায়।

নিদ্রার আবেশে রাধে
ঢুলুঢুলু করে
হেলিয়া ঢলিয়া পড়ে
শ্যাম নাগরের কোলে।
শুক বলে ওগো শারী
কি কার্য করিলে
তমালে কনকলতা
কেন ছাড়াইলে।

ঘুম থেকে উঠে করুণাময়ী সেই গানের সাথে গলা মেলাতে মেলাতে বাইরে বেরিয়ে দেখে চিড়ার জন্য ভেজানো ধান চুরি হয়ে গেছে। কাজের মেয়ে খেন্তিকে দিয়ে ডেকে পাঠায় শ্যামাপদকে।

শ্যামাপদ এসে বলে, ভেজাধান কে চুরি করবে? ভেজাধান কি বিক্রি করা যায়?

করুণাময়ী বলল, বিক্রি যখন করা যায় না তখন মেশিনে নিয়ে গিয়ে চিড়ে কুটে নিয়ে আয়।

'ধান তো আমি নেই নি বৌদি। আমাকে দুষছেন কেন?'

'তা হলে রেণুকে জিজ্ঞাসা করি, চিড়ার ধান কোথায় গেল?'

এমন সময় রেণু এসে দাঁড়ায় উঠোনে। প্রভাতফেরি শেষে চাল-ডাল নিতে এসেছে।

রেণু বোষ্টমীকে দেখে শ্যামাপদ বলল, আমি তবে আসি বৌদি। মেশিন থেকে চিড়াগুলো কুটে নিয়ে আসি।

রেণু চাল-ডাল নিয়ে শ্যামাপদর পেছনে বাড়ির পথে পা বাড়ায়। গাছে গাছে কদমের ফুল ফুটেছে। শ্যামাপদ কয়েক থোকা ফুল পেড়ে বোষ্টমীর হাতে দেয়। করুণাময়ী অপলক তাকিয়ে থাকে তাদের চলার পথে। বাতাসে ভেসে আসে গানের সুর।

মাখন চুরি ছেলে বেলা
হৃদয় চুরি বড় বেলা
হয়না তবু তোমার বদনাম
তোমার কি লীলা
ঘনশ্যাম।

শিউলি

আবদুল বাতেন

শিউলি কেঁদে উঠে। সে তার সামনের পঞ্চাশোর্ধ পশুটাকে বাপ ডাকে। চাচা ডাকে। খালু ডাকে। তার হাতেপায়ে ধরে নানা রকম কাকুতিমিনতি করে। পশুটা ছোট্ট মেয়েটার কান্না উপেক্ষা করে। তার আর্তনাদকে দু'পায়ে দলে পাথরের মত অবিচল থাকে। জানোয়ারটার চোখে লালসার লাভা ঝরে। কুৎসিত কামের বিষ্ঠা থিকথিক করে।

নাইট গার্ডের গালের কাটা দাগটা পচা ডোবার মত দেখায়। ভ্রুগুলোকে ভাগাড়ের মতো লাগে। ভীষণ দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে। শিউলির খুব বমি পায়। কিন্তু সে বমি করে না। সে ভেঙে পড়তে চায় না। দুর্বল হতে চায় না, কোনমতে। ভেতরে ভেতরে সে আরো শক্ত হয়ে উঠে। একটা চকচকে শাণিত ছুরি সদৃশ হয়ে উঠে।

ফুলবেচা শিউলি, পলিথিন কুড়ানো অনাথ শিউলি। ঘরবাড়িহীন দশ বছরের একটি শিশু। পথশিশু। স্বপ্নহীন, আশাশূন্য একটি প্রাণ। অনাহার-অর্ধাহারে তাঁর শীর্ণ শরীর।! ময়লা ছেঁড়া ফ্রক। রাতে সে রেলস্টেশানে ঘুমায়। বড় অফিসের বারান্দায় ঘুমায়। কুকুরের উৎপাতে সেখানে সে বড় বিরক্ত হয়। মাতালদের আনাগোনায় নিজেকে বিপন্ন ভাবে। তাই মাঝে মাঝে পাশের স্কুল বারান্দায় শোয়। স্কুলের নাইট গার্ড গালাগালি করে। লাঠি দিয়ে গুঁতা দেয়। কখনো লাথিও মারে। শিউলি চুপচাপ শুয়ে থাকে। মেঝের উপর কুঁকড়ে পড়ে থাকে। সে কোনদিন স্কুলে ভর্তি হয়নি। বই খুলে দেখেনি। বাংলা বর্ণমালা ছুঁতেও পারেনি। সকালে স্কুল মাইক থেকে ভেসে আসা-আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। শিউলি মন দিয়ে শোনে। সে গুনগুনিয়ে গায়। এত সুমধুর গান জীবনে সে আর শোনেনি।

শিউলি স্কুল বারান্দায় ঘুমাতে আসে। আজ তার বেশ দেরী হয়। বারান্দা ছুঁয়ে একটানা ঝিঁঝি ডাকে। দুয়েকটা জোনাকি আলোর মিছিলে নামে। লোডশেডিং-র লুকোচুরি খেলা চলে। নাইট গার্ড আদর করে শিউলির নাম ধরে ডাকে। তাকে কলা পাউরুটি খেতে দেয়। শিউলি লোকটার বসন্তের দাগভর্তি মুখের দিকে তাকায়। সে মুখে রহস্যের হাসি। তার শিশুমন সে হাসির কূলকিনারা খোঁজে না। সে একমনে খেয়ে যায়। পানিটুকু শেষ করে। হঠাৎ নাইট গার্ড তার শরীর ঘেঁষে বসে। লোকটাকে আস্ত একটা শূকরের মতো দেখায়। শিউলি ভয় পায়। তাঁর সারা শরীর শিউরে উঠে। সাপটা তাঁর হাত চেপে ধরে। সে দ্রুত সটকে নেয়। থর থর করে কাঁপে। জানোয়ারটা আজগুবি তাকে পাঁজাকোলা করে। বাঘের থাবা বসানো হরিণের মতো সে ছটফটাতে থাকে। চিৎকার করে। কিন্তু তার ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর স্কুলের দেয়াল টপকাতে পারে না। সে তাকে স্কুলের পেছনের বাগানে নিয়ে যায়। জায়গাটা অন্ধকার। গা ছমছম!

শিউলি হেলে থাকা গাছের ডাল, লতাপাতা টেনে ধরে। বৈদ্যুতিক খুঁটি আঁকড়ে ধরে। অসভ্যটাকে আঁচড়ে, খামচে ছিঁড়ে ফেলতে চায়। কামড়ে তার কলিজা চিবিয়ে খেতে চায়। নাইট গার্ড গলার মাফলার দিয়ে তার হাত দুটি বাঁধার চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যর্থ হয়। পশুটা ধাক্কা দিয়ে তাকে মাটিতে ফেলে দেয়। শিউলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। সে কৌশলে সরে আসে। তার রেণুর মতো কোমল শরীর বুলড্রোজারের আঘাতে পিষে ফেলতে পারে না। তার হাড়মজ্জা মোমের মতো গলে গলে যায় না।

শিউলি প্রাণপণে পালাতে চেষ্টা করে। বাঁচার চেষ্টা করে। সে চারদিকে হাত বাড়াতে থাকে। হঠাৎ সে তার হাতে ভাঙা বোতলের একটা টুকরা পেয়ে যায়। সেটা সে সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে শয়তানটার চোখে ঢুকিয়ে দেয়। জবাই করা পশুর মতো হায়েনাটা যন্ত্রণায় ধড়ফড়াতে থাকে। শিউলি উঠে দাঁড়ায়, গায়ের ধুলাবালি ঝেরে ফেলে।

আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম-ফজরের সুরেলা আজান তার কানে ভেসে আসে।

চুম্বক অংশ ও উপন্যাস 'আমারে দেব না ভুলিতে'

মোস্তফা তানিম

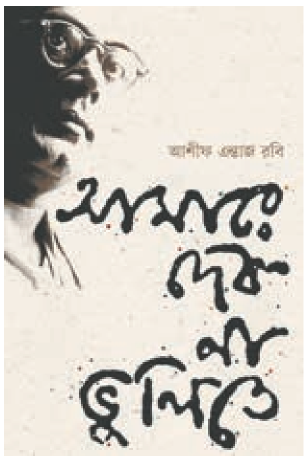

কিছু কিছু বইয়ে চুম্বক অংশ থাকে, যা পাঠককে টেনে নিয়ে যায়। এই বইটি পুরোটাই চুম্বক। ফেসবুক পোস্ট থেকে এবং বিভিন্নভাবে আগেই বইটির অর্ধেক পড়া হয়ে গিয়েছিল। আমি স্লো রিডার। বড় অবকাশ না পেলে বড় বই হাতে নেই না। 'আমারে দেব না ভুলিতে' বইটি ৩৩৩ পৃষ্ঠার- বড়ই বলতে হবে। কাল রাত তিনটায় বিনা কারণে ঘুম ভেঙে গেল। উঠে পানি খেয়ে, ফোনে কিছু এসেছে কিনা চেক করে বুঝলাম, এই ভেঙে যাওয়া ঘুম সহজে জোড়া লাগবে না। কী করা যায়? চোখে পড়লো 'আমারে দেব না ভুলিতে'। ভাবলাম, বিছানায় এপাশ-ওপাশ করার থেকে বইটা একটু পড়ি, তারপর আপনিই ঘুমিয়ে যাবো। "মানুষে ভাবে এক, হয় আরেক।" বইটা যখন শেষ হলো, তখন বাজে সকাল সাতটা চল্লিশ। জীবনে প্রথম বড় কোনও বইয়ের অর্ধেক এক বসায় (আসলে এক শোয়ায়, কারণ শুয়ে পড়েছি) শেষ করলাম। ভাগ্যিস আজ সোমবার হলেও ছুটির দিন। না হলে সারাদিন হাই তুলতে তুলতে কাজ করতে হতো।

বইয়ের কথায় পড়ে আসছি। আজ একটা অজানা তথ্য উদ্ঘাটিত হলো। আমার বাংলা উপন্যাস পড়ার গতিবেগ ঘণ্টায় ৩৫/৩৬পৃষ্ঠার মতো। জানতাম আমি স্লো রিডার, কিন্তু কত স্লো এই প্রথম জানলাম। জেনে খুবই আশাবাদী হয়ে উঠলাম। একশ পৃষ্ঠা শেষ করতে লাগবে তিন ঘণ্টা। কাজেই আমার পড়ার স্প্যান হাওয়া উচিত কমসে কম তিন ঘণ্টা। তাতে পাঁচশ পৃষ্ঠার বই শেষ করতে লাগবে পাঁচ সিটিং। দশ দিনেই পাঁচটি সিটিং দেয়া যায়। তখন মনে পড়লো, ক্লাস সেভেনে থাকতে বিষাদ সিন্ধু নামের মহাকাব্যটি পড়েছিলাম। এই বইটি বাড়িতে ছিল না। বাড়ির অদূরেই অনেকগুলি বইয়ের দোকান। তার মধ্যে একটির নাম কিশোর লাইব্রেরি। সেখানে ক্লাসের বইয়ের বাইরে গল্পের বইও থাকতো। দোকানের মালিক-কাম সেলসম্যান ভদ্রলোক হাসিখুশি। ফাইনাল পরীক্ষার শেষ। আমি দোকানের ভিতরে আলগোছে ঢুকে বিষাদ সিন্ধু বইটা নিয়ে দুই পৃষ্ঠা পড়লাম। তারপর একটা মোহের মধ্যে পড়ে গেলাম। তক্কে তক্কে থাকতাম। প্রতিদিন দোকান খোলার সাথে সাথেই সেই দোকানে ঢুকে পড়ি। তিনি কিছুই বলেন না। পিছনের একটা টুলে বসে ঘাড় গুঁজে বইটি পড়ি। তিনি দুইটার দিকে লাঞ্চের জন্যে দোকান বন্ধ করে বলতেন, "যাও বাসায় যাও, খেয়ে এসে আবার পড়তে পারবে।" তখন আমার সম্বিৎ ফিরত। এর মাঝে বাইরে কী হচ্ছে কোনো কিছু কানে পৌঁছাতো না। আমি তখন কারবালার প্রান্তরে গাছপালা পশুপাখি পাথর ও ফোরাত নদীর জলের সঙ্গে নিজেও "হায় হোসেন, হায় হোসেন" বলে অশ্রুত ধ্বনি তুলছি। মাত্র চার-পাঁচদিনের মধ্যেই বইটি শেষ করে ফেলি। "আমারে দেব না ভুলিতে" বইটি মণিমুক্তায় ভরা। কবি নজরুলের জীবনভিত্তিক উপন্যাস, কিন্তু এখানে বাংলার রবি-শশী ও নক্ষত্রেরা ভিড় করে আছেন। রবি ঠাকুর আছেন, জীবনানন্দ আছেন, জসিমউদ্দিন আছেন, শরৎচন্দ্র আছেন, আরও কত কে আছেন। আর আছে একটি সময়, যেখানে লেখক আপনাকে নিয়ে যাবেন। নতুন নতুন খবর পেয়ে আপনিও অবাক হবেন, ডাবল ডেকার বাস এসেছে, "টকিজে" ছায়াছবি দেখাচ্ছে, বার্মায় জাপানি সৈন্য ঢুকে পড়েছে। একটা ভয়ঙ্কর কবিতা লেখা হয়েছে মাত্র, "বল বীর-বল উন্নত মম শির!" কোনো কবিরাজের দারুন পসার, কোন সাধু মরা দেহে প্রাণ ফেরাতে পারে, এইসব এমনভাবেই লেখক বলছেন, যে পাঠক চমকে চমকে উঠবেন। যেন পাঠক নিজেই বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাস করছেন। ইতিহাসাশ্রয়ী বই। তথ্যের কোনো কমতি নেই, আবার সেই তথ্যে গল্পের স্বতঃস্ফূর্ততা কিছুমাত্র ব্যাহত হয় না। মাঝে মাঝে মনে হলো এও কি হয়?

একেবারে যে গল্পের মতো! চার বছর বয়সেই নজরুল পুত্র বুলবুলের প্রতিভা স্ফুরিত হতে শুরু করেছিল, মায়া ধরানো সেই দেবতুল্য শিশু বুলবুলের হয়েছিল গুটি বসন্ত। নজরুলের কলিজা বিদীর্ণ করে দিয়ে সে অকালে পৃথিবী থেকে ঝরে পড়লো। আর নজরুলের আসলে হয়েছিল আলঝাইমারের মতো একটি রোগ। সেটা বিলাতে গিয়ে ধরা পড়ে, কিন্তু ততদিনে দেরি হয়ে গেছে। কত গান, কত কবিতা, কত নক্ষত্রের জন্ম ও তাদের ভাস্বর হয়ে ওঠা, কত বিখ্যাত মানুষের কত অতি সাধারণ কষ্ট, কত মানুষের কত নিষ্ঠুরতা, আবার কত মহত্ব যে এই বইয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তার লেখাজোখা নেই। আর আছে নজরুলের হিন্দু-মুসলামান, জাতি-ধর্ম-গোষ্ঠীর ঊর্ধ্বে উঠে মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখার দীর্ঘ, উদ্ধৃত এবং তারও অধিক প্রচ্ছন্ন চিত্রায়ন। যে চিত্রায়নের সব চর্ম চক্ষুতে দেখা যায় না, যা শুধু অলক্ষ্যে মনের মাঝে ধরা পড়ে।

একটি উদ্দাম ঝড়ের মতো, খরস্রোতা ঝর্ণার মতো, প্রায় পাগলের মতো, সুপার নোভার মতো, হঠাৎ এসে দশদিক কাঁপিয়ে হঠাৎই চলে গেলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। ইতিহাসকে উপভোগ্য উপন্যাসে নিয়ে যাওয়া, সেখানে সব জ্বলজলে নক্ষত্রদের স্থান দেয়া অসাধারণ একটি কাজ। ঔপন্যাসিক আশীফ এন্তাজ রবির এই অমূল্য বইটি আলোকবর্তিকা হয়ে যুগ যুগ টিকে থাকুক, সেই কামনা করি। প্রকাশ করেছে আদর্শ। প্রচ্ছদ করেছেন সব্যসাচী হাজরা। প্রকাশকাল ২০২১।

জাতির জনককে নিবেদিত নতুন বই 'বঙ্গবন্ধু-সংহিতা'

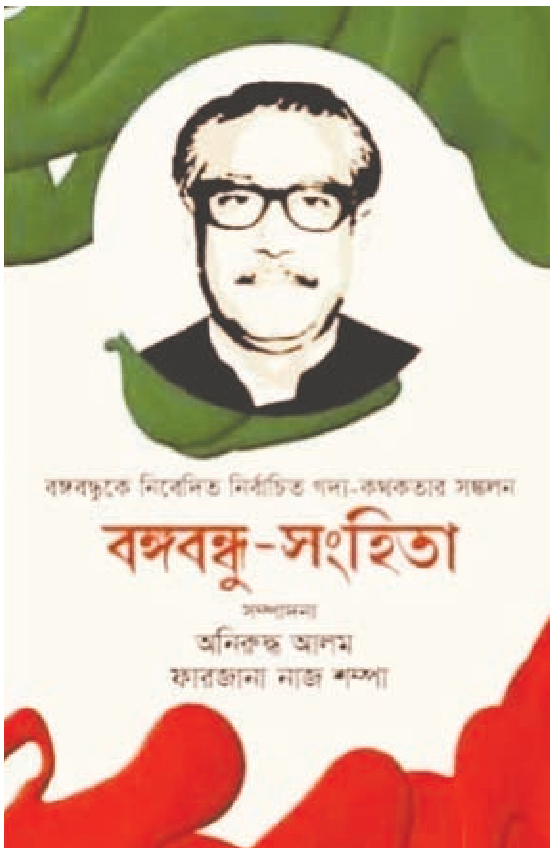

নিউজ ডেস্ক

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিবেদিত একটি নতুন বই সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। বইটির শিরোনাম' বঙ্গবন্ধু-সংহিতা'। বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত নির্বাচিত গদ্য কথকতার সঙ্কলন' বইটি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশের তূর্য প্রকাশনী (পরিবেশক অনন্যা প্রকাশনী)।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত 'বঙ্গবন্ধু- সংহিতা' বইটিতে বাংলাদেশ , কানাডা অস্ট্রেলিয়া , যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে লেখক, সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক, শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ, মুক্তিযুদ্ধ যুদ্ধশিশু গবেষক, কথা সাহিত্যিকদের ও বিভিন্ন মূল্যবান গল্প-প্রবন্ধ, নিবন্ধ স্মৃতিচারণ ও গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণমূলক বিভিন্ন লেখা নির্বাচিত ও সংকলিত হয়েছে। বাংলার পাশাপাশি বইটিতে ইংরেজি ভাষায় একাধিক গবেষণাধর্মী লেখা সংকলিত হয়েছে।

পাঠক ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ মূল্যবান এই বইটির বিভিন্ন লেখা থেকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর চিন্তা ,চেতনা, মননশীলতা, দেশপ্রেমের স্বরূপ, মানবতাবোধ, রাজনৈতিক দর্শন সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবেন। সামগ্রিকভাবে লেখাগুলোতে জাতির জনকের জীবন ও কর্মপ্রবাহের আলোকে বাংলাদেশের সামাজিক রীতিনীতি, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর সাথে সংশ্লিষ্ট একটি বিস্তৃত চিত্রের প্রস্ফুটন ঘটেছে।

বিস্তৃত পরিসরে সম্পাদিত মূল্যবান ও দূর্লভ ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ এই বইটি যৌথভাবে সম্পাদনা করেছেন কানাডা প্রবাসী সমকালীন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কথাসাহিত্যিক অনিরুদ্ধ আলম এবং লেখক, সংবাদ প্রতিনিধি, সৃজনশীল অনুবাদক ফারজানা নাজ শম্পা। বাংলা ভাষা ও ইতিহাসের সংরক্ষণের প্রত্যয় নিয়ে তাঁরা কানাডার প্রবাস থেকে নিরলসভাবে বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশনা সংক্রান্ত কাজ করে যাচ্ছেন। ইতোপূর্বে তাঁদের জাতির জনককে নিবেদিত যৌথভাবে সম্পাদিত আরেকটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশের আরো প্রকাশন। কথাসাহিত্যিক অনিরুদ্ধ আলম কানাডার টরেন্টোতে আর ফারজানা নাজ শম্পা কানাডার হ্যালিফ্যাক্স বসবাস করছেন।

বাংলাদেশ থেকে এই বইটির নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব ছিলেন মাহমুদুর রশীদ ও মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ। বইটি বাংলাদেশের অনন্যা প্রকাশনী ও অনলাইন রকমারী ডটকমে পাওয়া যাবে। এছাড়া অমর একুশের বইমেলায় অনন্যা প্রকাশনীর স্টলে বইটি পাওয়া যাবে।

দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর

আবদুল্লাহ জাহিদ

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ফুলবানু আজ নাতিকে নিয়ে তালাবের (পুকুরের) পাড়ে দাঁড়িয়ে বাজার থেকে স্বামীর ফেরার অপেক্ষা করছে। দূরে কালিয়াচাপরা সুগার মিলের চারিধারে লাইন করে জ্বলে থাকা বিদ্যুতের বাতিগুলি দেখে আর ভাবে পেইডিসি (ইপিআইডিসি—ইস্ট পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন) মানুষটা জানি কত বড়লোক, কত জানি তার পয়সা, না হইলে এত বড় মিল কেমনে দিল। কত হাজার হাজার মানুষ কাজ করে। কত বাতি জ্বলে। বাতিগুলি তারার মতো মিটমিট করে। বিরাট চিমনি দিয়ে ধুয়া উড়ে যায় নীল আকাশ। অনেক সময় নেই ধুয়া জমে মেঘের মতো ভেসে বেড়ায়। সাইরেন বাজিয়ে শ্রমিকদের জানান হয় এক শিফট শেষ হয়ে আরেক শিফট শুরু হয়েছে। দিন রাত রাস্তায় ধুলা উড়িয়ে একটার পর একটা ট্রাকটার পিছনে কয়েকটা করে টেইলর লাগিয়ে আখ বোঝাই করে যাওয়া আসা করে।

ফুলবানু নাতিকে কথাটা জিজ্ঞাস করে, "আচ্ছারে ভাই পেইডিসি মানুষটার না জানি কত টেহা?" শহর থেকে বেড়াতে আসা নাতি উত্তর দেয় "দাদু তুমি কিচ্ছু জান না। এটা কোন মানুষ না, পাকিস্তান সরকারের একটা অফিস তারাই মিলটা এখানে দিয়েছে।"

কথাটা ফুলবানু ঠিক বুঝতে পারে না। তবে সে আইয়ুব খানের নাম জানে। সে পাকিস্তানের আর কিছুই জানে না। ফুলবানু তালাবের উঁচু পার থেকে দেখতে পায় প্রতিদিনের মতো কিছু কিছু মানুষ টর্চের আলো ফেলে ফেলে আসছে। ডিস্ট্রিক বোর্ডের রাস্তাটা পুকুর পাড় থেকে বেশ একটু দূরে দিয়ে বেঁকে অন্য গ্রামের দিকে চলে গেছে। যারা পশ্চিম দিকের গ্রামে থাকে তারা রাস্তা থেকে নেমে কোনাকনি ক্ষেতের আইল দিয়ে চলে যায়। ফুলবানুর স্বামী সৈয়দ আলী, মাঠে কাজ শেষ করে হাটে যায়। বাড়ির বাড়তি দুধ, ফল-মূল তাদের বছর কামলা ছেলেটাই বাজারে নিয়ে যায়। বলে দেওয়া দামে বিক্রি করে। সেই সময়টা সৈয়দ আলী মিল গেটের কাছেই জগুর চায়ের দোকানে আড্ডা দিয়ে কাটায়। জিনিস বিক্রি হলে ছেলেটা টাকা নিয়ে হাজির হয়। সৈয়দ আলী সেই টাকায় কোন কোন দিন শহর থেকে আসা ইলিশ মাছ আবার কোনদিন মাংস কিনে। আগে এইসব কিনতে সাপ্তাহিক হাটবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো। সন্ধ্যায় বাজার থেকে ফেরার সময় হলে ফুলবানু প্রতিদিনই তালাবের উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়ে স্বামীর ফিরে আসার অপেক্ষা করে। তালাবের পাড়টা উঁচু হওয়ায় ফুলবানুর খুব ভাল হয়েছে। অনেকটা যেন ওয়াচ টাওয়ারের মতো। বাড়িতে আগে কোন পুকুর ছিল না, তার একমাত্র ছেলে সুরুজ শহর থেকে বিয়ে করে বউ নিয়ে এলো। শহরের মেয়ে তোলা জলে গোসল করে অভ্যাস। বউ যাতে ভেতর বাড়িতেই গোছল করতে পারে, সেই জন্য রাতারাতি পুকুরটি খনন করা হয়। পুকুরে পানি উঠাতে অনেকটা নীচে যেতে হয়েছিল তাই মাটিও বেশি কাটতে হয়েছে। সেই মাটিতেই তালাবের পাড় এত উঁচু হয়েছে। এখন এখানে শুধু মেয়েরাই গোছল করে। তাদের বউ বাড়ি এলে পাড়া প্রতিবেশী বউ ঝিরাও দলবেঁধে এখানে গোসল করতে আছে। বউ নাতি যতদিন শহর থেকে বাড়িতে এসে থাকে ততদিন যেন বাড়িতে উৎসব লেগে থাকে। পুকুরে সৈয়দ আলী মাছ ছেড়েছে। মাঝে মাঝে পল দিয়ে মাছ ধরে। পুকুরের মাছগুলি সৈয়দ আলীর

চেনা। পলতে বড় রোউ, কাতলা আটকালে বলে এটা থাক, সুরুজ আসলে এটাকে ধরব।

ফুলবানুর একমাত্র ছেলে সুরুজ আশপাশের পাঁচ গ্রামের মধ্যে প্রথম বিএ পাস করেছে। এই নিয়ে ফুলবানুর খুব গর্ব। গ্রামের মাইনর স্কুলে ক্লাস ফোর পাসের পর অন্য দশ জনের মতো সুরুজও হয়তো বাবার গৃহস্থালির কাজে লেগে যেত কিন্তু সুরুজ সেই স্কুলে ক্লাস ফোরে জলপানি পেল। আর এই খবরটা দিতে হেড মাস্টার সাহেব নিজে সুরুজদের বাড়িতে এলেন। সৈয়দ আলি কে ডেকে বললেন—আরে তোমার ছেলে তো সোনার টুকরা, তার পড়াশুনা বন্ধ করা যাইবো না। আমি কিশোরগঞ্জ হাইস্কুলে ওরে পড়তে নিয়া যাব। শহরে সুরুজের জন্য লজিং ঠিক করব, আমার পরিচিত মানুষের বাড়ি, খুব সচ্ছল, কোন অসুবিধা হইবো না। ছোট ছোট দুইটা বাচ্চাকে পাড়াইবো বিনিময়ে থাকা খাওয়া ফ্রি। সুরুজের মা তার একমাত্র ছেলে, কলিজার টুকরাকে অনেক কান্নাকাটি করে আল্লার হাতে সোপে পড়তে পাঠালেন। সেই সুরুজ মেট্রিক পাস করে কিশোরগঞ্জের গুরুদয়াল কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট আর বিয়ে পাস করলো। এখন শহরে একটা স্কুলের শিক্ষক। সুরুজের ছেলে সজল, স্কুল বন্ধ হলেই গ্রামে দাদার বাড়িতে বেড়াতে আসে। সারা গ্রাম চষে বেড়ায়। সজল গ্রামের মানুষের খুব ন্যাওটা।

এই অঞ্চলে আগে সপ্তাহে একদিন হাট বসত, কালিয়াচাপরা হাট। সুগার মিল হওয়ার পর, মিলকে ঘিরে গড়ে উঠেছে ছোট্ট একটা শহর। মিলের মূল ফটকের কাছে গড়ে উঠেছে দৈনিক বাজার। মিলে কর্মচারীদের প্রয়োজনেই বাজারটা গড়ে উঠেছে। প্রথমে গ্রামের দুই একজন শাক-সবজি, দুধ এই সব নিয়ে মিল গেটের সামনে বসতো। আশপাশের গেরস্ত বাড়িতে সবারই গাভী আছে। আগে অতিরিক্ত দুধ দিয়ে দই, ফিন্নি বানান হতো। কারও বাড়িতে বাচ্চা থাকলে লাউটা, মূলাটা দিয়ে দুধ নিয়ে যেত।

বাজারটা হওয়ায় গ্রামের মানুষের ভালই হয়েছে। তারা বাড়ির বাড়তি ফলান তরি তরকারী, ফল মুল, দুধ ভাল দামে এই বাজারে বিক্রি করতে শুরু করলো। অনেকেই পুকুর বা বিল থেকে ধারা মাছ ঐ বাজারের নিয়ে আসে। ভাল পয়সাও পায়। আগে এই সব অতিরিক্ত ফল-মূল, দুধ আত্মীয় স্বজন বা পাড়া প্রতিবেশীদের মাঝে বিলান হতো। এখন সবাই এই বাজারে বিক্রি করে কিছু পয়সা কামানোর কথা ভাবে। ধীরে ধীরে দুই একটা ছোট মুদির দোকান হলো। বাজারটার নামও হয়ে গেল মিল বাজার। মানুষের হাতে কিছু পয়সা আসলো ঠিকই তবে ধীরে ধীরে তাদের মন মানসিকতা পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগলো। সবাই যেন অর্থলোভী হয়ে উঠলো। একজন আরেক জনকে মায়া করে জিনিসপত্রের আদানপ্রদান কমে গেল। ফুলবানুর নাতি দাদীকে জিজ্ঞাস করে 'দাদী মিলটা হওয়ায় খুব ভাল হইছে না?'

নিজেই উত্তর দেয় —আমাদের গ্রামের অনেক মানুষ চাকরি পাইছে। মিলের স্কুলে এখন গ্রামের বাচ্চারা পড়তে যায়। মিলের হাসপাতালে ডাক্তার দেখাইতে যায়। প্রত্যেক দিন বাজার বসে।

ফূলবানু লেখা পড়া না করলেও জীবনের কাছ থেকে শিখেছেন অনেক। তিনি তার অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পারছেন নাতি সরলভাবে মিলের সব কিছু ভাল দেখছে —দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন — 'না রে ভাই, মিলটা হাওয়ায় কিছু ভালা হইলেও খারাপও হইছে অনেক।এখন সারা রাইত অনেক শব্দ কইরা ট্রাক্টরগুলি ধূলা উড়াইয়া যায়। শব্দে আমার ঘুম ভাইঙ্গা যায়, আমরা আগে কখনও মশারী খাটাইয়া ঘুমাইতাম না। এখন মিলের যে গাদ হয় সেখানে মশা ডিম পারে, সেখান থাইকাই আমাদের গ্রামে মশা আসতাছে, মিলের ধুয়া থেইকা ছাই আমরার গাছে উইড়া পরে। আমরার গাছে এখন আর আগে মত আম হয় না। মিলের কারণে গ্রামের অনেক ঠগ-বাটপারও হইছে, আমরার মতি মিয়া মাইনসেরে চাকুরী দিব কইয়া কত টেহা লইয়া ভাইগা গেছে। দিনে দিনে আরো কি যে হইবো আল্লাই জানে....ফুলবানু শরমে একটি কথা নতিকে বলতে পারলো না। আগে মাঠের কাজ শেষ করে তার দাদা বাড়িতেই থাকতো, দুজনে একান্তে বসে সুখ দুঃখের কত গল্প করতো। সৈয়দ আলির অনেকগুলি দাঁত পড়ে গেছে তাই একটা বাসের চোঙায় পান ছেঁচে দিত। আর এখন সৈয়দ আলী ক্লান্ত হয়ে বাজার থেকে আসে। রাতের খাবার খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে। এখন এই সময়টা ফুলবানুর খুব একলা লাগে। দাদী নাতির কথোপকথনের মধ্যে তারা দেখতে পায়, ক্ষেতের আইল ধরে সৈয়দ আলী আসছেন, হাতে তিন ব্যাটারির টর্চ লাইট, বয়সের ভারে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে হাঁটছেন।

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
CDPAP Service
HHA/ PCA Service
Skilled Nursing
Most Popular Home Care Agency
প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে
আপনজনকে সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন
MAKE MONEY BY SERVING
YOUR RELATIVES AT HOME
WITHOUT TRAINING
JACKSON HEIGHTS HEAD OFFICE
71-24 35th Avenue Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
BROOKLYN OFFICE
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 347-781-2778
Fax: 917-396-4115
JAMAICA OFFICE
164-05 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-674-6002
Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com
www. goldenagehomecare.com
Shah Nawaz MBA
President & CEO
Ph: 646-591-8396

M&N HOME CARE SERVICES LLC

$23/hr

CD PAP - PCA - HHA

866-688-6922

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

24 February 2022, Thursday, 5th Year, Issue 258, 40 Pages

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২, ১১ ফাল্গুন ১৪২৮, ২৩ রজব ১৪৪৩, বৃহস্পতিবার

ইসলাম

ইসলাম ধর্মে ন্যায় বিচরের গুরুত্ব

শামীম সিদ্দিকী

মানুষকে মানুষের মতো বেঁচে থাকতে হলে যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তা হচ্ছে ন্যায়বিচার। যেখানে ন্যায় বিচার অনুপস্থিত সেখানে সামাজিক ভারসাম্যহীনতা মানুষের জীবনকে নিরাপত্তাহীন করে তোলে। ন্যায়বিচারহীন সমাজে বেড়ে যায় অপরাধমূলক কর্মকান্ড, অনৈতিকতা গ্রাস করে ফেলে গোটা সমাজকে।

ন্যায়বিচারহীনতা উষ্কে দেয় সকল ধরনের অপরাধকে, নিরপরাধী মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয় অপরাধের দায়, আর অপরাধীরা চলে নির্বিঘ্নে। অপরাধীরা অপরাধ করেও পার পেয়ে যাওয়া! এর কুফল হচ্ছে, সমাজে অপরাধ ও অপরাধীর সংখ্যা বাড়তে থাকা এবং ভালো লোকের

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

২১ ফেব্রুয়ারি 'লিটল বাংলাদেশ অ্যাভিনিউ' মোড়ক উন্মোচন করা হয়। ছবি: নুরুল হক

কবিতা প্রতিযোগিতায় প্রথম জয়া আহমেদ

উত্তর আমেরিকা অফিস

বিষয়ভিত্তিক এক কবিতা প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত আমেরিকান জয়া আহমেদ প্রথম স্থান লাভ করেছেন। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্পর্কিত প্রেরণাদায়ক মন্ত্রে উজ্জীবিত করার জন্য এ কবিতা প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হয়েছিল। ১৮ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার ওই প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারীদের নাম ঘোষণা করা হয়। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের জন্য 'আলফা ওমেগা আলফা অনার মেডিকেল সোসাইটি'-প্রতিযোগিতাটি আয়োজন করে। এবার মোট ১৫৪ জন কবি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন।

ইতিহাস, নীতি-নৈতিকতা, জাতীয় ইস্যু, ব্যক্তিকেন্দ্রিক নন-টেকনিক্যাল মেডিকেল বিষয়ক এ প্রতিযোগিতার জন্য কবিতা জমা নেয়া হয় গত বছরের নভেম্বরে।

জয়া আহমেদ

প্রথম স্থান লাভকারী জয়া আহমেদ যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার উপদেষ্টা এবং ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতা বাংলাদেশি-আমেরিকান নীনা আহমেদের জ্যেষ্ঠ কন্যা। তিনি স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউ ইয়র্কের ডাউনস্টেট হেলথ সায়েন্স ইউনিভার্সিটির ছাত্রী। তার কবিতার নাম ছিল 'অ্যানাটমি অব গ্রিফ'। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান লাভ করেছেন যথাক্রমে- ইউনিভার্সিটি অব টলেডো কলেজ অব মেডিসিন অ্যান্ড লাইফ সায়েন্সের কেলি ফ্রেডরিকসন (ব্লিসফুল

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

কাওসার আহমেদ চৌধুরী আর নেই

ঢাকা অফিস

কাওসার আহমেদ চৌধুরী

অনেক কালজয়ী গানের বরেণ্য গীতিকবি কাওসার আহমদ চৌধুরী আর নেই। ২২ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার রাত ৯টা ৪০ মিনিটে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। দীর্ঘদিন ধরেই এই গীতিকবি কিডনিজনিত রোগে ভুগছিলেন। সম্প্রতি করোনা পজিটিভ হয়ে নিউমোনিয়াতেও আক্রান্ত হন। শেষ দশদিন তিনি ধানমণ্ডির একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তাঁর লেখা জনপ্রিয় গানগুলোর মধ্যে রয়েছে 'এই রুপালি গিটার ফেলে', 'আমায় ডেকো না ফেরানো যাবে না', 'যেখানেই সীমান্ত তোমার সেখানেই বসন্ত আমার', 'কবিতা পড়ার প্রহর এসেছে রাতের নির্জনে' প্রভৃতি। এছাড়া বেশ কিছু টিভি নাটক রচনা ও পরিচালনা করেছেন তিনি।

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

হিলসাইড অ্যাভিনিউ যেন 'লিটল বাংলাদেশ'

নিউইয়র্ক

রহমান মাহবুব

নিউইয়র্কে বাংলাদেশিদের তিন প্রজন্মের দাপুটে অভিবাসন হলেও নিজেদের পরিচয়ে দাঁড়ানোর একটি এলাকা চিহ্নিত করা গেছে। ২১ ফেব্রুয়ারি সোমবার 'লিটল বাংলাদেশ অ্যাভিনিউ' মোড়ক উন্মোচন করা হয়। জ্যামাইকায় অবস্থিত এই রাস্তার আগের নাম 'হোমলন স্ট্রিট'ও বহাল থাকবে।

দিনটিতে সরকারি ছুটি ছিল। প্রেসিডেন্ট ডে-এর কারণে। রোদেলা দিনে অসংখ্য প্রবাসী বাংলাদেশি ও আমেরিকান নাগরিক পতাকা আর ফুল নিয়ে উপস্থিত ছিলেন জ্যামাইকার হিলাসাইড অ্যাভিনিউয়ে।

স্বদেশী আর দু'দশটা অনুষ্ঠানের মতো বিশৃংখলায় ভরা ছিল অনুষ্ঠান। কে কার চেয়ে বড় মাতবর, কে কার চেয়ে হাঁকডাক দিয়ে নিজের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেন তার নগ্ন প্রয়াস ছিল সমাবেশ ঘিরে। এমনকি নিরাপত্তারক্ষীদের ধমক খেয়েও নির্লজ্জের মতো কিছু লোক হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। সাধারণ সৌজন্য না দেখিয়ে জনপ্রতিনিধিদের সামনে ধাক্কাধাক্কি করেছে। একটি সেবা সংস্থার বিদেশি লোকজনকে দিয়ে ভুল উচ্চারণে জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হয়েছে। এ নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন অনেকেই। ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে সেখানকার সড়কদ্বীপে স্থাপন করা হয়েছিল অস্থায়ী শহীদ মিনার। বাজানো হয়েছে বাংলা জাগরণের জনপ্রিয় গানগুলো। আবেগের বশবর্তী হয়ে সাধারণ মানুষ তখন মুক্তিযুদ্ধের জয় বাংলা স্লোগান দিতে থাকেন।

সাউথ এশিয়ান আমেরিকান ভয়েস নামে একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে মোহাম্মদ তুহিন প্রস্তাবটি রাখলে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ২৪ এর কাউন্সিলম্যান জেমস এফ জিনারো তা সিটি কাউন্সিলে উত্থাপন করেন। পরে ২০২১ সালের ১৫ ডিসেম্বর প্রস্তাবটি পাস হয়। প্রস্তাবক বলেন, 'আমি

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

শিষ্টাচার না মানা হলে সতর্ক করা হবে: মোমেন

ঢাকা অফিস

মাসুদ বিন মোমেন

বিদেশি কূটনীতিকদের সীমা লঙ্ঘন না করার পরামর্শ দিয়েছেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন। ২২ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার মন্ত্রণালয়ে পররাষ্ট্র সচিব বলেন, 'পরামর্শ গ্রহণযোগ্য, তবে শিষ্টাচার না মানা হলে সতর্ক করা হবে।'

তিনি বলেন, 'আমরা কখনওই চাইব না আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বাইরের কোনো রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ থাকুক। আমাদের সকলকে আরও সংযত হওয়া দরকার, যাতে করে আমাদের নিজেদের সমস্যাগুলো আমরা নিজেরাই সমাধান করতে পারি।' উন্নয়ন অংশীদার হলেও কূটনৈতিক শিষ্টাচারবহির্ভূত হলে সতর্ক করে দেয়ার কথাও জানান তিনি। মোমেন বলেন, 'যেহেতু তারা আমাদের উন্নয়ন সহযোগী। তাই তাদের আগ্রহ থাকতে

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

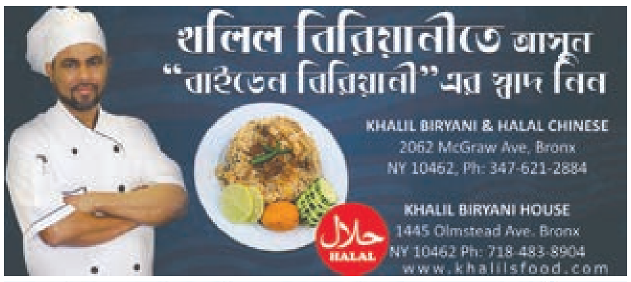

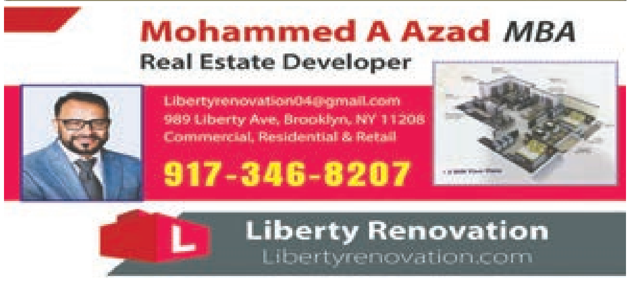

সম্পাদক: ইব্রাহীম চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও পরিবেশিত: ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২, **ফোন:** ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com